ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান

ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান

ধীরেন্দ্রনাথ সাহা এম.এ., পি.-এইচ. ডি., ডি-লিট্
প্রধান, বাংলা বিভাগ, রাঁচি কলেজ, রাঁচি

মুক্তধারা
৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

প্রথম প্রকাশ
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১
৮ ফাল্গুন ১৩৭৮

প্রকাশক : চিত্তরঞ্জন সাহা, মুক্তধারা [স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ], ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১। মুদ্রণ : প্রভাংশুরঞ্জন সাহা, ঢাকা প্রেস, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১, বাংলাদেশ। প্রচ্ছদ : আবুল বারক আলভী।

যার কল্যাণী চেষ্টায় এই সংকলন সম্ভব হল, তাকে...... ।

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা

যাঁর আগ্রহ ছাড়া এই আঞ্চলিক গানগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘন হত না তিনি আত্মীয়প্রতিম শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত সাউ। তাঁর সবসময়কার সহমর্মিতা অকুণ্ঠ।

সংগ্রহ-ব্যাপারে আর যাঁদের সহযোগিতা ও আগ্রহ পেয়েছি তাঁরা হলেন পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল (কানাস), কমলকান্ত মাহাত (দলকি), শিশিরকুমার মাহাত (মাটিয়াবাঁধি), নীলকণ্ঠ মাহাত (ঐ), হরিপদ মাহাত (সিদ্ধেশোল), আকুলচন্দ্র মান্না (নরসিংগড়), নিশীথ নামাতা (ঐ), বিজয় কালিন্দী (ঐ), নকুলচন্দ্র মানকি (দামপাড়া), ধীরেন্দ্রনাথ সাউ (স্বর্গছিঁড়া), ইন্দ্রজিৎ মাজি (ঝোপড়া), যুধিষ্ঠির মাহাত (তড়গাঁ), দুর্যোধন মণ্ডল (ডভা), ইন্দ্রজিৎ প্রধান (চঁহরিয়া), দশরথ মুর্মু (বাবনীশোষা) ও পরেশ বেশরা।

আতিথ্য দিয়েছেন সতীশ মাহাত (মালকুঁড়ি), কমল মাহাত (সিদ্ধেশোল), লক্ষ্মীকান্ত মাহাত (খুরশী), ও সুধীরকুমার মাহাত (বেলপাহাড়ি)।

সঙ্গ দিয়েছেন শ্রীযুক্ত খগপতি মিশ্র, কল্যাণীয় গণেশ সাউ ও শ্রীসুরেন মাহাত (তড়গাঁ)।

দুর্গমে সঙ্গী এমন আর একটি নাম যুধিষ্ঠার মাড্ডি (চত্‌রো)।

অনবধানতায় অনেক নাম ছাড়া রইল।

সকলের কাছে আমি বিনীতচিত্তে কৃতজ্ঞ।

গ্রাম—নরসিংগড়
ধলভূমগড়
সিংভূম

ধীরেন্দ্রনাথ সাহা
রাঁচি কলেজ
রাঁচি

॥ ভূমিকা ॥

উৎস বা অভিপ্রায় নির্দেশ করা এই সংকলনের উদ্দেশ্য নয়। সংবেদনশীল সুধী-সমাজকে গানগুলো শুধু দেখতে বলি। অপ্রকাশে যারা হারিয়ে তাদের একটা অংশকে যথাযথতায় তুলে দিলাম, কারুর প্রসন্ন দৃষ্টির দ্যুতিতে ধন্য হয়ে উঠতে পারে এই আশায়। পাঁপড়ি ছিঁড়ি নি, একটিরও ধুলো মুছি নি। কোনরকম পরিমার্জনার অপচেষ্টা থেকে নিরস্ত থেকেছি সর্বদাই। বুদ্ধিকে তর্জনী তুলে শাসিয়েছি তার সে অধিকার নেই বলে।

গানগুলো সব অনুবাদ করা হয় নি, কুণ্ঠিত হাতে কিছু কিছুর সম্ভাব্য অর্থ দিয়েছি দূরতর সাধকের দুরবস্থা ভেবে। তবু অস্বস্তি ছিল অনর্থ ঘটবে এই ভয়ে। জানি না ভাবগত পরিচ্ছন্নতা এসেছে কিনা। এ কাজে হাত দিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি স্পষ্টতা আনতে গেলে যতদূর সরে যেতে হয় তার চেয়ে অস্পষ্টতা ঢের ভাল। তাছাড়া যার অজস্র কথান্তর তার একাধিক অর্থান্তরকে কি করে এড়াই? সুতরাং সর্বশ্রেণীর পাঠককে মূল পদগুলিই বিশেষ মমতায় দেখতে বলি। ভরসা আছে তাঁদের কাছে স্বয়ংপ্রভ অর্থ আপনাআপনি ঝলকে উঠবে।

আর একটা কথা। এই গানগুলির উপস্থাপনায় ও অর্থকর্মে আমার জ্ঞানবুদ্ধি ও সাহিত্যবোধের ঘাটতিতে যদি একটি পদেরও শ্রী ও সৌরভ ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে তবে বিনা দ্বিধায় তার জন্য অপরাধী রইলাম। পাঠককে ভুল-ত্রুটি নির্দেশ করতে আমার অনুরোধ।

বলাবাহুল্য সংকলনমাত্রই নির্বাচিত একটা অংশ বিশেষ। তা যেমন সম্পূর্ণ নয় তেমনি তা শ্রেষ্ঠাংশ এমন দাবী হয় না। বহু রচনাই বাইরে রইল। অতিরিক্ত কিছু পদ আমার লেখা 'ঝাড়খণ্ডী ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে দেওয়া হল। বাকিগুলি ভবিষ্যৎ এষকের জন্য। এই সাহিত্য উপকরণগুলি পড়বার পর সংস্কৃতি-সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞাসু হলে অধ্যাপক সুধীর করণের 'সীমান্তবাঙলার লোকযান' পড়ুন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমার আলোচনা এবং সে-হেতু প্রাথমিক। ভবিষ্যতের বিশদ ও শ্রমনিষ্ঠ বিশ্লেষণে আরো কত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে এবং সেদিন আমার অপূর্ণতাও। তবু সেদিনটির অপেক্ষা রইল ॥

॥ পরিচয় ॥

আলোচ্য গ্রন্থের গানগুলি ধলভূম-মানভূম ও মল্লভূমের অর্থাৎ বাঙলার দক্ষিণ পশ্চিম প্রত্যন্ত সীমান্তভূমির। উপরোক্ত ভূমিত্রয়ের প্রথমটি ছাড়া শেষ দুটি অধুনালুপ্ত নাম। মানভূমের অস্তিত্ব এখন পুরুলিয়া ও ধানবাদ জেলা দুটিতে এবং মল্লভূম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমায়। এই তিনটি ভূমিখণ্ডের সম্মিলিত প্রাচীন অভিধা ঝাড়খণ্ড।

সুজলা সমতল বাঙলার শ্যাম-শ্যামলিম বলয় এখানে এসে মন্থর পায়ে থেমে গিয়েছে, শুরু হয়েছে ডুংরি-পাহাড়ের টাঁড়-টিকরের ডাঙ্গা-ডহরের তরঙ্গভঙ্গিম সীমানা। শাল-পড়াশী-কেঁদ-ভুঁড়রুর অ-সম প্রকৃতি। শুরু আরণ্যক জীবনের ও অরণ্যাশ্রিত সংস্কৃতির। একটি স্বতন্ত্র জীবনচর্যায় পরিপালিত এই সমাজমনের ফসল এখানকার লোকসমাজের গান। একদিকে সাঁওতাল-ভূমিজ-মুণ্ডা-খাড়িয়া অন্যদিকে মাল-মাঝি-মাহাত-মাহলী-কামহার কুমহার, এখানকার এই বিচিত্র সংগীত, সংস্কৃতি-নির্ভর লোকবৃত্তের ধারক।

ঝাড়খণ্ডী উপ-বাংলা এই সীমান্তভূমির জনভাষা। এখানকার ভাবজীবনও এই আঞ্চলিক বাংলাতেই আত্মপ্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত মাধ্যম নিয়েছে দীর্ঘকাল। শুধু প্রতিদিনকার বাক্-ব্যবহারের সীমা টেনেই ক্ষান্ত নয়, পশ্চিম প্রত্যন্ত সীমান্তের সমগ্র সাহিত্যচেতনার মুক্তিও এই ভাষাতেই। অবশ্য নিতলে সংগুপ্ত আছে অস্ট্রিকভাষা ও ভাবজীবন গভীরচারী প্রভাবে। ঝাড়খণ্ডী-বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও সম্প্রসারণে তাই আছে অস্ট্রিকী (সাঁওতালী ও মুণ্ডারী) সাহিত্যের প্রধান ভূমিকা।

ঝাড়খণ্ডী বাংলার রূপ ও রঙ ভাগীরথী তীরবর্তী জনপদের মানুষদের ভাষার সঙ্গে এক নয়। মূল মিললেও বিকাশে অমিল অনেক। বাংলা উপভাষার কোনো একটি শিশুরূপ কখন এবং কবে এই অঞ্চল ভূমিতে প্রথম নীত হয়েছিল তার কাল আজও সঠিক নির্ধারিত হয়নি। অনুমানে সে-হয়ত বাংলা ভাষা-ইতিহাসের মধ্যযুগ অথবা আরও অনেক আগেকার। তারপর শিশুলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সেই বাংলা অস্ট্রিক ভাষাঞ্চল ও অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে লালিত পালিত হয়ে চলেছে।

বিস্তৃত সাহিত্য আছে ঝাড়খণ্ডীর। সে সাহিত্যের অনেকটা অংশ জুড়ে গান। দীর্ঘপদ ঝুমুর ছাড়া অধিকাংশ গানই স্বল্পাবয়ব প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতার মত। বেশীর ভাগই গ্রাম-মেয়েদের মুখে মুখে রচনা। এ গানের অধিকাংশই

ভণিতাহীন এবং অলিখিত। সুতরাং লোকসাহিত্য কিনা এমন বিতর্ক নেই একটির ক্ষেত্রেও। পূর্ণ স্বীকৃতিতে এগুলি লোক-কৃতিই।

আরও স্পষ্টতায় স্বীকৃত এখানকার স্বনিষ্ঠ জীবনচর্যা, যা স্বাদে ও সৌরভে আদিম। বিহার-বাঙলা-উড়িষ্যার ত্রিমুখী ভাবস্রোত এ-অঞ্চলের মানুষের জীবনে সঙ্গমিত হলেও গভীরে আছে প্রাক্-আর্য মানুষের সাংস্কৃতিক শিলাবেদী। সর্বতো উষ্ণতায় এখানকার সাহিত্য তাই প্রাণধর্মী মানুষেরই কথা। শিষ্ট বাঙলার ভাবধর্মী সাহিত্যের পাশে পাশে প্রাকৃত জীবনঘন সাহিত্য ধারার এ এক সমান্তরাল স্রোত।

আগেই বলা হয়েছে, একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের মন এই সাহিত্যের পাতায় পাতা। আর পাঁচজনের মতই এখানকার মানুষও হৃদয় হাতড়ে গহন কথা তুলে আনতে চেয়েছে অকৃত্রিম। তার সবকটিই যে মণিমুক্তো, এমন নয়। তবু রাগে অনুরাগে মনোমুক্তি ঘটেছে স্বাভাবিক আবেগে। বিষয়বস্তুতে কানু নেই (থাকলেও কৃষ্ণত্ব গৌণ), সবকটিই প্রাকৃত প্রেমের কবি-কথা। আবেগ উষ্ণ, প্রকাশ নিঃসঙ্কোচ এবং পদপাত অ-জড়িম। অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত শিষ্টত্ব রক্ষায় উদাসীন।

এখানকার গান নিভৃতে ফোটে। ততোধিক নিঃশব্দতায় তার ঝরে পড়া। সন্ধিৎসু এষকের ইতিহাস-তৃষ্ণা এখনও বিন্যস্ত সংকলনে এদের যূথবদ্ধ করে নি। করলে সর্বাবয়ব পরিচয়ে একটি অঞ্চল ও গোষ্ঠীর প্রাকৃতিক নিজত্বকে এবং আপন দিন-যাত্রার বহুবিচিত্র সম্প্রকাশকে অবিকৃত উপলব্ধিতে ধরা যেত। এই অভাববোধ থেকেই বর্তমান সংকলনের সৃষ্টি ও সংগীত সংগ্রহের প্রচেষ্টা। বিশ্লেষণের এবং তার মূল্যায়ণের প্রয়াসও একই চিন্তা উদ্ভূত।

নীচে সংগৃহীত গানের শ্রেণী বিভাগ এবং অনুষঙ্গে বিষয়বস্তু ও সাহিত্য পরিচয় দেওয়া হল।

১. সাঁওতালী পাতাগীত

প্রত্যন্ত সীমান্তবাংলার অরণ্যলালিত গ্রামগুলির একটা বড় অংশে সাঁওতালী ও মুণ্ডারী মানুষ। সাঁওতালী পাতাগীতে সেই অরণ্য পুরুষ ও অরণ্যকন্যার হৃদয়-কথা আঁকা। সবই স্নিগ্ধরচনা, ব্যথা থাকলেও জ্বালা কম। প্রশান্ত মনের বিকারহীন বিশুদ্ধতায় এবং আকাশ-নীল নির্মলতায় এ গান সুন্দর। একটি পদ :

হড়তপা কিনু
বেভুলে হাতে ধরিল;
জজসাই জরজুরি জজসাই কুল্‌হিয়ে
বেভুলে রে কিনু ছাড়ি রাখিল।

—"হড়তপা গাঁয়ের কিনু পথ চলতে চলতে হাতে হাত রাখল কখন অজান্তেই। জজসাই গাঁয়ের পথে পৌঁছেই সে হাত সরিয়ে নিয়েছে আনমনে।" কথা এইটুকু, তবে ব্যথা অনেকখানি। নিঃশব্দপায়ে যে-প্রেম এল ততোধিক নিঃশব্দতায় সে হারিয়ে গেল। শুধু চেতনায় দূর তারার আলোর মত স্মৃতির একটি শুভ্র বিন্দু জ্বলে। কথার আড়ালে ব্যথাকে শান্ত হাতে শুইয়ে রাখার এ-এক আশ্চর্য কবিভাষণ। এমনই কবিভাষিত পদ সাঁওতালী গীতে এক নয়, অনেক।

সাঁওতালী পাতাগীতগুলির বিষয়বস্তুতে আধ্যাত্মিকতা নেই, সবই জীবন-ঘনিষ্ঠ রচনা। প্রত্যেকটিই দৃষ্ট অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষতা-নির্ভর। নায়ক বা নায়িকা বা পরিচিত গ্রাম-ভূগোলের জানা সীমানার অধিবাসী। প্রত্যেকের বিশিষ্ট অঙ্গভঙ্গি ও পদক্ষেপ সরজমিনের জরিপে জানা। এদের মন মেজাজের অবিকল ছবি যাদের মুখস্থ তারাই এ গানের রচয়িত্রী। এ গানের ভাষা ধলভূঁইয়া বাংলা।

২. খাড়িয়াগীত

ধলভূমের অরণ্যচারী উপজাতি খাড়িয়া। এদের সাহিত্যকৃতিতে তাই আরণ্যক শোভা ও সৌগন্ধ। এদের গান নৃত্যেরই সহলগ্ন। নৃত্যেরই একটি উদ্দাম চলধর্ম গানগুলিতে সংক্রমিত বলে সুস্পষ্ট শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাতের দোলে খাড়িয়াগীত চঞ্চল। এই ধাবৎধর্মের বৈশিষ্ট্যে এদের অন্য নাম 'দৌড়াগীত'। গানগুলি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ভূমিষ্ঠ, সুতরাং স্বভাবগুণে পুষ্ট। কোথায়ও আয়াস নেই ভাষণে, মণ্ডন গৌণ, সবই প্রতিদিনকার সহজ বাক্‌ভঙ্গির অনুধ্বনিতে সুন্দর।

খাড়িয়াগীতের পটভূমিকায় বন-পাহাড় ডুংরি এবং তদাশ্রিত সমগ্র অরণ্যসমাজ। কেঁদ শাল-পিয়ালে ঝিঁটি-পুটুসে এর প্রকৃতি জগৎ। ফল ও ফুলের সমারোহ নিয়ে এক একটা ঋতু চোখের সামনে এসে দাঁড়ালে মুগ্ধ মন তার ছবি আঁকে। দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ করার মত সেই ছবি নিয়েই খাড়িয়াগীত।

এ গান অবয়বে সংক্ষিপ্ত অথচ ঔজ্জ্বল্যে সংদীপ্ত। এর নিভৃতে আছে সুস্থ জীবন-দর্শনের ভাস্বরজ্যোতি।

দু একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বঞ্চনাত্মক বেদনাকে চিত্তের নিভৃতে রেখে আক্ষেপের হাহুতাশশূন্য সংযমশুভ্র একটি গান :

ই ডুংরি উ ডুংরি পিয়াল পাইকল

নাই যাব রে দাদা মন ভাইঙল।

পাকা পিয়ালের রঙে বিদীর্ণ চিত্ত আপন মিল পেল। অথচ বেদনার মলিনিমা মেখে বেদনায় কণ্ঠস্বর আচ্ছন্ন হয় নি। কিন্তু স্মৃতির অমোঘ দাহ থেকে ত্রাণ নেই। দিন রাত্রিকে ভাঁজে ভাঁজে ভেঙে ছিঁড়ে তার আধিপত্য। একটি গানে তারই স্মৃতিমন্থন। আনন্দিত যন্ত্রণার সে ছবি :

সেই যে সেই কথাটি বলি রহিলি

দিনেরে রাইতে রে সপন দেখিলি।

—কি একটা হঠাৎ শোনা কথা। তার তরঙ্গে অবচেতনের প্রান্তে প্রান্তে এখনও বেজে চলেছে তটধ্বনি। প্রহরের পাত্রে পাত্রে তার উচ্ছলন। একটি আশ্বাসের দ্বিধা থরথর চূড়ায় সাতটি অমরাবতীর ভাঙাগড়া। একটি গানে স্মৃতির অভিজ্ঞান কুড়্‌চি :

বাটের কুড়্‌চিফুল কানে লাইগ্‌লে

কানে লাইগ্‌লে তকে মনে পইড়্‌লে।

—ধলডুংরির কুড়চিফুল হঠাৎ একটি চলমানার কান ছুঁয়েই ক্ষান্ত নয়, তার কাজের মনকে অন্যমনা করে। বিস্মরণের আবরণ সরিয়ে মনে আরেকজনের মুখ ঝলকে উঠে। চিত্তের অধীরতাকে ধীর সুন্দর অভিব্যক্তি দিতে এরা জানে এমন আরো পদের যথেষ্ট উদ্ধৃতি হতে পারে। মন দেওয়া-নেওয়ার, মন ভাঙা-জোড়ার, হঠাৎ মনে পড়ার এমনই কত কথা যে এদের সুরের সুতোয় গাঁথা।

খাড়িয়াগীতের সুর ও স্বরধর্মকে অনুসরণ করে খাড়িয়া-ব্যতিরিক্ত প্রতিবেশী সম্প্রদায় সম্প্রতি কিছু কিছু গীত বাঁধছে। ভাষা ও ভাষণে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পদগুলি একটু পরিচ্ছন্ন। স্বরক্রততার সাজুয্যে এগুলো খাড়িয়াগীতের সঙ্গে অনেকসময় মিলিয়ে গাওয়া হয়। যেমন :

অ সাধের লাইত্‌না রে
ছাগল-বাগালের সঁগে যাইস না রে।

৩. মুড়াগীত

বিশুদ্ধ মুণ্ডারী ভাষায় বাঁধা গানের বাইরে আঞ্চলিক বাংলায় কিছু গান শুনতে পাওয়া যায় ধলভূঁই ও মালভূঁইয়ে। ঝাড়খণ্ডীর এগুলি সৃষ্টিমূলক রচনা এ গান তবে এরা সংখ্যায় স্বল্প। বহুল জনপ্রিয় বলে মুড়াগীতের একটা অংশ অন্য সম্প্রদায়ের কবলিত, এবং সেহেতু এদের ভাষা হয় পরিবর্তিত নয় ভগ্ন। বস্তুতঃ এগুলি করমগীত বা দাঁড়গীত, তাই সর্বশ্রেণীর আখড়ায় অবস্থানুসারিক পোষাক-পরিচ্ছদে এদের নির্বাধ অবনাগমন। বহু মুড়াগীত ঝাড়খণ্ডীর অন্য বিভাষায় আত্মগোপন করে আছে যাকে আজ আর স্বতন্ত্রীকরণের উপায় নেই। যেগুলি উপলব্ধ সেগুলি বেশ পরিচ্ছন্ন রচনা। গানগুলি দলবেঁধে নেচে গাওয়ার উপযোগী করে গাঁথা। সাঁওতালী গীতের মত জীবন-অভিজ্ঞতার সবসীমানা ছুঁয়ে না গেলেও পল্লীমূল সীমান্ত-সংস্কৃতির একটি সত্য চেহারা নিবিড় বিশ্বস্ততায় মুড়াগীতগুলিতে বিধৃত হয়ে আছে। মুড়াগীতের অনেকখানিই এখনও অসংগৃহীত। সংঘবদ্ধ উদ্ধারে ও সংকলনেই এগুলি সম্পর্কে হয়ত সর্বাবয়ব ধারণা নিশ্চিন্ততার সঙ্গে গড়া যেতে পারে—

সাহিত্যগুণেও এগুলি গুণী। একটি উদাহরণ :

ছুটুমুটু ডুংরি তাহেই ফলে কুঁদুরি
দে ন দাদা ঠেঙ্গা কাটি
বহু যাবেক্‌ বাগালী।

—একটুখানি ছবি যা স্নেহের রঙে অরুণ। এইটুকুতেই সীমান্ত বাঙলার প্রকৃতি ও মানুষ দুই-ই সুস্পষ্ট।

৪. দাঁড়-ঝুমুর : করমগীত

ঝাড়খণ্ডী লোকগীতের বৃহৎ অংশ নিয়ে দাঁড়-ঝুমুর বা করমগীত। এগুলি করমোৎসবে নৃত্যের সঙ্গলগ্ন গান। ভাদ্র একাদশীর দিন থেকে আরম্ভ করে কার্তিক পর্যন্ত করমগীত গাওয়ার কাল। সমগ্র মানভূম, ধলভূম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বিক্ষিপ্ত গ্রামাঞ্চলে এই গানগুলির চলনভূমি।

করমগীতের অন্য নাম দাঁড়শাইল, দাঁড়গীত, পাতশাল্যা বা পাতাগীত। শ্লীলতা হারালে এগুলি তাঁইড়-ঝুমুর (বা টাঁইড়-ঝুমুর)। করমগীতের অন্তর্গত শ্রেণী দুটি। যেগুলি আকারে ছোটো সেগুলি ভণিতাহীন এবং এদেরই পরিমাণ সর্বাধিক। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ রচনাগুলি তিন বা ততোধিক স্তবকে সম্পূর্ণ এবং ভণিতাযুক্ত। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পদগুলি কিছুটা মার্জিত তাই বিশুদ্ধ লোকগীতির পর্যায়বাচী নয়। উপস্থিত সংকলনে এদের উদ্ধরণ কম।

পূজার উপলক্ষে করমগীত বা দাঁড়গীতের অবতারণা হলেও এগুলি আচারগীত নয় (দু'একটি ছাড়া)। আধ্যাত্মিকতা কোথাও এর মানবিক ও বাস্তব গুণকে আচ্ছন্ন করেনি। কানু ছাড়া যে গীত আছে এবং সে গীত যে নিঃসন্দেহে মন ও মর্মস্পর্শী এগুলি তারই নির্ভুল প্রমাণ। দাঁড়-গীত বা তাঁইড়-ঝুমুর এখানকার মাঠ-মানুষের প্রাণকথা, গ্রামজীবনের আত্মময় গীতিকবিতা। বিচিত্র আনন্দবেদনা হাসিকান্না ও অভিজ্ঞতার লিপিচিহ্নে এবং সর্বোপরি একটি বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি নিয়ে এগুলিতে যেন প্রত্যন্ত পশ্চিমাঞ্চল আপন নামস্বাক্ষরে প্রতিনিধিত্ব করছে।

প্রেম মুখ্য আশ্রয় হলেও এই গানগুলির বিষয়বস্তু সাধারণ জনজীবনের সর্বভূমি থেকে আহরিত। প্রত্যাহিত জীবনের সবটুকু পরিচয় এই স্বল্পাকার গীতগুলিতে সংনদ্ধ। তাই এই অঞ্চলের একটি সর্বাবয়ব ধারণা এই রচনাগুলি থেকে সহজেই উপলভ্য হতে পারে। পশ্চিম সীমান্ত সংস্কৃতিকে এবং তার স্বতন্ত্র জীবনচর্যায় পরিলালিত একটি সংবেদনশীল সমাজমনকে সর্বতো ঘনিষ্ঠতায় পেতে হলে করমের পাতাগীতগুলি অপরিহার্য।

দাঁড়-ঝুমুরের পদ অনেক, সুতরাং কিছু কিছু তরল ও বাচ্য-সর্বস্ব রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া আশ্চর্যের নয়। সেগুলি বাদ দিলেও বিশুদ্ধ কাব্যমর্যাদায় উত্তীর্ণ এবং শিল্প-সম্পূর্ণ পদও সংখ্যায় অনেক। প্রকৃতি ও মানুষের আনন্দ একবৃন্তে লগ্ন এমন একটি পদের উদাহরণ :

বাঘমুড়ির পাহাড়ে হিদিড়-দিপিড় বাজনা
অ নদীর ঝরণা
হিলে খঁসা জ'টে ধ'ইর না।

—উঁচুনীচু পাহাড়ের উপর মাদলের হিদিড় দিপিড় শব্দ। সঙ্গে কোন বারণ না শোনা চপল সঙ্গী কেন যে হাত দেয় খোঁপায় যখন তখন। উপলের মঞ্জীরে গুঞ্জন তোলা ঝর্ণার মতই মুখর নিষেধ সোচ্চার হল সঙ্গিনীর কথায়।

অসতর্ক আশ্লেষের উৎকণ্ঠা বাজে শঙ্কায়। আর একটি পদের চোখে মুখেও এমনি এক সকৌতুক নিষেধ :

বনের কুড়্‌চিফুল ট'াইড়ে মহকে
দিদি না যাহ জলকে
মাথার বেণী দলকে।

—ধ্বনি নয়, এ পদের প্রথম পংক্তিটি অনবদ্য গন্ধ-প্রতিমান। বন-কুড়চির বন্ধনহীন ঘনগন্ধ বন ছাপিয়ে মাঠের সীমানায় হানা দিল। পথে-ঘাটে মন হারাবার হৃদয় খোওয়াবার পিছল শঙ্কা। চলার তালে তালে মাথার বেণী যখন অহেতুক কাঁপছে তখন জলে না যাওয়ার মুখর মানা ছোটো বোনের কৌতুকের কানায় কানায় উপচে উঠে। আরো একটি ব্যঞ্জনাবহ নিষেধে কাব্য-সৌন্দর্য আছে। পদের ব্যঙ্গটি বহুবল্লভা নায়ককে বিদগ্ধা নায়িকার—

সকল ফুলে বইসবে ভমর
কিয়া ফুলে বইসবে না
কিয়াফুলের বাঁকড়ি কাঁটা
লাইগলে কভু ছাইড়বে না।

মাঝে মাঝে 'মন-কেমনের' হাওয়া আসে, অনুভবে ঘর ছাড়ার উতলতার ছোঁয়া। তখন অনুভূতির সোনার তারে উন্মনত্বের সূক্ষ্ম কাঁপন। শিমঝোপের ছোট্ট পাখির ডানায় অচিনপুরের বার্তা :

ইতুটুকু পাইখটি
শিমলাটায় চরে
ডাইকছে গলার মালা
মন কেমন করে।

কখনও মাদলের মাতাল শব্দে কুল হারাবার ঔৎসুকতা :

ভাঙ্গা ঘরের টুইয়ে পড়ে জল
দিদি বাইরাই চল
কেমন কেমন বাইজছে মাদল।

রস, রীতি ও ব্যঞ্জনাগৌরবে কতকগুলি গীত সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রকীর্ণ কবিতাকে স্মরণ করায় :

মহুল পড়ে ঠেকা ঠেকা, কি কর‍্যো কুড়াব একা
টিকৃটিকি দেখ্যেই ননদ পালাইল
টাঁইড়ের মহুল টাঁইড়ে শুকাইল।

—ঝুড়ি ঝুড়ি মহুয়া জমা হল গ্রাম উপান্তের কোন এক বনলগ্ন সীমানায়। ননদ তো প্রণয়ীকে দেখেই তার সঙ্গ নিতে পলাতক। এমন নির্জনে নিঃসঙ্গ বধূ আর্ত হল কার উপসঙ্গ প্রত্যাশায়? বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে ব্যঙ্গার্থের এ কোন্ আলো?

কিন্তু ব্যঞ্জনা নয়, স্পষ্টতাই এই গীতগুলির প্রবল ধর্ম। জীবন এখানে ও এ গানে স্ব-ভাবে অনাবৃত। প্রেমে-অপ্রেমে, ক্ষোভে-বিক্ষোভে সর্বত্র স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপ, সর্বত্রই দ্বিধাহীন কুণ্ঠাহীন আত্মপ্রকাশ। মণ্ডনহীন কৃত্রিমতা-হীন একটি সুষমাই এদের লাবনী। এমনই নম্রনত একটি অনুযোগ:

বঁধু এত রাইত কেনে
পথে আরে কোন্ হলে
জাইনব কেমনে।

নিরুদ্দেশ স্বামীকে একটি সোহাগ-ঘন শাসন:

হাট গেলি হাটে নাই
বাট গেলি বাটে নাই
বল্যো দিবে হে আমার সয়াঁকে
চুখিলতায় বাঁইধব উআকে।

—প্রিয়তম হাটে নেই, ঘাটে নেই। কত খুঁজেও তার দেখা নেই। সখি, তোরা বলে দিস, সেই নিষ্ঠুরকে এবার বেঁধে রাখব চুখিলতায়। প্রেমের ঘন-বন্ধনের সূক্ষ্ম তন্তুটিকে অগোচরে শ্লথ করে যে-প্রিয়তম পলাতক তাকে ব্যথা দিতে নয় শুধু মধুর অনুযোগে ও মৃদু শাসনে ধরে রাখার সোৎসুক একটি উৎকণ্ঠা। হয়তো গোপনে একটু ঈর্ষার ছোঁয়াও। একাধিকারের যে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তার দাবী প্রেমনম্র ভাষায়।

প্রেমের পদ অসংখ্য। সব দেশের লোকসাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠাংশ বোধহয় তার প্রেমগীতে। হঠাৎ একদিন হৃদয়-হারাবার দক্ষিণ-বাতাসের অনির্দেশ্য আমন্ত্রণ চপল পদপাতনে আসে। সেদিন ক্ষণে ক্ষণে অকারণ আকুলতার উদ্দাম ঢেউয়ের হানা কিছুতেই মানা মানে না। তখন একটি মানবী মন আর একটি মানব মনের কাছে নিঃশেষে হারিয়ে যাবার জন্য, সব-খোয়াবার

জন্ত অস্থির। সেদিন দিন-রাত্রিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে আনন্দিত যন্ত্রণার রেশ বাজে। প্রেমের গীত সেদিনকার সেই ক্রন্দন-জাগরণের ও হৃৎ-বিদারণেরই আলেখ্য। সেদিনকার গান নানান অশান্তির-প্রশান্তির রক্তচিহ্নে রাঙা। পূর্বরাগের এমনিই অস্থিরতাবিদ্ধ একটি পদ :

কুল্‌হি কুল্‌হি যাতেছিলি
কুল্‌হিমুড়ায় দেখা পালি
নাগর আমার দিল আঁখিঠারি
ধৈর্য ধরিতেই আর নারি।

প্রীতির জ্বালা অনেক (পিরিতি ভাই বিষম জ্বালা) কারণ প্রেম কারণে অকারণে ভাঙ্গে (থেকে থেকে খসে প্রেমের মালা)। পেয়েও প্রিয়কে না-পাওয়া থেকে যায়, তৃপ্তিতে অতৃপ্তি গোপনে কাঁদে। তখন সব-দিয়েও কিছু না পাওয়ার আক্ষেপ, সেদিন নিকটতমের সঙ্গেই দূরতম ব্যবধান :

ঘর করি আঙ্গিনা আঙ্গিনা করি ঘর
যত করি শ্যামবঁধু তবু বাস পর।

কখনও অনুযোগ :

পিরতি এমন বলো নাই জানি মনে
বন্দে ছন্দে ভুলাইলে জাইনব কেমনে।

অথবা :

হাসি হাসি প্রেম ফাঁসি তুমি বঁধু পরালে
যে ফুলটি ফুট্যেছিল অকালেতে ঝরালে।

কখনও সুস্পষ্ট অভিযোগ :

তোমার পিরিতি জানা গেল এতদিন
মিছাই দেখা মন-রাখা নয়ানে নয়ন।

আবার কখনও বা অনুভবে তৃপ্তির আবেগ টলমল করে। তখন কেবল খুশীর ঝলমলানি :

চাঁদ করে ঝিকিমিকি সুরজ করে আলো
কন বনে বাঁশুরি বাজায় আমার কালো।

সর্বত্র প্রেমের শেষভাষা বোধহয় একই। তাই কোন কোন পদ 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সঙ্গে প্রায় এক—

তুমি তরু আমি লতা রাখব বেড়িয়ে
যাও দেখি কুথা যাবে আমারে ছাড়িয়ে।

(উদ্ধৃত পদটি 'তুমি হবে বটবৃক্ষ আমি হব লতা'র সঙ্গে তুলনীয়।)

সমানুভূতির মায়া মেখে স্বল্প কথায় দাম্পত্যপ্রেমের স্নিগ্ধ ছবিও অনেক :

আমার বঁধু হাল করে আড়-কানালীর ধারে
গরা গায়ে খরা লাগে দেখ্যে মায়া লাগে
ননদিনী ল, আমি নিজেই যাব বাসিয়াম দিতে।

—নদীর অর্ধেক কানছুঁয়ে থাকা খেতের শুষ্ক কঠিন মাটিতে হাল বাইছে স্বামী। বৈশাখের নিদারুণ দাহ নির্মমে তাপিত করছে তাকে। উৎকণ্ঠ বধূর মনে শঙ্কার কাঁপন। আজ ননদ নয়, বধূ নিজেই মাথায় করে নিয়ে যাবে আমানি ভাতের বাটি। অদূরপ্রবাসের গোপন বিপ্রলম্ভ এই পদের অবলম্বন, সেই ছলে স্বামী সঙ্গের স্বল্প কয়েকটি স্বাদু মুহূর্তের জন্য ঐকান্তিক কামনাও সরব।

অন্য বিষয়বস্তুর পরিধিও বেশ ব্যাপক। কর্মভঙ্গি অভ্যাস ও রুচির সবকিছু মিলিয়ে অবিকৃত সততায় কৃষকের ছবি :

হাতে লিব বুঁদিটি, খাঁদে লিব কদালটি
মনের মত খায়ে লিব চুটা
লহকে ধরিব আইড় চুটা।

—হাতে পাতার বিড়ি জ্বালিয়ে নেবার আগুন, কাঁধে মাটি কাটার কোদাল। পাতার বিড়িতে মনের মত টান দিয়ে খুশী মনে জমির আল বাঁধানোর কাজে নামার প্রস্তুতি। কখনও কঠিন রৌদ্রের খরতার মধ্যে ঘাস কাটার প্রসঙ্গ :

ঘরে আছে এক হাল হালিয়া
ঘাস কাইটতে হল্য বেলা
ঘাস-কাটা কঠিন আঁটের কাম
ঠসকি ঠসকি পড়ে ঘাম।

কখনও মাছধরার খুশীতে ডগমগ মন :

আজ রাইতে বড় জল, মাছ ধরি ছলাছল
পলইয়েতে মাছ রাখলি
উদয্যা ঝুমুর গাহলি।

অথবা :

ভাদরমাসে করম নাচ, ঘুগিয়ে পড়িছে মাছ
ঘরে লিয়েঁ পড়ায়ে মাছ খাব
বেশি হলে শুকা শুকাব।

একটি বাক্ পংক্তিতেই কৃষকবধূর রেখাস্পষ্ট ছবি :

'বহুবিটির মাথায় বাটি
বাসিয়াম দিতে যায়'

বধূ জীবনের ব্যথা ও বিড়ম্বনার ছবি সর্বাঞ্চলের লোক সাহিত্যেরই বিষয়। প্রাণের স্পর্শে নিবিড় অথচ ব্যথায় করুণ এমন একাধিক প্রসঙ্গ এখানেও। কত বিদ্রূপ ও কঠিন সমালোচনার কাঁটা মাড়িয়ে পথ চলতে হয় পদে পদে। বিড়ালে হাঁড়ি ভাঙলে ননদ র্ঁাড়ির গালাগালি শুনতে হয়, শাশুড়ীর 'শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি' :

বিড়ালে ভাঙ্গিল হাঁড়ি গাইল দিছে ননদ র্ঁাড়ি
গাইল দিছে শাশুড়ী অমেলা
শ্বশুরঘর করাই বড় জ্বালা।

সময় সময় নির্মমতর শারীরিক শাস্তি :

এক পইসার পুঁটি মাছ
কি দিয়ে রা ঁধিব
বুড়া ভাশুর গালে খুঁদায়
কি বলে কাঁদিব।

সুতরাং এমন শ্বশুর-ভাশুরের অনাত্মীয় হৃদয়হীনতাকে নিয়ে আর ঘর করা নয় :

অ গ মাই,
শ্বশুরঘরে দমেই মারে
আর যাব নাই।

যেখানে সবটাই প্রেমহীন হৃদয়হীন রিক্ততারই মরুদিগন্ত, যেখানে কেবলই নির্যাতন ও শাসনের অমানুষিক আধিপত্য সেখানে করজোড়ে মুক্তির পথকে অভ্যর্থনা জানাতে দ্বিধা নেই।

সংসারের এমনই রুক্ষ কঠিন রূপ তার সবটুকু বিরূপতা নিয়ে কয়েকটি গানেই উপস্থিত। তখনকার সংক্ষুব্ধ মুহূর্তে প্রীতির পাত্র শূন্যতায় নিঃশেষ, সূত্র-শিথিল অন্তরবন্ধন সদ্যঃপাতী। তখন আকর্ষণ ছাপিয়ে কেবলই বিকর্ষণ। প্রীতিকে ছাড়িয়ে অপ্রীতিরই অতিগ্রাম্য প্রকটতা। এমনই একটি যন্ত্রণাক্ত মুহূর্তের ভাষণ :

কুল্হিমুড়ায় টানাটানি ছাড় লুহা লিব আমি
খালভরার এতই মনে ছিল
আশিন টানে লুহা খুল্যে নিল।

—অনটনের দুঃসহ দিনগুলিতে দুঃসহতম আঘাতে বিবাহবন্ধনকে ভেঙে দিতে পারে যে বিশ্বাসঘাতক তারই প্রতি নির্যাতিতার এ এক জ্বালামুখী ধিক্কার। যার সঙ্গে একদিন 'আঙুলে আঙুলেই ভাব' আজ তারই সঙ্গে দুস্তর গহ্বরের ব্যবধান।

কিন্তু অভাব অভিযোগের ভগ্নতটেও মানবিক মহিমা অমর। তাই বিচ্ছেদ ও বিভেদের উপর বিজয়ী প্রভাবে অনুরাগের অস্তিত্ব। উপেক্ষার কঠিন আবরণের গভীরে আবার সধৈর্য প্রতীক্ষার দীপ অনির্বাণ জ্বলে। কলহান্তরিতার এমনই অন্তর্লীন সহিষ্ণুতার প্রত্যাশা রাঙানো একটি গীত উল্লেখযোগ্যঃ

পাহাড়ে পরবতে ঘর তায় আস্যেছে সাঁঘার বর
আমি সাঁঘা হব নাই আমার বেহাল্যা পুরুষ আছে
মনের অনুরাগে দুদিন লুহা লিয়েঁ গেছে।

—একটি অভিশপ্ত মুহূর্তের বিক্ষুব্ধ উত্তেজনায় (একদিন 'কুল্‌হিমুড়া'য়) হাতের 'লুহা' খুলে সেদিন বিচ্ছেদকে সোচ্চারে ঘোষণা করা হলেও এখনও সবটুকু শেষ হয়ে যায় নি। এখনও মন সেই মনের সঙ্গে সূক্ষ্ম তন্তুতে বাঁধা। এখনও যে গেছে তার জন্য একনিষ্ঠ প্রত্যাশা পথ চেয়ে।

চোখের জলে ভুলের মাশুল শোধ হয়, বর্ষণে বর্ষণে বিরোধের মেঘও একদিন নির্ভার ও নির্মুক্ত চিত্তের প্রশান্তিকে ফিরিয়ে আনে। তখন অভিমানিনী বিচ্ছিন্নার হৃদয় মনে পুনর্মিলনের উৎকণ্ঠ আবেদন, কত সাধাসাধির সাধনা :

শালগাছে শুয়াপোকা উটাই বটে ছেল্যার কাকা
বল্যে দিবে হে আমার সয়ঁাকে
যেমন চাঁড়েই ঘর আসে।

অথবা :

কাঁসাই কুঁআরী নদী, সে নদী পাতালভেদী
অবশ্য কর‍্যে বইলবে সঁয়াকে
যেমন চাঁড়েই ঘর আসে।

বলাবাহুল্য, এই শ্রেণীর দাঁড়-ঝুমুর সংলগ্নচিত্ত দাম্পত্যজীবনের ঘনিষ্ঠ প্রণয়ভাবনাকে শাশ্বতকালের ভাষায় বহন করছে!

বাৎসল্যের পদগুলি স্নিগ্ধ। সবকটিই আন্তরিক মমতায় সজল, ভাষাও একান্তভাবে ঘরের :

আকবাড়ির ধারে ধারে
কার ছেল্যা কাঁদে রে
আস্ত বাছা কলে লিব
বড় দয়া লাগে রে।

কখনও মায়ের সস্নেহ অনুরোধ :

অ মিনি নাই কাঁদ গ
ঘরে দুয়ারে কত জব্‌রা
গহাল পেলাতেই হল্য বেলা।

কখনও তার কল্পনামধুর সান্ত্বনা :

লকের ছেল্যা জনার খায়
আমার ছেল্যা কাচাড় খায়
আমি বরাভুঁই যাব
জনার দেখ্যে ফুল পাতাব।

বৃদ্ধের সান্ত্বনা ও আশ্বাসটি আরও লোভনের—

কাঁদিস না ভাই লাতি
পড়াই দিব কুঁকড়ার আঁতি।

কখনও বা ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে, তখন বিব্রত মায়ের ভাষায় স্নেহের পরিবর্তে শাসন :

মাছ ধরি ছেং ছেং, ছানা কাঁদে রেং রেং
অ ছানা নাই কাঁদ রে
কাঁদলে চড়াতেই মন করে।

সহ্যের শেষ সীমা ভাঙলে রুক্ষতা ও রূঢ়তা :

সকালে উঠিয়েই ছেল্যা
দুধ্ দুধ্ মাগে
এমন ছেল্যায় কাজ নাই
খাউক বনের বাঘে।

অথবা

ছানা কাঁদে মা মাই, ছানার গায়ে টেনা নাই
ছানা গজলাকে যা রে
কচ্‌ড়া কুচ্যাতে দিলি নাই।

বয়ঃসন্ধির পদও আছে। শিশুত্ব থেকে কৈশোরে সংক্রমণের মধ্যমুহূর্তে

দেহে ও মনে নতুন অনুভব ও অভিজ্ঞতার বন্যা। এখন যৌবনের প্রথম আলোবেলায় মুগ্ধ চোখের সপ্রশংস অঞ্জলি আসে 'কত ছলে কত ইশারায়' :

যখন ছিলি ছুটুমুটু, খায়েঁছিলি জনার-ভুটু
এবারটুকু হয়েঁছি ডাগর
কতছলে ভাঁইলছে নাগর।

এখন কিশোরের বুকে সাহস ও সামর্থ্যের ঢল :

যখন ছিলি গাড়ার-গুড়ুর, তখন মারি তিতির-গুঁড়ুর
এবারটুকু হয়েঁছি ডাগর
কাশি কাঁড়ে মাঁইরব ঘাঘর

—এ যেন ঝাড়খণ্ডের মাটিতে নব-কালকেতু।

নিরন্ন সংসারের ছবিও গোপন নয়। অনুর্বর মৃত্তিকার কৃপণ দাক্ষিণ্যে এবং অনুন্নত অর্থব্যবস্থার দংষ্ট্রায় আহত জীবনের ক্রন্দনও সুস্পষ্ট আর্তনাদে বাজে :

ছানা কাঁদে রঁাই রঁাই, ঘরে খাতে খরচ নাই
চল যাব বাঁউলা ভাড়িতে
ছেল্যা দুটা ডকে কাঁদিছে।

তবু পাতা-গীত বা দাঁড়-ঝুমুর বেদনার গীত নয়, বেদনা বিস্মরণেরই গীত। সব ব্যথা ধুয়ে মুছে শুদ্ধ আনন্দের বিস্তৃত দিগন্তেই মন মুক্তি নিয়েছে। সেই আকাশ-প্রতিম প্রশান্তির বিস্তার পূর্ণঅস্তিত্বে অনেক গানেই খুঁজে পাব।

ধলভূম-মানভূম-মালভূম গানেরই দেশ ('বাড়ি নামুহয় গীতের চাষ করি')। আর এখানকার এ গান নৃত্যেরই তালে তালে বাঁধা। দাঁড়-ঝুমুরের কথায় গান আর নাচ যেন ঝিঙ্গাফুল-কাঁকুড়ফুলেরই সরু গাঁথনে গাঁথা :

ঝিঁগাফুল কাঁকুড়ফুল
সরু গাঁথনি
দাদাভাই মাদল বাজায়
বহু নাচনী।

রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ নিয়েও গান আছে তবে তা বৈষ্ণব পদাবলীর রস ও আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার ভাবে বাঁধা নয়। এগুলি নিছকই প্রাকৃত প্রেমগীতি। রাধাকৃষ্ণের নাম-রূপের আড়ালে এই গানে দেহ বাসনাই বাসা বেঁধেছে। এই শ্রেণীর সবকটি পদের ভাব ও ভাষায় অঞ্চল-ধর্ম দীপ্ত স্বাতন্ত্র্যে বর্তমান। একটি উদাহরণ :

আর যাব নাই জল্‌কে, জড়া মহলতলকে
বা ইজল শ্যামের বাঁশি
ঘুরোই চল ঘরকে।

আক্ষেপ কখনও মৃদু অনুযোগে :

শিশু বালক কালে
সিতাএ সিঁদুর দিলে
পাছে শ্যাম ছাড়িয়ে পালালে
দুখীকে দারুণ দুখ দিলে।

কখনও ঋজু অভিযোগে :

মুড়-কাটা নাংএর বেটা
কপালে মাণিকের ফোঁটা
মোরে ছাড়ি মধুপুর গেল
জীবনে যৌবনেই দাগা দিল।

—শিশুবয়সে যে মাথায় সিঁদুর দিল আজ যৌবনোদ্গমের আবেগোদ্বেল মুহূর্তগুলিতে সে কোথায় পলাতক? এমন বিশ্বাসহননের অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধীর উদ্দেশে বিচ্ছিন্নার তীব্র ক্ষোভ অসহ মনোজ্বলনের রক্তআভায় বিকীরিত। এই তাপ ও দাহের ভাবনা নিয়েই এখানকার নায়িকা 'মহাভাবিনী' নয়। অশরীরিণী মানসী নয় মানুষীই। দুএকটি পদে 'যমুনা' 'মথুরা' এমনই এক আধটি স্থান ও নদী-নামের ক্ষীণ আরোপণে বৈষ্ণব পদাবলীর ছায়া ও ছোঁয়া আপাত অনুমানে মনে হলেও অন্য সবটুকুই বাস্তব গৃহ-সংসারের ছবি।

আস্ত বঁধু তেল মাখ
আমার বচন রাখ
সিনাই আস্ত যমুনার ঘাটে
দই চিনি চিড়া দিব খাতে।

সর্বাঞ্চলের লোকসাহিত্যের কাব্যভাষায় বিশেষ কতকগুলি সঙ্কেত-শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে পদে পদে যাদের আবর্তন। অর্থে কখনও তারা স্পষ্ট কখনও অর্ধস্পষ্ট। বিশেষ নারী-অঙ্গকে সংকেতস্থানকে অথবা বিশেষ অনুভূতি ও কালকে বোঝাতে এরকম শব্দ এখানেও অনেক। বিশেষ গোষ্ঠীর এই যৌথ-সম্পদগুলোর সঙ্গে একটা পূর্ব-সঞ্চিত পরিচয় থাকলে আক্ষরিক

সাহিত্যের রূপ ও রসকে বোঝা সহজ হয়। উদ্ভিদ জগতের 'ঝিঁগাফুল' 'সীমলাটা' 'শালুক' 'কদম' 'কদমকলি' 'ডালিম' 'তুষিলতা' এমনই কিছু এখানকার সংকেত-ধর্মী শব্দ। 'নেকড়ে' 'ভালুক' ইত্যাদি জীবজন্তুর নামের মধ্যে মুখ্যতঃ অবৈধ প্রণয়ীর ইঙ্গিত।

৫. জাওয়া (যাওয়া ?) গীত

জাওয়াগীত দিয়েই করমগীতের ভূমিকা বাঁধা হয়। এগুলি ভাদ্রমাসের গান। স্পষ্ট ঘাসাঘাতে ছড়ার ধর্ম এদের সুরের মর্মে।

শস্যের সমৃদ্ধি কামনার গূঢ় আবেদনই এই গানের উৎস কিনা তা নির্ভুলে নির্ণয় করা কঠিন। অনুষ্ঠান সাক্ষ্য দিলেও গানের সূত্র খুঁজে এমন সিদ্ধান্তে নিশ্চিত হবার কোন উপায়ই নেই।

তবে বক্তব্যকে প্রাণ পেতে শুনলে এগুলি 'যাওয়া'র গান। পরিচিত পিতৃগৃহ থেকে স্বজনহীন স্বামীগৃহের দূরদেশে যাওয়ার বিষণ্ণতা এদের চোখে মুখে মাখা। অধিকাংশ গানেই আছে বধূজীবনের কথা ও ব্যথা।

৬. টুসুগীত

টুসুগীতের দুটি শ্রেণী। প্রথমটি ব্যক্তিকবির ভণিতাযুক্ত দীর্ঘাকার টুসুপদ, অন্যগুলি ভণিতাহীন সংক্ষিপ্তাকার গোষ্ঠীগীত। ব্যক্তিকবির রচনাগুলি তুলনায় সাহিত্যগুণ বর্জিত। শিষ্ট বাংলার অক্ষম অনুকরণে ভাষাও আড়ষ্ট। অধিকাংশই কবি-যশঃপ্রার্থীর আত্যন্তিক সচেতনতাবোধে দুষ্ট। এ-সংকলনে এগুলি বাদ রইল। দ্বিতীয় শ্রেণীর টুসুগীতগুলি যা গোষ্ঠীর যৌথ সম্পদ অর্থাৎ যা ব্যক্তি-কবির নয় বিশুদ্ধ আঞ্চলিক ভাষাই সেগুলির বাহন এবং সাহিত্যবিচারে এগুলিই উল্লেখের ও প্রশংসার। ভণিতাহীন টুসুগীতেরও দুটি স্পষ্ট অংশ। একটিকে বলতে পারি মূল টুসুপদ, অন্যটি টুসুপদের রং। রং কখনও মূল পদের সঙ্গে ভাব-সাযুজ্যে অন্বিত, কখনও শিথিলসূত্র, কখনও বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। টুসুপদ চার চরণে বাঁধা, রংয়ের চরণ মাত্র দুটি। পদ অবস্থাবিশেষে দীর্ঘ হতে পারে, তবে রংয়ের পরিমিতি প্রায় এক।

টুসুগীতগুলি এখানকার লোকসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ মাধুর্যে এবং স্বাভাবিক অন্তরপ্রকৃতির ধর্মে। এত সহজ সুরে কথা অন্য গীতে নেই, এমন সুষমা ও লাবণ্যও। কৃত্রিমতার কিঞ্চিৎতম অবলেপ পড়ে নি। প্রাণের

আকৃতি এই পদগুলিতে স্বতোৎসারে উজ্জ্বল, সংসার জীবনের সম্পূর্ণ ছবি স্বমহিমায় বিম্বিত। সংগীত নিরপেক্ষ শুধু মুখে মুখে গাওয়া টুসুগান দৈনন্দিন জীবনকথার অনুধ্বনিতে সুন্দর।

সময় ধরলে টুসু পৌষের গান। নবান্নের অঞ্জলিতে তখন লক্ষ্মীর বোধন। দুঃসহ দুঃখের ভারি দিনগুলির অবসান-বেলার তৃপ্তি এ গানের চোখে মুখে।

'টুসু'র রূপ বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক বিতর্ক আজও কোন নিশ্চিত নির্ণায়নে পৌঁছয় নি। পণ্ডিত মহলের জোর তদন্ত এখনও অব্যাহত। অধিকারী-অনধিকারী নির্বিশেষে অনুমানের ঢিল ছুঁড়ছেন অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের সাফল্য করায়ত্ত করার ঈপ্সায়। ফল ঘোলাজলের ঘূর্ণি।

টুসুগীতের সাহিত্যশ্রী আলোচনায় কোন অধ্যাত্মভাবের আরোপণ প্রশস্ত নয়। বরং অস্বস্তির। সকালের সোনা আলোকের মত জীবনের 'কেবল কথা'য় টুসু গানের বক্তব্য স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। মূলে কোন ব্রত ছিল কিনা কোন পদ মিলিয়ে তা বিচার করার উপায় আজ আর নেই। ক্বচিৎ দু-একটি তত্ত্বধর্মী পদের (যেমন 'জলে হেল জলে খেল, জলে তুমার কে আছে' এবং 'ষোল ঘড়ি রাইতে টুসু, ষোল পূজা খালে গ' ইত্যাদি) সুদূরশায়ী ইঙ্গিতের সত্যিকার কোন মৌলিক মূল্য আছে কি না অথবা এগুলি উৎসাহী তত্ত্ববাদীদের পরবর্তী প্রক্ষেপ কিনা তা নিয়ে শ্রমনিষ্ঠ গভীরতায় অন্বেষণ এখনও বাকি। যতদিন না সেই নূতন এষক আলো নিয়ে আসছেন ততদিন অপেক্ষায় পথ চাইতে হয়।

তবু আপাতবিচারেও ব্রতবাদীরা লক্ষ্য করতে পারেন যে টুসুগীতের কোন পদেই গৃহস্থের কল্যাণকামনার উৎসুকতা ধ্বনিত হয় নি, কোথাও জীবনে প্রতিষ্ঠা প্রার্থনার উৎকণ্ঠাও নেই যা অল্পবিস্তর সব ব্রতেরই অপরিহার্য গুণ ও অঙ্গ। সুতরাং সন্দেহ স-কারণেই যে কোনকালে দেবভাবনার সঙ্গে টুসু বা টুসুভাবনা সম্বন্ধবদ্ধ অচ্ছেদ্য ধর্মসূত্রে।

সার্থক কবিবক্তব্য তো কথা দিয়ে অনুভবকে ছোঁয়া। এ-বিচারে টুসুগান অবিসংবাদিতভাবে সার্থক কবি-ভাষণ। প্রাণের নিভৃত বৈভব অপরূপ বিভায় এ গানের অঞ্জলিতে তোলা। ঈর্ষা-আশা-ভালবাসা সব কিছুই অগোপন, সবকিছুই সম্পন্ন স্বাভাবিকতায় সহজ। ফলে সুন্দর।

ঝাড়খণ্ডের লোকমানসে টুসু বিচিত্ররূপিণী। রূপে রূপে তার আনাগোনা। কখনও সই-সাঙাতিন, কখনও সতীন-মিতিন্, কখন প্রতিবেশিনী, কখনও কন্যা-জায়া-জননী। সব মিলিয়ে টুসু-বৃত্ত এখানকার

একটি ব্যাপক সমন্বয়ী ভাব-চেতনা যার সঙ্গে সমাজ, ধর্ম ও প্রেমভাবনা সবকিছু আত্মীয়সূত্রে একাকার। তাই টুসুগীতের একটি বড় অংশ যেখানে বহিরঙ্গ প্রসঙ্গে টুসু নেই। পরিবর্তে সামনে দেখা মানুষজন। আছে মন জানা-জানির কানাকানি অথবা প্রেমেরই বেদন নিবেদন। কখনও পক্ষ-বিপক্ষের বাদ-বিবাদের বিতণ্ডা, সম্মুখ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুষলধার শরবর্ষণ। সাহিত্যের পাতায় গ্রামের মানুষকে তার উষ্ণ প্রাণময়তার সঙ্গে দেখতে চাইলে এই গানগুলোর কাছাকাছি দাঁড়াতে হয়। কথার সঙ্গে অন্তরকে, ভাষণরীতির সঙ্গে অঙ্গভঙ্গিকে, এমন কি কণ্ঠরবের তরঙ্গিত স্বরগ্রামের সবটুকু স্বমহিম সুষ্ঠুতায় প্রত্যক্ষ। বলাবাহুল্য, মানভূম মালভূম ও ধলভূমের সুদীর্ঘকালীন সাহিত্য-ঐতিহ্যের ধারাপথ ও মনোভূমির বৈচিত্র্যদীপ্ত ঐশ্বর্য টুসুগীতগুলিতে অবারিত।

টুসুকে ঘিরে কত শত ইচ্ছার মিছিল :

চল টুসু চল জলকে যাব
রাণীগঞ্জের বড়তলা
ঘুইরবার বেলা দেখাই আনব
কয়লা খাদের জলতুলা।

অথবা :

আমার টুসুর একটি ছেল্যা
ইস্কুলে দিব
একখিলি পান পাঁচসিকা দাম
তাউ কিন্যে দিব।

ছবির পর ছবি। প্রতি ছবিতে অনুরাগের স্নিগ্ধাভা :

আমার টুসু গাই চরাছে
বড়বাঁধের আগালে
পানবাটা চুইল খুল্যে দিয়ে
বস্যে আছে জলধারে।

অথবা

আমার টুসু লীল বুন্যেছে
ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু
বাছ্যে বাছ্যে কইরব কামিন
দাঁত কালা কমর সরু।

অথবা :

আমার টুসু দাঁড়াই আছে
আমের গাছের ডাল ধর‍্যো
ধরার বেলা আম পড়ে না
চাঁদ বদনে ঘাম ঝরে।

টুসু মান করে। সে মানে সারা রাতের প্রহর একে একে ঝরে যায়। মান ভাঙাতে কত সাধ্য সাধনা :

আমার টুসু মান কর‍্যেছে
মানে গেল সারা রাইত
খুল টুসু মানের কবাট
আইসছে তুমার প্রাণনাথ।

কখনও বা টুসুমনির গোপন অভিসারের উপর তীক্ষ্ণ সজাগদৃষ্টি :

কলাতলে বাট রাখেছি
পাছে টুসু পাইর হছে
নন্দের বেটা চিকণ কালা
সে ত বাঁশি বাজাছে।

টুসুর নামসম্পর্কহীন পদগুলিতেও বিচিত্র সাধ ও সাধ্যের বিশ্বস্ত বর্ণনা। ইচ্ছার স্তবকে অনুরাগের রং :

অ মা আমি ফুল পাতাব
ফুলকে আমার কি দিব
বকুল তলায় হাট বসায়ে
ফুলকে ফুলাম তেল দিব।

কখনও অতীত সুখ ও স্মৃতির পটভূমিকায় শ্বশুরঘরের জ্বালা ও যন্ত্রণার কথা :

বাপের ঘরে ছিলাম ভাল
কাঁখে গাগরা চালভাজা
শ্বশুর ঘরে বড় জ্বালা
লক বুঝাতেই যায় বেলা।

কখনও নিন্দা ও কলঙ্ক আসে অকারণেই :

বাপের ঘরে কাপড় দিল
ধারে ধারে ধাদকি ফুল

শ্বশুর ঘরের লকে বলে
গেল বউয়ের জাতিকুল।

শারীরিক নির্যাতনের প্রসঙ্গও আছে :

ই চালের পুই সে চালের পুই
পুইয়ে ধরে মেচড়ি
আর যাব নাই শ্বশুর ঘরকে
ধর‍্যে মারে শাউড়ি।

কখনও অভিযোগ আরো গুরুতর, তখন জীবনের উপর বিতৃষ্ণা :

মাছ কাইটলম চাকা চাকা
মাছের কাঁটা সিঝে না
ভাসুর হয়ে জিগির করে
ই জীবন আর রাইখব না।

সপত্নী পরিবাদ তো আছেই। সব দেশের লোকসাহিত্যের একটি স্থূল অধ্যায় সর্বশক্তিতে এই প্রসঙ্গে নিয়োজিত। টুসু গীতেও এমন বিষয়বস্তু অনেকখানি। বস্তুত সমস্ত গ্রামসমাজকে দোষেগুণে চিনে নিতে এই পদগুলি দর্পণ। সবটুকু ঈর্ষা দ্বেষ ঘৃণা, মেয়েলি কলহ, প্রতিবেশীসুলভ প্রতিযোগিতা যেমন স্পষ্ট তেমনই আদিগন্ত মাঠ-আকাশের উদারতা, স্নেহ প্রীতি বৎসলতা এবং ক্ষমাসুন্দর স্নিগ্ধতা তাদের যৌথপরিচয়ে আপনাকে অবারিত উদ্ঘাটনে এই গানে উপস্থিত করেছে সর্বকালের দলিলে।

টুসু গীতের রং

ঝাড়খণ্ডের সাহিত্যে টুসু গীতের রংজাতীয় রচনাগুলিই সবচেয়ে প্রাণ-তপ্ত। একেবারে আড়ষ্টতামুক্ত ঋজু এবং চপল। প্রকাশে স্পষ্ট স্বচ্ছন্দ এবং অনবগুণ্ঠিত। চাইলে যেন জীবনকে দুহাতে চেপে ধরা যায়। আগেই বলেছি এগুলি মূলপদের সঙ্গে অর্থসূত্রে সর্বদা বদ্ধ নয়। তবে স্বৈরিণী বৃত্তিতে প্রগল্‌ভ উক্তি হলেও এরা সমাহারে এখানকার গোষ্ঠীজীবনের মৌল-চেতনাকে সরবে ঘোষণা করছে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে রংগুলিতে শ্লেষের খরতা লাগে। তখন কটাক্ষে কুটিলতা এবং আক্রমণে তীব্রতাও।

রংগুলির মুখ্য বিষয় প্রেম এবং তারই অনুষঙ্গে তদাশ্রিত জগৎ। প্রেমের নিবেদনে প্রত্যাখ্যানে, আকর্ষণে বিকর্ষণে, আসক্তিতে বিরক্তিতে, আক্ষেপে

আক্ষোভে এগুলিতে সংক্ষুব্ধ বাক্‌বিনিময়ের প্রচণ্ড তরঙ্গভঙ্গ চলছে। টুসু ও পাতা ঝুমুরে যন্ত্রণা নিভৃতে নিলীন কিন্তু টুসু গানের রংয়ে সে যন্ত্রণা প্রকাশে প্রত্যক্ষ। কাছে দাঁড়ালে তার তাপ গায়ে লাগে।

এখানে প্রেমের দেওয়া-নেওয়াকে গোপন করা হয় নি, দেহ অনাবশ্যক অবগুণ্ঠনে অদৃশ্য নয়। হৃদয় থেকেও দেহ যে প্রেয়, মানসী থেকেও দেহী যে লোভনের অনেক পদেই তার প্রকট প্রকাশ অকুণ্ঠ স্বীকৃতিতেই। দেহকে দেহের সর্বতো বাস্তবতায় ধরার অধীরতা এ-গানের প্রতি ছত্রে। এখানে আকাঙ্ক্ষা ভাবদিগন্তের পাখি নয়।

বস্তুতঃ লোকসাহিত্য মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতা। শিষ্ট সাহিত্যে যে-কথাটি প্রকাশের প্রতিপদে এক একটি দুরক্রম্য বাধার উপল, সেখানে লোকসাহিত্যের কবি নিষ্কুণ্ঠ। ঝাড়খণ্ডের এই গানে তারা নিষ্কুণ্ঠতম। সব বাসনা নিরাভরণ ও নিরাবরণে ভূমিষ্ঠ।

প্রেম কথা বলায়, মূককে বুঝি বা কবি করায় রক্তে আগুন লাগায়। এখন থেকেই অনুভবে জীবন মরণ তুফান তোলা ব্যাকুলতার উথাল-পাথাল। দ্বিধা ও সংশয়ের দস্যু মুহূর্তগুলির এখন থেকেই অবাধ অবনাগমন। মন জানাজানির আয়াসে প্রয়াসে শ্লেষে অবিশ্বাসে হৃদয়ে রক্ত ঝরে। সম্ভব অসম্ভবের সীমাচিহ্ন ক্ষণে ক্ষণে নিশ্চিহ্নতায় হারা। তখন পেতল সোনার ভেদ অচেনা থাকে। এমন কি ডাগর চোখেও রাতকাণা ধরে (তুই চিনলি না পিতল সোনা / ডাগর চোখে ধইরল রাইতকানা)। প্রেমের পথ রাজপথ নয় কোনো দেশে, তাই কত ভয় ও সংশয়ের পাহাড় ঠেলে ঠেলে পথ চলতে হয়। টুসু গীতের রংয়ে প্রেমের এই দুঃসহ যন্ত্রণা রক্তের আখরে আঁকা। চাওয়ার বেদনা, না পাওয়ার বঞ্চনা ও প্রেমের প্রতি পদক্ষেপের আক্ষেপ স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ পেয়েছে। এমনই কিছু কিছু আক্ষেপাত্মক ও বঞ্চনাত্মক রং পদ হল :

ভাব কর‍্যে তুই ভাবনা ধরালি
গাছে উঠাই মূলে চোট দিলি।

অথবা :

পান দিলি না চুন দিলি
মনের ভিতর বড় শেল দিলি।

কখনও ভালবাসা ভঙ্গের অভিযোগ :

তুই উড়াই দিলি জনার খই
ভালবাসা রাইখতে পারলি কই।

কখনও শুধু বিনম্র আবেদন :

টুকুন ভাব কর
চাই না কড়ি মুহে রা কাঢ়।

অথবা অবশেষে সব ভাললাগা ও ভালবাসার উপর সকরুণ বৈরাগ্য :

ভাব করেছিলি ভাব কইরব না
ই জনমে ভুলব না।

অথবা :

ভালবাসার আশা কইরব না।

এত ক্ষতি ও ক্ষতের চিহ্ন নিয়ে শেষ নিষ্কর্ষ :

'পীরিতি বিষম পীড়া'

৭ ভাদুগীত

ভাদুগীত টুসুগীতের সঙ্গে একাকার। এ গানকে ভিন্ন করার উপায় নেই। অনেক সময় টুসুগীতের টুসুর নামটুকু পালটে সে গানই ভাদুগীত বলে চলে। ভাদুগীতের উৎসভূমি মূলতঃ মানভূম, কালে তা অন্যত্র প্রসারিত হয়েছে। আলোচ্য সংকলনে ভাদুগীতের আলাদা কোন উদাহরণ দেওয়া হল না।

৮. ঝুমুর

ঝাড়খণ্ডী সাহিত্যে ঝুমুর জনপ্রিয় আঙ্গিক। দাঁড়-ঝুমুরের মতো ঝুমুর শুধুমাত্র একক স্তবকে সংক্ষিপ্ত পদ নয়। আকারে অনেকটা পদাবলীর মত হলেও সুরে ও ধর্মে পদাবলী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিষয়বস্তুর ব্যাপকত্বেও পদাবলীকে ছাড়িয়ে। মুখ্য উপজীব্য রাধাকৃষ্ণ, দেহতত্ত্ব, কখনও বা অধ্যাত্মনিরপেক্ষ মানুষী প্রেম। সুরবিচারে শ্রেণী ভাদরিয়া (মাসের নাম), তামাড়িয়া (স্থান নাম) ইত্যাদি। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক ঝুমুরও লৌকিক গুণ-সম্পন্ন। আধ্যাত্মিকতার আবরণ এদের আষ্টেপৃষ্ঠে দৃঢ়হাতে বাঁধা নেই। নৈতিক অনুশাসনের অঙ্কুশও শিথিল। দৈহিক আবেদনের হালকা হাওয়ায় আস্তরণ এলিয়ে পড়লেও এতে রসাভাসের শঙ্কা নেই। বিশেষত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক নাচনীঝুমুরে রাধাকৃষ্ণ উপলক্ষ, লক্ষ্য দেহজ প্রেমকেই নিরাপদ আধারে নিয়ে সর্বজনমান্যতার ছাড়পত্র আদায় করা। দেহতত্ত্ববিষয়ক

ঝুমুর অনেকটা প্রহেলিকাজাতীয় রচনা। কখনও আপাত-দুর্বোধ্য প্রশ্নোত্তর আবার কিছু বা কেবলই কথার ইন্দ্রজাল। এই পদগুলির সাহিত্যমূল্য গৌণ হলেও শ্রোতাকে সাময়িকভাবে সম্মোহিত করার আশ্চর্য ক্ষমতায় এরা গুণী। অবিমিশ্র মানবীয় প্রেমমূলক ঝুমুরগুলিতে বক্তব্য একটি সহজ আবেগে ভাষিত হয় এবং ততোধিক আবেগোচ্ছল সুরে গীত।

নাচনী-ঝুমুরের রং সংক্ষিপ্ত পদ। দেহবাসনার তাপে তপ্ত এবং এগুলিতে আবেগের তীব্রতা তুঙ্গে।

৯. ছো-নাচের গান

শিবনৃত্যের সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের ছো নাচের যোগ আছে আনুষ্ঠানিক সম্বন্ধে। চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বরাত্রে ছো নাচের আসর। এই গানগুলি দিয়েই নাচের সূত্র। পৌরাণিক প্রসঙ্গ কিছু কিছু থাকলেও ছো-গানের বিষয়বস্তুও সম্মুখ-সংসার। অধিকাংশই হয় প্রেম, নয় বধূজীবনের ব্যথায় ও কথায় সজল রচনা। প্রকাশে কোন কৃত্রিম মণ্ডন চেষ্টার ছোঁয়া লাগে নি।

১০. মঙ্গলজাত বা জাত গান

মনসামঙ্গল ও শীতলামঙ্গলের অপৌরাণিক ধ্রুবপদগুলি আঞ্চলিক বাংলায় বাঁধা। সংক্ষিপ্তাকার এই পদগুলি সংখ্যায় কম ও আকারে ছোট বলে অল্পবল্প ছবির টুকরো ছাড়া অতিরিক্ত কিছু আশা করা যায় না। তবে কোন কোন পদ ব্যঞ্জনাবহ।

১১. বাগালগীত (কবি গান)

নির্জন অরণ্যের নিঃসঙ্গতায় গাওয়া বাগালগীত রাখালের গান। মূলতঃ এগুলি টাঁইড় ঝুমুরেরই রকমফের। ভিন্নতা শুধু এই যে একটি বিষণ্ণ একাকিত্ব এগুলিতে লগ্ন। গ্রামের উপান্তে বনের গাছতলায় বসে এই গান গাওয়া বলে নৈতিক সংযমের শাসন এ গানে প্রায়শই শিথিল। তবু এদের সবগুলিকেই অপাংক্তেয় করার উপায় নেই। বহু গান এখনও সংকলন ও আহরণের আড়ালে বলে এদের সম্পর্কে সর্বাবয়ব ধারণা সহজসাধ্য নয়।

১২. কাঠিনাচের গান

কাঠিনাচের পদে পদাবলীর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। প্রায় সব গানেরই বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণ।

১৩. বানর নাচের গান

শিল্পের আকৃতিতে নয় সম্প্রদায়বিশেষের বৃত্তির প্রয়োজনে বানর-নাচ। গানগুলিতে সুলভ লোকরঞ্জনের চটক থাকলেও শিল্পসম্মান একেবারে উপেক্ষিত নয়। নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে ঝাড়খণ্ডী সাহিত্যে এ গানের যথাযোগ্য স্থান চিরকালের।

১৪. বিবাহ-গীত

বিবাহ-গীতের একটি অংশ আচারগীত। হলুদ বাটা, হলুদ মাখা, কন্যাদান ও বিদায় প্রসঙ্গের গানগুলি এই পর্যায়ের। এগুলি অপরিবর্তিত অবিকৃতিতে পুনরাবৃত্ত প্রতিটি অনুষ্ঠানেই। এদের অনেকগুলি গতানুগতিক মনে হলেও বিদায়ী গীতগুলিতে বিচ্ছেদের বাষ্প-আভাস গোপনে লগ্ন।

অন্য অংশটি তিরস্কার-গীত। এগুলি স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত এবং এদের সংখ্যা সর্বদা নূতন নূতন রচনার মধ্যে প্রতিবার সৃষ্ট হচ্ছে। বৈশিষ্ট্য বেধ-ধর্ম। এগুলির কটাক্ষ ও শ্লেষ তীক্ষ্মমুখ সায়কে লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে বর্ষিত।

১৫. ছেলেভুলানো গান ও ছড়া

সব অঞ্চলেরই লোকসাহিত্যে ছেলে-ভুলানো গান ও ছড়াগুলির একটি বিশেষ স্থান। মাতৃমনের বৎসলতার স্পর্শে এগুলিতে সর্বকালের চিরত্ব। ছড়াগুলিতে কখনও চিত্তের খুশি, কখনও কেবল চিত্রের ঝলমলানি। বিশুদ্ধ আনন্দের গুণে এগুলি শাশ্বতকালের সাহিত্যমূল্যের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পাবেই।

অন্য শ্রেণীর ছড়াও আছে। শব্দবাদ্যের ঝংকার ও অভিভবকারী ছন্দ-দোল সেগুলির আকর্ষণ।

১৬. কপিলাগীত ও অহরিয়া

কপিলা-গীত গো-মঙ্গল বা গো-বন্দনার গান। কার্তিকের কৃষ্ণ অমাবস্যার সারারাত জুড়ে গো-জাগরণ। উৎসবের নাম 'বাঁদনা' অর্থাৎ বন্দনা।

জাগরণ গানগুলির দুটি শ্রেণী। প্রথমটি সাধারণ জাগরণ গান, দ্বিতীয় শ্রেণীটি প্রশ্নোত্তরমূলক। সাধারণ গানে গো-ভগবতীর প্রশস্তি ও গৃহস্থের শ্রীকামনা এবং তারই অনুষঙ্গে গোপালকের কাছে বন্দনাকারীর কিছু

অর্থ প্রত্যাশার স্থূল কথা। প্রশস্তি ও প্রার্থনার ভাষা নম্র-সুন্দর। সর্বত্রই প্রশান্তি শান্ত-সৌন্দর্যে ধৃত। প্রশ্নোত্তরমূলক গানে পশুপালন ও কৃষিভিত্তিক সমাজমনের বিচিত্র-বিস্তৃত অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর আঁকা। মনুষ্যেতর জীব-জগৎটির বিভিন্ন-বৈশিষ্ট্য, তাদের চলনভঙ্গি, আকৃতি-প্রকৃতির বিস্ময়ভানির্ভর নিখুঁত বর্ণনায় এই শেষোক্ত শ্রেণীর গানগুলি একটি বিশেষ গোষ্ঠীর দীর্ঘ আয়াসলব্ধ দৃষ্টিচর্যার ফল।

গো-জাগরণের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান গোরু-খুঁটানো (অর্থাৎ খুঁটিতে বেঁধে গরু নাচানো)। গোরু খুঁটানোর গানে ও অনুষ্ঠানে বাংলার পশ্চিম প্রত্যন্ত সীমান্তভূমির মানুষের উদ্দাম প্রাণধর্মই প্রত্যক্ষ প্রমাণে উচ্ছ্বসিত। একটি আদিম-সুন্দর আনন্দের তন্ময় বিহ্বলতায় গৃহপালিত পশুকে মানবিক মহিমায় ও মমতায় একাত্ম করার বোধে ও বোধনে এই গান ও অনুষ্ঠান বিশেষভাবে স্মর্তব্যের। গানের ভাষায় একাধিক উপভাষার উপকরণ সংগুপ্ত।

কপিলামঙ্গলের পরিশিষ্টে 'ডহরিয়া' গান। পথে চলাকালীন গান বলে এগুলির সুরে দোল ও দ্রুততা স্বভাবতই বেশি। আকারে ছোট হলেও চিত্রে উজ্জ্বল পদ। কপিলামঙ্গল ও ডহরিয়া গানের ধারাটি প্রাচীন, সুতরাং অনুমান অসঙ্গত নয় যে ভূরি পরিমাণ গান এখনও এই অঞ্চলের লোকস্মৃতিতে ভাসমান। ম্লান হয়ে আসার আগে সতর্ক সন্ধানে সংগৃহীত না হলে এদের বিলয় ও বিনষ্টি অবশ্যম্ভাবী।

ঝাড়খণ্ডী বা পশ্চিম প্রত্যন্ত সীমান্ত বাঙলার গানগুলির এ পরিচয় সংক্ষিপ্ত। বিস্তৃত বিশ্লেষণে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। তার পূর্বে প্রয়োজন শ্রমনিষ্ঠ সংগ্রহণ ও সংকলন। বহু রচনাই অপ্রকাশের আড়ালে হারিয়ে আছে এখনও। শুধু ব্যক্তিগত প্রয়াসেই নয়, সংঘবদ্ধ বুদ্ধির শুভচেষ্টাতেই এগুলির নির্ভুল উদ্ধরণ ও যথাযোগ্য মূল্যায়ণ সম্ভব।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের আরণ্যক সৌগন্ধ এখনও ধলভূম-মানভূম-মালভূমের মাটিতে ঘন হয়ে আছে আবহাওয়ার দ্রুতপরিবর্তনতায় প্রভাব এড়িয়েও। মনে ও জীবনে আদিম উপত্যকার আগ্নেয় শিলার উত্তাপ ও কাঠিন্য। সেই জীবনদর্শনের ফল ও ফসল এখানকার সাহিত্য। এগুলিতেই একটি অঞ্চল ও গোষ্ঠীর সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। দারিদ্র্যের শিলামুখ দীর্ণ করে যে প্রমত্ত আবেগে এখানকার বেগবান প্রাণবর্ণা শতধার উৎসরণে স্বতঃস্ফূর্ত তার ধারা ও ধারাপথের নির্ভুল পরিচয় এগুলিতেই একদিন উপলব্ধ হবে।

বানানসম্পর্কিত কথা

প্রচলিত বর্ণমালা দিয়ে সব উপভাষার ধ্বনিবৈশিষ্ট্যকে ধরা যায় না, শুধু কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করা যায় মাত্র। সংকলনে বানান ব্যাপারে যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে তা নীচে বিবৃত হল—

॥ পদমধ্যস্থিত লঘু উচ্চারিত 'ই' কে ছোট হরফে উপরে তুলে দেখান হল। যেমন রা ই ত (রাত)

॥ বিপর্যস্ত ও অপিনিহিত 'ই'-এর (লঘু উচ্চারিত) অবস্থান সব অঞ্চলে একরকম নয়। যে-সব শব্দে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত সেক্ষেত্রেই এগুলি দেওয়া হয়েছে। উপভাষা ভেদে এগুলির গ্রহণ বর্জনে পাঠকের স্বাধীনতা রইল।

॥ লঘু-উচ্চারিত 'য' এই সংকলনে য-ফলা দিয়ে লেখা হল বিশেষতঃ অসমাপিকার ক্ষেত্রে। যেমন ধর্যো (ধরিয়ে) আন্যে (আনিয়ে) ইত্যাদি।

॥ আনুনাসিকের প্রবণতাও সব অঞ্চলে এক নিয়ম মানে না। আনুনাসিকের বৈকল্পিক ব্যবহারের ক্ষেত্র মুখ্যতঃ তিনটি—

ক. অসমাপিকায়, যেমন বল্যে, বলেঁ্য

খ. অসমাপিকাযুক্ত যৌগিক কালে, যেমন ধর্যোছে, ধরেঁ্যছে

গ. তুচ্ছার্থক সর্বনামে, যেমন তুই, তুঁই

এ তিনটি বিকল্পের ক্ষেত্রে মুখ্যতঃ আনুনাসিকতাবর্জিত রূপই রইল।

॥ এ-অন্তক নাসিক্য ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে শ্রুতিধ্বনিত রূপই রাখা হয়েছে। যেমন 'খাঞে' এর বদলে 'খাঁয়ে'।

তবু পাঠককে স্মরণ রাখতে বলি যে ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিতে নয়, সাহিত্যশ্রী তুলে ধরতেই এই সংকলন।

সংকেত শব্দ ও চিহ্ন

ক=কথান্তর

অসমা=অসমাপিকা

উ. পু=উত্তম পুরুষ

বিণ=বিশেষণ

সাঁ=সাঁওতালী

=অর্থ

> পরিণতির গতি দ্যোতক

॥ সাঁওতালী পাতাগীত ॥

প্রত্যন্ত পূর্বাঞ্চলের একটুখানি সমতলকে ছাড়লেই ধলভূম অরণ্য-অবগুণ্ঠনে অ-সম ভূমি। এখনও এই ভূমিতে সাঁওতালী জন-মানুষের এক সংহত বাস। এখনও রাতের পর্দা কাঁপিয়ে মাদলের শব্দ, গানের রেশ। আখড়ায় জমে নারী-পুরুষের ভীড়, মুখে পাতা গানের কলি।

সুর ধরে বিচার করলে এদের গান—পাতা, লাংড়ে, দং, সোহরাই, করমা আরো কত কি। তবে বাংলায় বা আধা-বাংলায় বাঁধা গানে 'পাতা গীত' সংখ্যায় ভারি। এগুলো পাতা উপলক্ষে গাওয়া গান। 'পাতা'র সাধারণ অর্থ মেলা, সমবেত ছেলে-মেয়ের খোলামেলা অনুষ্ঠান। কোথাও গোটা রাতের উৎসব, কখনো বা একদিন একরাত, আবার কোথাও তা গড়িয়ে পুরো দুদিনের। 'পংক্তি' শব্দের সঙ্গে কোনো মিল 'পাতা' শব্দের? এদের নাচ এক পংক্তিতে মেয়ে-পুরুষ পরস্পরের হাত ধরেই। তাছাড়া তরুণ-তরুণীতে 'ভাব পাতানো' অর্থের সোনালী মায়া মিশে থাকলেও থাকতে পারে।

পাতা উৎসবের কোথাও স্থান নির্দিষ্ট থাকে কোথাও থাকে না। যে কোন গ্রামে বা গ্রামসীমান্তে নতুনভাবে পাতার আখড়া পাতা হতে পারে। তখন আগে থেকে সময় ও দিন জানানো হয়। কোথাও কোথাও বিশেষ তিথি বা উৎসবের অনুলগ্ন দিন বরাবরের জন্য ধার্য হয়ে আছে। পাতা গান সাধারণতঃ মেয়েদের মুখে মুখে বানানো গান, গায়িকাও তারাই। তরুণ বা সমবয়সিনীরা এ-গানের লক্ষ্য। সবগুলোই স্বল্পাকার রচনা এবং অনায়াস। প্রতিটি গানই ভণিতাহীন।

কবে সাঁওতালরা এইসব গানের বাহন হিসেবে ধলভূমের আঞ্চলিক বাংলাকে প্রথম গ্রহণ করেছিল? সন-তারিখে আজ তা ঠিক করা কঠিন। প্রাচীন ও অর্বাচীন সব গানের শব্দ ও বিভক্তি ধরে খুঁটিয়ে খুঁজতে গেলে বেশ কয়েকশো বছর আগেকার সময় সীমানায় গিয়ে থামতে হয়। সুতরাং এত দীর্ঘকালের অনুশীলন নির্দ্বিধায় বলে যে এখানকার আঞ্চলিক বাংলা কোনদিনই সাঁওতালী মানুষের কাছে অনাত্মীয় নয়। বরং বলা যেতে পারে যে, ধলভূমের ঝাড়খণ্ডী বাংলা এদেরই সাহিত্যকৃতির সোৎসুক চেষ্টার পথ বেয়ে ক্রমশ পরিচ্ছন্ন ও শিল্পিত সূক্ষ্মতা অর্জন করেছে। না হলে এই আঞ্চলিক উপভাষার বিকাশ বিলম্বিত হত।

১. জুয়ালভাঙ্গা ছঁড়া
কাঠে উপর বসি করি
হিপিড়দিপিড় মাদল বাজাইল ;
ডাঁড়ের কাপড় হিপিড়ে হিপিড়ে হালায়ে হিলে
কাহার এমন বেটা বাড়িল।

—জোয়ালভাঙ্গা গাঁয়ের ছেলে কাঠের উপর বসে মাদল বাজাল, শব্দ উঠে হিপিড়দিপিড়। কোমরের কাপড় বাতাসে কত না ভঙ্গিতে কাঁপে। জানি না এর কার ছেলে বেড়ে উঠল এত সুন্দর।

২. সনাগাড়া ফুলমণি
জামশোল ফুদ্‌নী
ভিরিবিরি খুদা লিতে বসিল ;
যবার টিপে ফুলমণি তবার কাঁদে
এত কিসে ফুলমণি আলাদী দেহ।

—সোনাগাড়া গাঁয়ের মেয়ে ফুলমণি আর জামশোলের মেয়ে ফুদ্‌নী সরু সরু উল্‌কি নিতে বসল। যতবার ফোঁড়ে ফুলমণি ততবার কেঁদে কেঁদে ওঠে। ফুলমণি, তোমার কিসের এত সুকুমার শরীর ?

৩. মীরু মীরু ডাকিতে
মীরু দিদি পাওড়া বুরুরে ;
বারটি আখড়ারে মীরুদিদি
চিরিবিরি নাচি ধরিল।

—'মীরু' 'মীরু' ডাকি, মীরু কোথায় ? মীরুদিদি ছুটে গেছে পাওড়া পাহাড়ে। বারটি নাচের আখড়ায় মীরুদিদি চঞ্চল ভঙ্গিতে নাচ ধরল।

৪. ই মালা সুরু সুরু
ই মালা কত রে ভাল ;
ই মালা গাঁথিতে সুতা নাই পরিতে লক নাই
ই মালা নদীজলে ভাসায়া দিব।

—ছোট ফুলে গাঁথা এই সরু মালা কত না সুন্দর। বিনি সুতোর এ মালা কাকে পরাই ? মনে হয় এ মালা নদীর জলে ভাসিয়ে দিই।

৫. গাছ ভারি পাতা ভারি
তুমার মন রে ভারি ;

হাতের শাঁকা ভাজিয়া দিব

তুমার মন বিছিব।

—গাছ পাতার ভারে ভারি, তোমার মন অভিমানে ভারি। আমি হাতের শাঁখা ভেঙ্গে দিয়েই তোমার মন যাচাই করব।

৬. কচাবাড়ি মালীফুল শিশিরে ফুটিল

বাড়ী ল আল করিল ;

গাঁয়ে আছে ছজন শিওছিড়া কুল্হির ওভা

আখড়া ত আল করিল।

—কচাবাড়ির বেলফুল হেমন্তে ফোটে, বাড়ি আলো হয়। পথ-আলো করা নবীননায়ক দুজন আছে আমাদের গাঁয়েও। তারা নাচের আসর রূপে ভরায়।

৭. আখড়া ঢুলঢুল

নাচিতে কেনে নাই আলে ;

আঁচিরি-পাঁচিরি-পাঁচিরি ভিতরে

হায় আমার তিরিজনা শিকিড়ি দিল।

—নাচের শব্দে আখড়া উদ্দাম। কে শুধায় 'কেন নাচতে এলে না ?' সাত পাঁচিলের ভিতরে আমার প্রিয়তম আটকে রাখল আমায় শেকল দিয়ে।

৮. জুনবনি লদ-দরুগা

ডভা পরবে হিপিড়দিপিড় মাদল বাজাইল ;

আগুয়াবি রে লদ-দরুগা পিছুয়াবি রে লদ-দরুগা

আখড়া তুমার বড় যে চিপা।

—জুনবনি গাঁয়ের লদ ও দরুগা (ব্যক্তি নাম) ডভা গাঁয়ের নাচের মেলায় মাদল বাজায়, শব্দ উঠে হিপিড়্-দিপিড়্। লদ-দরুগা, তোরা একটুখানি এগিয়ে আয়, আবার একটুখানি পিছিয়ে যা। নাচের আসর যে মানুষের ভীড়ে ঠাসা।

৯. পাওড়া ঢুলি পথরকে গেলে

শালুক ফুল তুলি মাথায় গুঁজিল ;

হাতে ত তেল গিনা মাথায় ত কুলসী

কাঁখে ত গাগ্‌রা গায়ে ত গামছা

পাওড়া কুল্হি ঢুলি আল করিল।

—পাওড়া গাঁয়ের দুলি পুকুরে যায়, শালুক ফুল তুলে মাথায় গোঁজে। দুলির হাতে তেলের বাটি, মাথায় কলসী। তার কাঁধে গাগরা আর গায়ে জড়িয়ে আছে গামছা। পাওড়া গাঁয়ের পথ দুলি আলো করে।

১০. বাড়েডি ধুরজি

ড াঁড়ে ল টসর শাড়ি হাতে ল কপিল-
গাই চামর ;
হিহিড়ি ট াঁইড়ে পিপিড়ি বিলাতে
কাঁচা দেহে ধুরজি লেগমে চলে।

—বাড়েডি গাঁয়ের মেয়ে ধুরজির কোমরে তসরের শাড়ি, হাতে কপিল-গাইয়ের চামর। শূন্য মাঠের নির্জনে কাঁচা শরীরের (=যুবতী দেহের) ধুরজি কত না ভঙ্গিতে চলে।

১১. বড়ামারা কুলহি কে বলে নিশনে গেল
কে বলে ভাঙড়ে গেল ;
নিশনে যায় নাই ভাঙডে যায় নাই
আধাকুলহি জমকে আছে।

—বড়ামারা গাঁয়ের পথ কি নির্জন হয়ে এল ? তোরা কি বলিস ভীড় ভাঙল ? ওলো এখনও সব শেষ হয়ে যায় নি, এখনও তো ভীড ভাঙে নি। চেয়ে দেখ্ এখনও অর্ধেক পথ (লোকের ভীড়ে) জমজমাট।

১২. জলকেরা জমি লিব
মনকেরা তিরি গ লিব ;
মনকেরা তিরি যদি ইলামে যায় ত
জলকেরা জমি বিকি বিচার বসিব।

সুজলা জমি নেব, সঙ্গিনী নেব মনোরমা। সে মনোরমা সঙ্গিনী যদি কোনদিন নীলামে ওঠে তবে সুজলা জমি বেচেও বিচার চাইব।

গাঁয়ের ছুঁড়া মনঝরি
বাড়িমাঝহয় আঠা বাঁধিল ;
আমি যে রে মনঝরি শিশিরের জালি সি াঁদুরের বু াঁদি
পরের রাণী গ ;
কি করি মনঝরি আঠা পাইরাব।

মনঝরি, আমরা দুজন একই গাঁয়ে থাকি। বাড়ির কাছেই ফাঁদ পাতলি

কি ভেবে? আমি হেমন্তের[১] কলি[২] তাছাড়া মাথায় সিঁদুর নিয়ে পরের বউ। কি করে ঐ ফাঁদে পা দিই?

১৪. এত বড় মুলুকে
ই
নাম হ ল রাজদা ভাদ;
রাজদা সরসতী গুলাচি আখড়া
শালুকফুল তিরি ভাদ মায়া ছাড়িল।

—এতবড় দেশে নাম ছড়িয়ে পড়ল রাজদহ গাঁয়ের ভাদোর। ভাদো ভুলল গাঁয়ের মেয়ে সরস্বতীকে, ছাড়ল গাঁয়ের গুলঞ্চতলার নাচের আসর। ভাদো মায়া কাটাল শালুক ফুলের মতো সুন্দরী বউয়ের।

১৫. বাঁড়িয়া গাজাড় ধান জয়মা কুল্‌হিয়ে
ফুল ধান জাগি রাখিল;
ই ফুল কতখন পড়ে কতখন ঝড়ে রে
ই ফুল পড়িল রে দুঘড়ি রাইতে কাদডিহা কানুর হাতে।

—বাঁড়িয়াগাজাড় গাঁয়ের ধানো (ব্যক্তিনাম) জয়মার (গ্রামনাম) পথে ফুলের[৩] দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারাদিন। এ ফুল কখন ঝরবে, কখন পড়বে? ধানো, তুই জেনে নিস্ এ-ফুল ঝরে মাঝরাতে শুধু কাদডিহা গাঁয়ের কানুর হাতে।

১৬. দিউড়ি রুকমি
পিঠাতি আহারে জলগদা বাদী খেলিছে;
বাইরা ন রে পিঠাতি মানু মাতাল বড্ডি পুকি বাঁকি কুশা
রুকমি সুরুগাছি শাঁকা ভাঙিল।

—দিউড়ি গাঁয়ের মেয়ে রুকমি। পিঠাতি গাঁয়ের পুকুরে জলগদা খেলছে প্রতিযোগিতায়। পিঠাতি গাঁয়ের মানু মাতাল, বড্ডি গাঁয়ের পুকি (ফকির), বাঁকি গাঁয়ের কুশা তোরা বেরিয়ে আয়। চেয়ে দেখ্ রুকমি তার সরু সরু শাঁখাগাছি ভেঙে ফেলল।

১৭. এতদিন হাসি খুশী
অ রে শিশুছঁড়া তোমার মন কেমনে আছে;

১. অথবা হিমে ভেজা
২. অনুদ্ভিন্নযৌবনা
৩. এখানে 'ফুল' অর্থে বিশেষ নায়িকা।

আমার মন পরানি পাতে
তুমার লাগি বিকলে কাঁদে।

—নবীন নায়ক ! তোমায় এতদিন দেখে এসেছি খুশী খুশী। তোমার মনে সুখ আছে তো? আমার মন পদ্মপাতার আড়ালে তোমাকে না পাওয়ার ব্যথায় কাঁদে।

১৮ দূরের কুটুম আইল
ঘরে নাই কিছু খাতে কি দিব ;
আওরা চাল মাড় কুটুম অইড়শাগ বেসাতি
সেহ খায়া বঁধু কুটুম রহিতে হবেক্।

—দূরের কুটুম এল। ঘরে কিছু নেই, কি খাওয়াব তাই ভাবনা। আতপান্নের ফেন আর অশথপাতার শাক আছে তরকারি। ওগো অতিথি-বন্ধু, সেই খেয়েই আজ থাকতে হবে।

১৯. কুল্হি বিটি বাইরালে
বাদি বিটি সঁগে চলিল ;
জীবন বিটি সতরে রাখিবি যতনে যুগাবি
সাত শ বাদি বিটি সঁগে চলিল।

—ওগো মেয়ে, পথে বেরুলেই বিপদ ধায় পিছুপিছু। প্রাণকে সাবধানে রেখ, তার যত্ন নিও। সাতশত বিপত্তি তোমার পিছনে থাকল।

২০. মুরগাঘুটু মায়নমাই টাকার টিক্লি
কাঁচা দেহে ঝমরে নাচে ;
আয় বলে বিহা নাই দিব বিটি সাঁগা নাই দিব গ
ভাইয়া বলে ইকাটি বুহিনকে ত ঘরে রাখিব।

—মুরগাঘুটু গাঁয়ের মায়ন বড় আদরের মেয়ে। টাকার টিকলি তার গয়না। কচি কাঁচা শরীরের মায়ন কত না সুন্দর ভঙ্গিতে নাচে। মা বলে এ মেয়ের বিয়ে দেব না। ভাই বলে, একমাত্র বোনকে আমরা ঘরে রাখব (অর্থাৎ পর করব না)।

২১. যাবার বেলা ঝিঁগিটিঁগি
ঘুরবার বেলা ধুলু রে মুলু ;
আস্না কুল্হি মুড়ায় আসন গাছ তলে
ধুলুমুলু ছাড়ি রাখিল।

—যাবার বেলা কত সাজগোজ হাসিখুশি। ফেরার সময় ধুলোয় মাখামাখি। আস্‌না গাঁয়ের আসন গাছের তলায় সব ধুলো ছেড়ে রাখ।

২২, দারাহারা ঘরে
হলুই লুবুই বিটি বাড়িল ;
পানপুঁপি বেটা তুমার দমনে রাখ কবজে রাখ গ
হলুইলুবুই বিটি লাগি হাতি আড়িল।

—বড়ঘরের মেয়ে বেড়ে উঠল ডাগর ডোগর। বখাটে ছেলে তোমাদের সামলে রাখ, একটুখানি শাসনে রাখ। ডাগর ডোগর মেয়েকে পাবে বলে বুক বেঁধেছে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে।

২৩. ধীরিঘুটু সুগী
রদে চলিল সুগী ঘামে ভিজিল ;
পুখুরে জল সীতারাম গামছা ভিজা রে
সুগীর দেহ সীতারাম হেমালে রাখ।

—ধীরিঘুটু গাঁয়ের সুগী রোদে পথ চলতে গিয়ে ঘামে ভিজে যায়। সীতারাম তুমি পুকুরের জলে গামছা ভিজিয়ে নাও, সুগীর দেহ শীতল রাখ।

২৪. তুমি যে রে ঝিলিমিলি
তুমার আশে কত রহিব মন রে বুঝ ;
শালপাত চিরি দে ঘটিজল ঢালি দে
তুমার মত ঝিলিমিলি মুলুকে মিলে।

—তুমি যে চঞ্চল উড়ু উড়ু। তোমার ভরসায় কতকাল থাকি? শালপাতা ছিঁড়ে দাও, ঘটির জল ঢেলে দাও[১]। তোমার মত সুন্দর (নাগর বা নাগরী) দেশে অনেক মেলে।

২৫. দারাহারা ঘরে বেটা যদি হয় ত
নাম দিব বীরসিংবাবু ;
বীরসিংহবাবু লাগি টাকা দি যাব, সনা দি যাব
দিব গ আর সনার পদক।

—বড়ঘরে ছেলে যদি হয় নাম রাখব বাবু বীরসিংহ। বীরসিংহ-এর জন্য রেখে যাব টাকা, রেখে যাব সোনাদানা। ওগো মা বুকে তার ঝুলিয়ে দেব সোনার পদক।

১. সাঁওতাল সমাজে বিচ্ছেদের প্রথা।

২৬. কাঁটাবনী নিতাই বাড়িল গ
নিতাই লাগি রাণী নাই মিলে ;
যাবি রে যাবি নিতাই কুনুড়ি চেংজুড়ি
বাচড়া তিরি পাবি সুরুজের মতন।

—কাঁটাবনী গাঁয়ের নিতাই বড় হল। যোগ্য মেয়ে মেলে না তার। নিতাই তুমি কুনুড়ি চেংজুড়ি গ্রামে যেও। সেখানে কিশোরী মেয়ে পাবে সূর্যের মতন।

২৭. চেংজুড়ি কিনু
আখড়া আখড়ারে ঘুড়ি বাজাইল ;
ঘুড়ি কিনু রাখি দে রাখি দে আমডাল উপরে
তুমার রাণী কিনু নেহরে ডাকে।

—চেংজুড়ি গাঁয়ের কিনু আখড়ায় আখড়ায় ঘুরে ঘণ্টা বাজায়। তোর ঘণ্টা কিনু আমগাছের ডালে টাঙিয়ে রাখ। বাপের ঘরে তোর বউ তোকে বিকল হয়ে ডাকে।

২৮. বড্ডি সুমি-ডুমি
মঁগলবার হাটে বাড়েডি বাসা রহিল ;
সীতাশাইল ভাত সুমি কুঁদরি বেসাতি চিংড়ি মেশাল
যত খাবি সুমি-ডুমি তত রে দিব।

—বড্ডি গাঁয়ের মেয়ে সুমি আর ডুমি। মঙ্গলবার দিন হাটে এসে বাড়েডি গাঁয়ে ডেরা নিল। সীতাশাল চালের ভাত আর চিংড়ি মাছ-দেওয়া কুঁদরির তরকারি। সুমি-ডুমি তোরা যত খাবি ততই দেব।

২৯. ই দিগে শিলদা
উ দিগে বাবইদা লুদী গ ;
অ রে শিশুছঁড়া গামছা দে ত গামছা দে রে
লুদী জলে সিনায়া যাব।

—এ পাশে তাকালে দেখি শিলদার নদী, ও পাশে বাবইদার নদী। ও হে নবীন নায়ক, তোমার গামছা দাও। এমন নদীজলে স্নান না করে যাব না।

৩০. দারাহারা ঘরে
গুরুবার দিনে আয় বিটির জনম ;

ন দিনে লত্তা তিনি দিন ছাড়ি দে
বারদিনে পাটরাণী বিটির বেহা।

—বড় ঘরে মেয়ে জন্ম নিল বৃহস্পতিবার। নয় দিনে তার লত্তা উৎসব। আরো তিন দিন জুড়ে-নাও। ঠিক বার দিনে সেই পাটরাণী মেয়ের বিয়ে।

৩১ কচা বাড়ি ডিম্বু ফুল
আজ রাইতে চুরি ল গেল ;
কি কি নাম শুকি-লুখী সিমতী-মালতী-আলাদী-পায় ল
ছ জনা ছুঁড়ি যে গ চালামে গেল।

—কচা বাড়ির (গ্রাম নাম অথবা গৃহপশ্চাতের সংকীর্ণ জমি) ডিম্বুফুল (?) আজ রাতে চোরে নিল। তাদের কি কি নাম? শুকি (শুকুর মণি), লুখী (লক্ষ্মী), সিমতী (শ্রীমতী), মালতী, আলাদী (আহ্লাদী) আর পায়ো। এই ছয়জন মেয়েকে চালান করা হল।

৩২. বাসাঝুর হাঁদিপিঁদি
শিলিদা হাটে বেলতলে বাজু বাহিল,
হাতে নাই পয়সা কমরে টাকা নাই
কাঁদি কাঁদি ল হাঁদি-পিঁদি বাজু রাখিল।

—বাসাঝোব গাঁয়ের হাঁদি-পিঁদি শিলদার হাটে বেলতলায় বাজু বাহল। হাতে পয়সা নেই, কোমরে টাকা নেই। কেঁদে কেঁদে হাঁদি-পিঁদি বাজু ফেরৎ রাখল।

৩৩ বাইগন বাড়ি ভিতরে
বাঁদর ছা বাদা লাগিল,
মার রে মার ভাইয়া খেদ রে খেদ
বারমাস বেসাতির জ্বালা।

—বেগুন ক্ষেতের ভিতরে বাঁদরছানা ঝগড়া করে। ভাই, ওদের মেরে তাড়া। সারা বছর তরকারির বড় কষ্ট।

৩৪. সরগে ত জল নাই
বড়িড কুল্‌হি ল কাদা,
হাতি ল লড়িতে পারে নাই ঘড়া ত চলিতে পারে নাই
হাজার টাকার তিরি আমার খড়মে চলে।

—আকাশে জল নেই, অথচ বড়িড গাঁয়ের পথ কাদায় কাদা। এত

কাদায় হাতি নড়তে পারে না, ঘোড়া চলতে পারে না। হাজার টাকার (বড়ঘরের) বউ আমার খড়ম পরে হাঁটে।

৩৫. রেড়ুয়া সুরু

ভাদপুর বিজ লাগি ন সিকার শাড়ি কিনিল ;
বিজ বলে ই শাড়ি লিব নাই ছুঁব নাই সুরু রে
ই শাড়ি রে সুরু ফেলায়া দিব।

—রেড়ুয়া গাঁয়ের সুরু ভাদপুর গাঁয়ের বিজোর জন্য ন সিকা দামের শাড়ি কিনল। বিজো বলে, 'এ শাড়ি নেব না, এ শাড়ি ছোঁব না। সুরু, এ শাড়ি ফেলে দেবই।'

৩৬. বাসাঝুর টুসু চিপ্‌লি

টাকা লুভে নাম্‌হাল গেল,
সিকি দিয়া রেলে চাপিল ;
আকুপুর মাঠে বীচ ভাঙিতে পারে নাই, রুয়া লাগাতে জানে নাই
টুসু-চিপলি হিড়ে বসি কাঁদি লাগিল।

—বাসাঝোর গাঁয়ের মেয়ে টুসু আর চিপলি[১] টাকার লোভে নামাল[২] গেল, সিকি দিয়ে রেলে চাপল। ইয়াকুপুর মাঠে গিয়ে পারল না বীজ ভাঙতে, জানল না চারা লাগাতে। টুসু চিপলি আলে বসে কান্না জুড়ল।

৩৭. বাড়াঘাট সীতানারাণ

সারাদিন নার্‌গী ফুল পাড়িল ;
ই ফুল কাহার লাগি সীতানারাণ কাহার লাগি রে
ঝাঁপড়ি ঝান লাগি কাঁকড়ি হিসির লাগি।

—বাড়াঘাট গাঁয়ের সীতানারাণ সারাদিন ধরে কমলার ফুল পাড়ল। সীতানারাণ তোকে শুধাই 'এ ফুল কার জন্য? ঝাপড়ি গাঁয়ের মেয়ে ঝানো[৩] না কাঁকড়িশোল গাঁয়ের হিসুয়ার জন্য?

৩৮. কাল্‌হাঝরি কালী-ফকির

বিঁহদা কুল্‌হিয়ে লুটালুটি গুলাচি ফুল ;

---

১. অথবা 'চিপ্‌লি' নামের বিশেষণ?

২. বাঙলাদেশের নীচু জমি যেখানে সাঁওতালী মেয়ে-পুরুষ খাটতে যায়।

৩. অথবা, ঝাঁকড়া চুলের ঝানো।

চাল রে দিব কালী ডাইল রে দিব

কাইল কা দিনে ফকির ফজিরে যাবি।

—কালহাঝোর গাঁয়ের ছেলে কালী আর ফকির। বিঁহদার (গ্রাম-নাম) রাস্তার উপর গুলঞ্চের ফুল নিয়ে তাদের সে কি কাড়াকাড়ি। চাল আর ডাল দেব তোমাদের খেতে, কালী ও ফকির আজ রাতটা থেকে কাল সকালে বাড়ি যেও।

৩৯. ভাদ ছঁড়া হাটে হাটে ডেংরা দিল

গাঁয়ে গাঁয়ে চিঠি ছাড়িল;

লক ত জড় হল্য মাদল ত আসে নাই

মুলুকের লক যে রে হাহড়া হল্য।

—ভাদো গাঁয়ের ছেলে হাটে হাটে ঢ্যাঁড়া দিল, গাঁয়ে গাঁয়ে চিঠি পাঠাল (নাচের জন্য)। চারদিক থেকে লোক জুটল কিন্তু মাদল আসে নি। দেশের সব লোক হায় হায় করে।

৪০. ঘাটশিলা রাজা

রাজা মাই দুয়ারে কি ফুল ধব ফুটিল;

রাজার দিশা নাই রাণীর দিশা নাই

সাতশ বাবুভায়া দিশা গ দিল।

—ঘাটশিলা রাজার দুয়ারে নাম না জানা ফুল ফুটল শাদায় শাদা। রাজার হুঁশ নেই, রাণীর কাছেও খবর নেই। সাতশ বাবুভাই মিলে খোঁজ দিল।

৪১. কাঁটাবনী চুনু

ইকাটি বিটি লাগি রুনুঝুনু গাড়ি সাজিল;

টাকার গাড়ি কারাণ সিকির হুদা[১] তামার জিথা

রুনুঝুনু গাড়ি চুনুর টুঁড়ি ভাজিল।

—কাঁটাবনী গাঁয়ের চুনু একমাত্র মেয়ের জন্য গাড়ি সাজায়, শব্দ উঠে রুনুঝুনু। এ গাড়ি রুপোর টাকা দিয়ে গেঁথে বানানো, সিকি দিয়ে এর হুদো (গরুর গাড়ির তেকোণা কাঠ), এর অক্ষদণ্ড তামার। হঠাৎ রুনুঝুনু গাড়ির তুঁড়ি (গরুর গাড়ির অগ্রভাগ) ভেঙে গেল।

---

১. ক. উছল।

৪২. আখড়া মা ঢুলঢুল

কি করি বাইরাব আখড়া যাব ;

ঘরে আছে মায় বাপ দুয়ারে ভাইয়া

বাহিরে তিরি গ।

—নাচের শব্দে আসর উদ্দাম। কি করে বেরিয়ে সেখানে যাই ? ঘরে জেগে আছে মা-বাবা, দুয়ারে বসে ভাই। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে স্বামী।

৪৩. আপনার তিরি নাই

কে রে আধারাইতে তিরি ডাকিল ,

বাহিরিয়া দেখ ল দিদি চিনুহ ল দিদি কতধুর গেল

কতবড় গিরস্তর বেটা ডাকিল।

—প্রিয় ঘরে নেই, মাঝরাতে প্রিয় নামে কে ডাকল ? দিদি, একটুখানি বেরিয়ে দেখ সে কি আমাদের চেনা কেউ ? সে কি এগিয়ে গেল অনেক দূর ? সে কোন্ গৃহস্থ ঘরের দুলাল ?

৪৪. কাঁটাবনী যাশ্‌মী

জাড়া গাছে টাঙ্গি মারিল ;

শয় শয় লক বিশা শয় বাঙ্গালী

চাঁইবাসা মামলা ত ধীরে চলিল।

—কাঁটাবনী গাঁয়ের মেয়ে যাশ্‌মী জাডা গাছে (ভেরেণ্ডা) কোপ দিল টাঙিতে। শত লোকের আনাগোনা, কত বার এল-গেল একশো বিশ জন বাঙালীবাবু। চাঁইবাসার আদালতে মামলা ধীরে গড়ায়।

৪৫. জল পড়ে ছল পড়ে

অ ল দিদি ডেরা ল খুঁজ :

জল যদি পড়ে ত নারঙ্গী দারে

ছল যদি পড়ে ত খেজুর গাছ তলে।

—জল পড়ে, শিলাবৃষ্টিও। ও দিদি আশ্রয় দেখ। জল পড়লে কমলা গাছের আড়ে, শিলাবৃষ্টিতে দাঁড়াব খেজুরগাছের তলায়।

৪৬. বর্ধমান আপিসে

ধুঁদি-বাসি ধরা পড়িল ;

ধুঁদিকে ধরি রাখ বাসিকে ছাড়ি দে

বাসি যে রে মুলুকের দয়া।

—বর্ধমানের অফিসে ধরা পড়ল ধুঁদি আর বাসি। বরং ধুঁদিকে ধরে রাখ, তবু বাসিকে ছেড়ে দাও। সারা দেশবাসিকে ভালবাসে।

৪৭. নুয়াগাঁ ছঁড়া
শাগপাল্‌হা বেসাতির জ্বালা ;
নাম্‌হজাড়া-কাশিডাঙ্গা-কেশবপুর ছঁড়া
হায় মরি রাণীর জ্বালা।

—নুয়াগাঁ গাঁয়ের ছেলেদের কাছে সমস্যা শাকপাতা তরিতরকারির। অথচ নাম্‌হজাড়া কাশিডাঙা ও কেশবপুরের ছেলেদের কাছে সমস্যা মনের মত সঙ্গিনী পাবার।

৪৮ ধূরের কুটুম আইল
ঘরে নাই কিছু খাতে কি দিব ;
ইকাটি গুয়াগুঁড়া খিলিপান পতর
হাতে হাতে গ আয় ধরায়া দিব।

—দূরের কুটুম্ব এল। ঘরে কিছু নেই খেতে দেবার। একটুকরো সুপুরি আর একখিলি পান, ওগো মা, হাতে হাতে ধরিয়ে দেব।

৪৯. দেখিতে গেলে বিটি
কি কি হারায়া আলে ,
সিকি নাই হারাই আয় সনা নাই হারাই
দু-জড়া শিশুছঁড়া হারায়া আলি।

—(মেলা) দেখতে গিয়ে, ও মেয়ে, কি হারিয়ে এলে ? টাকা-পয়সা হারাই নি, সোনা-দানাও নয়। ওগো মা, দু-জোড়া নবীন নায়ক (কাছে এসেও) হারিয়ে গেল।

৫০. কশাপুরিয়া দুরুগি
খড়খড়িয়া গপালের গামছা ত লুটি রাখিল ;
গপাল বলে গামছা দে দুরগি গামছা দিয়া দে
দুরুগি বলে গামছা দিব গপাল সঁগেরে যাব।

—কশাপুর গাঁয়ের দুরুগি খড়খড়িয়া গ্রামের গোপালের গামছা কেড়ে নেয়। গোপাল গামছা ফিরিয়ে দিতে কত না অনুনয় করে দুরুগিকে। দুরুগি বলে গামছা দেব কিন্তু আমাকে নিয়ে যেতে হবে তোমারই সঙ্গে সঙ্গে।

৫১. তুমি যে রে ছি ছি
আমি যে রে তুমারি লাগি ;

ছি ছি ছুঁইহ না গায়ে হাত দিহ না
হায় আমার কানের পারা জাতি রে যায় ত।

—তুমি কেবল 'ছি' 'ছি' করেই সরে আছ এতকাল। তবু মন ছিল তোমাতেই বাঁধা। আজ যদি এলে তাহলে ছুঁয়োনা, আমার এ গায়ে হাত দিও না। শনকাটি (পাটকাটি) র মত আমার পল্‌কা জাত নষ্ট হবে।

৫২. লিব লিব মন ছিল
তকে লিবার বড় মন ছিল ;
এত রে লিবার মন হয় ত
শিশুবেলা সিঁদুর ধরি কেনে নাই আলে।

—তুমি বল, 'তোমাকে নেব, তোমাকেই নেব, মন যে তোমাকেই পেতে চায়'। আমি বলি, 'এত যদি মন চায় তবে শিশুবেলায় সিঁদুর ধরে কেন তুমি এলে না (অর্থাৎ সিঁদুর দিয়ে বিবাহ করলে না কেন)?'

৫৩. দেশে গ আয়
তিনিটি ঝিঁগা মুজি বাদাড় ধারে লাগায়া দিব ;
ঝিঁগাফুল ফুটিল আষাঢ় মাস দিদি ভাদর মাস
গুলাচি ফুল ফুটিল বারটি বছর।

—ওগো মা, দেশে গিয়ে তিনটি ঝিঁগার বীজ বেড়ার ধারে লাগিয়ে দেব। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস ধরে ফুটবে ঝিঁগার ফুল। আর সারা বছর ধরে ফুটবে গুলঞ্চের ফুল।

[নিহিতার্থ : ঝিঙ্গা ফুল ও গুলঞ্চের ফুলে তোমার প্রবাসী মেয়েকে মনে পড়বে।]

৫৪. সড়পি মা ধারে ধারে
কেন তুমি হালে রে ডালে ;
তুমার রাণী নাই আমার রাজা নাই
চল রে বিদেশে যাব।

—পথের পাশে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ কেন তুমি উঁকিঝুঁকি দাও? তোমার সঙ্গিনী নেই, আমার সঙ্গী নেই। চল দূরদেশে যাই।

৫৫, ছট ছিল নিম গাছ
গাঁয়ের ছঁড়া তিতা লাগিল ;
নিম গাছ বাঢ়িল লিকই-এ-লকই-এ কনয়া জখে
গাঁয়ের ছঁড়া মিঠা লাগিল।

—যখন মেয়ে ছিল শিশু বেলায়, গাঁয়ের ছেলেরা তখন আমল দেয়নি তেতো নিমগাছ বলে। সেই নিমগাছ এখন বেড়ে হল ডাগর ডোগর। এখন মেয়ে নিজের দিকে নিজে তাকিয়ে আপন যৌবনোদ্গমকে বিস্ময়ে দেখে। গাঁয়ের ছেলের কাছে এখন সে মিষ্টি মধুর।

৫৬. জইড় গাছ হিপিড় হিপিড়

তেঁতুল গাছ টল রে বল;

হিপিড়ে জল হালায়ে বাসাত

ঘরে আয় কত রহিব।

—অশথ গাছের পাতা হাওয়ায় নাচে, তেঁতুল গাছে পাতা কাঁপে তিরতির। টিপটিপ শব্দে নামে বৃষ্টি, হাওয়া বয় ধীর পাথায়। ওগো মা, একলা ঘরে আর কতদিন থাকি ?

৫৭. রাঙ্গাডি ভাদ-সাকলা

বাঁধহিড়ে জজবুটায় বসি রহিল;

বাঁধের লাল শালুকফুল ফুটি গেল

সেহ দেখি ভাদ-সাকলা মনে ধীর কর।

—রাঙাডি গাঁয়ের ভাদো ও সাকলা বাঁধের আড়ে তেঁতুল গাছের তলায় সারাদিন প্রতীক্ষায় বসে থাকল অকারণ। পুকুরের লাল শালুকের কলি দিনশেষে ফুটে উঠল ফুল হয়ে। ওই দেখেই ভাদো সাকলা মনকে শান্ত কর।

৫৮. ই কালের শিশুছঁড়া

পাঁচ টাকার পানকাঁটা দিব ল বলে;

ঘরে ত মায়বাপ দুয়ারে তিরি বাহিরে ভাইয়া ল

কি করি পাঁচ টাকার পানকাঁটা মাথায় গুঁজিব।

—এখন দিনের নবীননায়ক পাঁচ টাকা দামের পান কাঁটা (পান পাতার আকারে রূপোর তৈরী খোঁপার গয়না) উপহার দিতে চায়। ঘরে মা, বাবা, দুয়ারে স্বামী, বাইরে ভাই দাঁড়িয়ে। কি করে পাঁচ টাকার পানকাঁটা মাথায় গুঁজি।

৫৯. হড়তপা কিনু

বেভুলে হাতে ধরিল;

জজসাই জরজুরি জজসাই কুলহিয়ে

বেভুলে রে কিনু ছাড়ি রাখিল।

—হড়তপা গাঁয়ের কিনু পথ চলতে চলতে আমার হাত ধরল। জজসাই

গাঁয়ের জলকাদা ভেজা রাস্তায় আবার হাত ছেড়ে দিল নিজের অজান্তেই (নিঃশব্দে যে প্রেম এসেছিল ততোধিক নিঃশব্দতায় সে গেছে)।

৬০. কাঁটাবনী লুবাধুবা
পরের বিটি দেখি জীবন টল রে বল ;
বাড়ি আছে পিয়ারী গাছ জামিরা গাছ কিয়াফুল ফেঁকড়া
সেহ দেখি রে লুবাধুবা মনে ধীর কর।

—কাঁটাবনী গাঁয়ের ছেলে লুবা ধুবা। পরের মেয়েকে দেখে তোদের মন চঞ্চল হল। পেয়ারা জামিরের গাছ আছে তোদের ঘরে, আছে কেয়াফুলের দুসারি ডাল। তা দেখে দেখেই তোরা মন শান্ত কর।

৬১. কাঁটাবনী লুবা-ধনা
কুরুকুরু ধুমসা বাজায়
লস মঁগল টিরিটিরি করতাল বাজায় ;
সেহ শুনি বাড়েডি ছুঁড়ি আঁদাড়ে পাঁদাড়ে বাড়ি ভিতরে নাচে।

—কাঁটাবনী গাঁয়ের লুবা আর ধনা কুরুকুরু শব্দে ধুমসা (বিশেষ বাদ্য-যন্ত্র) বাজায়, লসো ও মঙ্গল করতালে শব্দ তোলে টিরিটিরি। তা শুনতে পেলেই বাড়েডি গাঁয়ের মেয়েরা বেড়ার ধারে ঘরের পিছনে নাচ সুরু করে।

৬২. জনম দেশ রিলামালা হাবড়া কুল্‌হিরে কাদা
হাবড়া বাজারে হাঁড়ি নাই মিলে
ঘড়া উপর ঘুড়ি নাই মিলে ;
কি পাবি রে শুকুদা হাবড়া বাজার।

—(সহর নগর থেকেও) নিজের বাসভূমি কত সুন্দর। হাওড়ার পথে পথে কাদা, হাওড়া বাজারে হাঁড়িতে পচান দেওয়া মদ মেলে না, সেখানে নাচের আসরে কেউ ঘোড়ার উপর চেপে ঘন্টা বাজায় না। ওরে শুকদা, হাওড়া বাজারে কি পাবি ?

৬৩. লেদা মাতি দিনে ত বনে টালে
রাইতে ত ডেরা ল খুঁজে ;
ডেরা ত দিব নাই বাসা ত দিব নাই
তুমার ডেরা মাতি বনে ল আছে।

—লেদা গাঁয়ের মাতি সারাদিন বনে বনে ঘোরে, রাতে এসে বাসা চায়। ডেরা না বাসা কিছুই দেব না। তোমার বাসা মাতি বনেই হোক্।

৬৪. আখড়া মা হুল্‌হুল্‌
আখড়া তলে বিটি দাঁড়ালি কেনে ;
নাচ গ নাচ বিটি খেল গ খেল
ই জীবন গ বিটি আধাদিন লাগি।

— নাচের শব্দে আখড়া উতরোল। ও মেয়ে, আসরের ধারে এসে থমকে দাঁড়ালে কি ভেবে ? কিছুক্ষণ নেচে খেলে-নাও। এই জীবন বড় কম দিনের।

৬৫. অরণা জরণা ঝরণা জ্বালা রে
ভর যউবনের বেলা
তিরির জ্বালা।

—গহন বনে ঝর্ণা খুঁজে পাওয়া বড় জ্বালা। ভর যৌবনে প্রিয়সঙ্গীকে না পাওয়ার যন্ত্রণাও বড় বেশি।

৬৬. জগনাথ ছুঁড়ি
সুরু বেলফুলে মালা গাঁথিল ;
যার সঁগে যুগে যুগে মেল বান্ধা চিরকাল মেল রে
ই মালা কালিয়া হিসুর লাগি।

—জগন্নাথপুর গাঁয়ের মেয়ে সরু বেলফুলে মালা গাঁথল। কার জন্য ? যার সঙ্গে মনের মিল চিরদিনের এ-মালা সেই কালিয়া হিসুর জন্য।

৬৭. ডাঁড়ে ল টসরশাড়ি
হাতে ত ন গাছি শাঁকা পরিব ;
সাহেবের মুলুকে রাজার মাটিএ
সনামুদি নাচনে লিব।

—কোমরে পরব তসরের শাড়ি, হাতে পরব ন গাছি শাঁখা। সাহেবের দেশে রাজার মাটিতে নেচে নেব সোনার আংটি।

৬৮. চেংজুড়ি ডিংলা
সাত কাপাট ভিতরে বিটি রাখিল ;
দে'ত রে ডিংলা কুলুপের কাঠি দে কাপাট খুলি দে
যুগানিয়া বিটি তোমার গেল রে বিদেশ।

—চেংজুড়ি গাঁয়ের ডিংলা মেয়েকে আটকে রাখল সাতকপাটের ভিতরে। চাবি দিয়ে কপাট খুলে দেখ তোমার এত যত্নে রাখা মেয়ে অজান্তেই কখন পালিয়ে গেছে দূরদেশে।

৬৯. ডমজুড়ি ডমন মরিল
কুম্ভীরমুড়ি চাঁপা কাঁদিছে ;
না কান্দ রে চাঁপা না ভাব রে চাঁপা
ইটা যে রে চাঁপা পরের বেটা।

—ডমজুড়ি গাঁয়ের ডমন মরলে কুম্ভীরমুড়ি গাঁয়ের চাঁপা কাঁদছে। চাঁপা কেন তোমার কাঁদা, কিসের ভাবনা? ডমন তো তোমার কেউ নয়, পরের ছেলে (অর্থাৎ, তুমি তো ডমনকে চিরদিন দূরে দূরে রেখেছ)।

৭০. রাউতাড়া ছঁড়া
হিন্দী-বাংলা ঠাটে কথা ল বলে ;
বাইরা ন রে বাবইদা চিনি-চিন্তা গিধনা পুটি ল
হিন্দী-বাংলা ঠাট কথা ঘুরায়া দিব।

—রাউতাড়া গাঁয়ের ছেলেরা হিন্দী বাংলায় মেশান বাঁকা বাঁকা কথা বলে। ওলো বাবইদা গাঁয়ের চিনি আর চিন্তা, গিধনির (স্থান নাম) পুটি তোরা বেরিয়ে আয়। হিন্দী-বাংলা মেশান শ্লেষাত্মক কথার উপযুক্ত জবাব ফিরিয়ে দিই।

৭১. এতদিন হাসি-খুশি
আজ কেনে মন রে গুমান :
মন গুমান টাকা রে দিব
হালে ডালে মন তুমার কলে রাখিব।

—এতদিন তোমাকে দেখেছি হাসি খুশি, আজ কেন মন অভিমানে ভারি। অভিমানের পণ দেব, অভিমানী মন তোমার যত্নে কোলে তুলে নেব।

৭২. ই পারে লুউ সে পারে ডমন
মাঝ্ন আছে হারলা কাপু ;
খাঁদ উপর লুউ সিকিদান দিল ডমন হাঁড়ি দান দিল
লুউ ডমন ফুল বসিল।

—এদিকে দাঁড়িয়ে লুউ, ওদিক দাঁড়িয়ে ডমন, মাঝে আছে হারলা কাপু। কাধের উপর লুউ দানে দিল সিকি, ডমন দানে দিল হাঁড়িয়া। লুই ডমন পরস্পরের বন্ধু হল।[১]

৭৩. পুখুরে ত জল নাই
আড়া উপর ডাঁড়ালি কেনে ;

---

১. সাঁওতালী সমাজে সখ্যতা পাতানোর বিশেষ প্রথা।

ড'াড়ালি ড'াড়ালি পালালি কেনে রে
তুমার সঁগে রা দিতে বড় মন ছিল।

—পুকুরে জল নেই, তবু কেন তুমি পাড়ে দাঁড়ালে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বা চলে যাও কেন? মন চায় তোমার সঙ্গে কথা বলি।

৭৪. ই কালের শিশুছিড়া
মন ত রাখিতে বলে, দেহে ত যুগাতে বলে;
মন ত রাখিব দেহে ত যুগাব
বিপতের বেলা যে রে দাঁড়াতে হবেক।

—একালের নবীন নায়ক মনে মন রাখতে চায়, দেহ পেতে চায়। মন ও দেহ দুই-ই দেব, কিন্তু দুর্দিনে আমার পাশে তোমাকে দাঁড়াতে হবে।

৭৫. চেমেনজুড়ি হরি কাঁদিছে গ
চাঁইবাসা কনয়া লাগি;
রাহী হরি চলিল চাঁইবাসা সড়পে সড়পে রহড়া কুল্‌হিয়ে
ড'াড়াতে মানে নাই বসিতে মানে নাই
তুমার ভাইয়া যে রে অপমান হইল।

—চাঁইবাসার মেয়ের জন্য চেমেনজুড়ির হরি কেবলই কাঁদে। রহড়া গাঁয়ের গলিপথ ধরে হরি চাঁইবাসার পথে চলল। কোথাও না বসতে চায় না দাঁড়াতে। হরির ভাবভঙ্গিতে তার ভাইয়ের কত না অপমান।

৭৬. কাঁটাবনী ঝান্টা
কি ফুল ধব ফুটিল;
তুলিব পরিব সহরে চলিব
কাইলকার ছঁড়া ফুল দেখি হালে ডালে দাঁড়াই রহিল।

কাঁটাবনীর (স্থাননাম) কাঁটাবেড়ার ধারে শাদা রংএর নাম না জানা ফুল ফুটল। ওই ফুল তুলে মাথায় পরেই চলব সহরের রাস্তায়। সদ্য তরুণ ছেলে ফুল দেখে কৌতুহলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল।

৭৭. ঘর যায় দুয়ার যায়
মন যায় ভিরি রাখিতে;
মেদিনপুর আপিসে মেদিনপুর আদালত
আস গ আয় ভিরি গ পাব।

—ঘর দুয়োর নীলামে যায় তবু মন চায় সঙ্গিনীকে ধরে রাখতে। মেদিনীপুর অফিস-আদালতের বিচারে ওগো মা তাকে ফিরে পাবই।

৭৮. কাসকাপুর লুট হল্য

ধ-ভাঙ্গা কুল্হি ল ইলামে গেল ;
দে ন রে সদাগর রাজার বেটা ন কুড়ি টাকা
ধ ভাঙ্গা কুল্হি তবে ধরি রাখিব।

—কাসকাপুর লুট হল, ধ-ভাঙ্গার পথ নীলামে উঠল। কে কোথায় আছ রাজার ছেলে সদাগরের ছেলে ন কুড়ি টাকা এনে দাও। তাহলেই ধ ভাঙ্গার পথ দখলে ধরে রাখি।

৭৯. রাজদা মঁগল

ডাঁড়িবুরু জাড়া কাটিল গ টিসি বুনিল ;
টিসি বিকি ধুতি কিনিল
বিনিবিতি তলন ছাড়িল।

—রাজদহ গাঁয়ের মঙ্গল ডাঁডিবুরু মাঠের জাড়া (ভেরেণ্ডা গাছ) কেটে তিসি বুনল। সেই তিসি বেচে কিনল ধুতি। ধুতি পরে কোঁচা লোটাল কত না সুন্দর।

৮০. শিশুছঁড়া নেড়ে দিল

লুদীধারে কত রহিব ;
রহিলি রহিলি তিনিদিন তিনিরাইত আধাদিন আধাবেলা
শুদা চিড়া জল খায়া কত রহিব।

—নবীন নায়ক দিন দিয়েছিল, প্রতীক্ষায় নদীর ধারে আর কতখন থাকি? পথ চেয়ে আছি তিন দিন তিন রাত আধ দিন আধ বেলা। শুধু চিঁড়ে আর জল খেয়ে আর কত সময় কাটাই?

৮১. ডিবিডি কুল্হি

বড় মনস্তাপ কুল্হি ;
সুরু পাথরের গলি
তিনটি ছঁড়ি হাতে ধরিল ভগান টানি রাখিল।

—ডিবিডি গাঁয়ের পথ বড় অস্বস্তির, মাঝে সরু পাথরের গলি। তিনটি মেয়ে ভগানের হাত ধরে আটকে রাখল।

৮২. সুমি ছিল ভাঙ্গুয়া

কুল্হি যাতে ডারের ফুল নুয়াতে ছিল ;

এবে সুমি সিঁদুর দান হু ল বেহাদান হুইল
ভারের ফুল ভারে রহিল।

—সুমি যখন অবিবাহিতা তখন পথে বেরুলে গাছের ডাল নামিয়ে এনে ফুল তুলত। এখন মাথায় সিঁদুর নিয়ে সুমির বিয়ে হল দূরদেশে। গাছের ফুল ডালেই থাকল।

৮৩. বেহড়া ছঁড়া

চত্‌র নদী ধারে আঠা বাঁধিল ;
আঠা দেখি পানমণি রাস্তা ভাঙ্গে।

—বেহড়া গাঁয়ের ছেলে চতরো গাঁয়ের নদীধারে ফাঁদ পাতে। ফাঁদ দেখেই পানমণি পথ বদলায়।

৮৪. ফুলপাল ছঁডা

ঘরের থাকু বাইরাল হাসি রে খুশি ডিগি রে মিগি ;
কাপড়গাদী ঘাটে ঢাক ভাঙ্গিল গ
বেতালে মন ভাঙ্গিল।

—ফুলপালের ছেলেরা ঘর থেকে বেরুল খুশিতে ডগমগ। কাপড়গাদী ঘাটে পৌঁছতে না পৌঁছতেই তাদের ঢাক ভাঙতে মাঝপথে তাদের মনও ভেঙে গেল।

৮৫. ধ-বনী গাণশা

লাটিয়া সীমাকে য আপনার সীমা ল বলে ;
খেতকেরা মাটি ধর রে গাণশা সুহি রে দেখ
ধরমের কথা রে বল।

—ধ-বনী গাঁয়ের গণেশ লাটিয়ার সীমাকে আপনার সীমানা বলে দাবী করে। খেতের মাটি ধরে গণেশ তুই শপথ নে, দলিলে সই দেখ্‌। গণেশ তুই ধর্মের কথা বল্‌।

৮৬. তুমি যে রে ছি ছি

আমি যে রে তুমারি লাগি ;
তুম্যার মন ডাকিলে আসে নাই হাঁকিলে ফিরে নাই ;
আমার মন যায় তুমারি পেছু।

—তুমি কেবল ছি ছি করেই দূরে আছ, কিন্তু আমার মন তোমার কাছেই। তোমার মন আমার কত ডাকেও সাড়া দেয় না, প্রার্থনাতে নীরব। তবু আমার মন তোমারই পিছু পিছু ধায়।

৮৭. তুমি যে কুল্হি কুল্হি
আমি যাছি বাড়ির বাটে ;
তুমার মন আমার মন একা মন হয় ত
কাঁটাবাড়ি ভাঙ্গি করি বিদেশে যাব ।

—তুমি সমুখপথ বেয়ে চলেছ, আমি চলেছি ঘরের পিছনের পথে (অর্থাৎ তোমার ও আমার পথ একেবারে ভিন্ন)। তোমার ও আমার মন যদি কোনোদিন এক হয় তবে কাঁটা ভেঙে মাড়িয়েই দূরদেশে হেঁটে যাব।

৮৮. সিতালি ছ ঁড়ি
শীতলে বসি করি সিতা কাটিল ;
লাটয়া হাটে কুসুমগাছ তলে তিনটি তাঁতি ছ ঁড়া
সিতা লুভে ঘুরি ভালিল ।

—সিতালি গাঁয়ের মেয়ে শীতল পাটিতে বসে কত যত্নে সিঁথি কাটল। লাটোয়া গাঁয়ের হাটে কুসুমগাছের তলায় তিনটি তাঁতি ছেলে লুব্ধ চোখে সেই সিঁথি ফিরে ফিরে দেখে।

৮৯. চিংড়িয়া মাপাজি
আমাকে বালকে বেহা করিল ;
বসিতে মাচিলা দিল পিঁঢ়া ল দিল
খাওয়াইতে ঘুটিজল বাহির করিল ।

—চিংড়িয়া গাঁয়ের মোড়ল আমাকে শিশু বেলায় বিয়ে করল। বসতে মাচি দিল, পিঁড়ি দিল। খাওয়ার জন্য বার করে দিল একঘটি জল।

৯০. কুল্হি কুল্হি যাতেছিলি
ঝিঁগা নাড়ি পাশি লাগিল ;
ঝিঁগা নাড়ি পাশি ছাড়াতে ছাড়াতে
শিশু ছুঁড়া হাতে ধরিল ।

—পথে পথে চলেছিলাম। ঝিঁগার লতায় ফাঁস লাগল। ঝিঁগা লতার ফাঁস ছাড়াতে যখন ব্যস্ত তখন নবীন নায়ক এসে হাত ধরল।

লাটয়া জবা
লিকিদে বিলিদে কাঁচা দেহে ঝমরে নাচে ;
মেয়ে
৮২. বাইরা ন রে মাত্‌কম্‌ডি জিভরায় কা ই লকাপুর তরফে ;
ঘড়া বাঁধি নাচিরে ধর ।

—লাটোয়া গাঁয়ের জবা কচি কাঁচা দেহে কত না ভঙ্গিতে রমঝম শব্দ তুলে নাচে। কালকাপুর তরফের মাত্‌কমৃডি গাঁয়ের ভিতরায় তুমি বেরিয়ে এস। ঘোড়া বেঁধে নাচ ধর।

৯২. দামপাড়া রামরায়
পাওডা পাহাডে শিকারবনে বাদী লাগিল ;
বিঁহদা কুল্‌হিমুড়ায় জজদারে বুটা কুড়্‌চি লাটারে
আলাসুতারে রামরায় জীবন দিল।

দামপাড়া গাঁয়ের রামরায় পাওডা পাহাডের শিকারে প্রতিযোগিতায় নামল। (প্রাণ গেল তবু হার মানল না রামরায়) বিঁহদা গাঁয়ের রাস্তার মোড়ে তেঁতুল গাছের তলায় কুড়চি ঝোপের আড়ালে যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে রামরায় জীবন দিল।

৯৩. বারপাদা রাণীর বিটি
বাগান ভিতরে সুরুডালে টাঙ্গি মারিল ;
দিন দিন সিপাহী সারাদিন দারগা
ডারে ত কাওয়া সরগে সুগুনী
দারগা ত রিমিঝিমি ঘামে ভিজিল।

—বারিপাদার রাণীর মেয়ে বাগানের সরুডালে কোপ দিল টাঙ্গিতে। প্রতিদিন সেপাই আসে, সমস্ত দিন ধরে খোঁজ নিতে গিয়ে দারোগা হয়রান, হয়রান গাছের কাক, আকাশের শকুনী। খোঁজ খবর নিতে গিয়ে দারোগা ঘামে ভিজে হিমসিম খায়!

৯৪. হিসা সাকাম হিপিড় হিপিড়
বাড়ে সাকাম টল রে বল ;
শিশুছঁড়া মন বাছা আচুরে বিছরে
শিশুছঁড়া মন বাছা সরগে ঘুরে।

—অশথগাছের পাতা হাওয়ায় দোলে, বটগাছের পাতা কাঁপছে টলমল। শিশুনায়কের মন তার চেয়েও চঞ্চল, দিনরাত আকাশেই ঘোরে।

৯৫. কুল্‌হি কুল্‌হি যাতেছিলি
ঝিঁগাফুলে টানি রাখিল ;
বারশ কড়া তেরশ কুড়ি
কুল্‌হি মুড়ায়[১] ধরা পড়িল।

---

১. ঘাটশিলা থানারে

—পথে যেতে যেতে ঝিঁগাফুল (পাতানো সই) হাত ধরে টেনে রাখল। এই ভাবে গ্রামপথের মোড়ে বার'শ ছেলে ও তের'শ মেয়ে বাঁধা পড়ল।

৯৬. হাতে লিব সুরু শাঁকা
পায়ে লিব রমঝম বালা ;
বাইরাব ঝামারে ঝুমুরে
নাচিব দিশুয়া তালারে।

—সরু সরু শাঁখা নেব, রমঝম মল নেব পায়ে। ঝুমুর ঝুমুর শব্দ তুলে দেশের আখড়ায় নাচব।

খাড়িয়া গীত

খাড়িয়া গীত আকারে প্রকারে সাঁওতালী পাতাগীত থেকে ভিন্ন। শ্বাসাঘাতের দোলে এগুলি চঞ্চল ও গতিশীল। একটি সাবলীল চলৎধর্ম এগুলিকে সপ্রাণ করেছে। দুটি পংক্তিতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, এক আধটি ব্যতিক্রম ছাড়া। ক্ষেত্রবিশেষে এগুলিকে পাতাসুরেও গাওয়া হয়। অরণ্য পাহাড়ের সীমান্তভূমি তার সমগ্র প্রাকৃতিক পটভূমি এবং মানবিক মনোভূমিকে নিয়ে এগুলিতে উপস্থিত।

১. বন বন ঘুরালি কষা কেঁদ খাওয়ালি
জল শোষে রে মাইরি ঘর ঘুরালি।

--বনে বনে ঘুরিয়েছ, কষা কেঁদ ছাড়া আর কিই বা খাওয়ালে? বন্ধু, ঘর ফিরেছি দুরন্ত তৃষ্ণা নিয়ে।

২. আসন বাকৃড়া বলি রে শাল বাকৃড়া
জামাই বলি চুমালি বুঢ়া লাকৃড়া।

—আসন গাছের ছাল নয়, শাল গাছের বাকল। জামাই নয়, যাকে বরণ করেছ সে একটা বুড়ো নেকড়ে।

৩. ই ডুংরি উ ডুংরি পিয়াল পাইকল
নাই যাব রে মাইরি মন ভাইঙল[১] ;

দিনে দিনে রে মাইরি ফুরাই গেল

—এ পাহাড় ও পাহাড় জুড়ে আজ পাকা পিয়াল আর পিয়াল। আমি যাব না কোথাও, মন ব্যথায় টন টন করে।

৪. ই ডুংরি উ ডুংরি পিয়াল পাইকল
বেধুয়া শালা খালভরা সিঁদুর মঁইষ্‌ল।

—এ পাহাড় ও পাহাড় জুড়ে ফল পাকে পিয়ালের। যে-নির্মম সিঁদুর দিল মাথায় এমন দুঃসহ দিনে সেই বিশ্বাসঘাতক কোথায়?

৫. এক দুই তিন চাইর ঝুমুর বল্‌ব
মাদলিয়া ছঁড়া সঁগে ফুল বস্‌ব।

—এক দুই তিন চার ঝুমুরের পর ঝুমুর গেয়ে যাব। মাদল-বাজিয়ে ছেলেকেই বন্ধু করব।

৬. ই বুদা উ বুদা হুল্‌কি বুল্‌লে
ভুরকুঁড়া তলে যে তপি হলে।

—এ ঝোপে ও ঝোপে উঁকি দিলে আড়াল থেকে। তারপর ভুরকুণ্ডা গাছের তলে হঠাৎ লুকিয়ে পড়লে।

৭. লিক লিকির কচি আমড়া
কি করি রাঁধিব ছাগল চাম্‌ড়া।

—সরু কচি কচি আমড়া। তা দিয়ে কি করে ছাগল চামড়া রাঁধি?

৮. চল ন রে উদ্‌মা ছঁড়া কেঁদ কুড়াব
কেঁদতলে হুকুড় কুবুড় নাচ লাগাব।

—ওরে উদম ছোঁড়া চল্‌ কেঁদফল কুড়োই। আর কেঁদগাছের তলায় হুড়োহুড়ি করে নাচি।

৯. রম্‌হা ভার ভার ন রে আলু ভার ভার
বুঢ়ি কনিয়ার লাগি দিনেই দরবার।

—ভার ভার বরবটি নয়, আলুরই বোঝা। বুড়ি পাত্রীর জন্য প্রতিদিন কত না ভীড়।

১০ আইজ সাঁগাত নাচিব হাত ধরি
কাইল সাঁগাত যাবে ত সং ছাড়ি।

—বন্ধু, কাল যখন ছেড়ে যাবেই তখন আজ রাতের মতো হাত ধরে নেচে নিই।

১১. কুল্‌হির তেঁতুলগাছ কে হিলাল

দেখ ন হে দাদা বউ পালাইল।

—পথের তেঁতুলগাছে কে নাড়া দিল? দাদা, বেরিয়ে দেখ পাছে বউ পালালে বাপের বাড়ি?

১২. আমতলে বাঁশতলে অরুকি চুয়ালি

অরুকি খাই রে ছঁড়া ফরকি দাঁড়ালি।

—কখনও বা আমগাছে কখনও বা বাঁশগাছের তলায় তোমার জন্য মদ চোলাই করলাম। সেই মদ খেয়ে নিয়েই বন্ধু তুমি সরে পড়লে অনেক দূরে।

১৩. পাহাড় ধারে ধারে রে মাদল কুহকিছে

বড় বহুর ঠেং ছল্‌কিছে।

—পাহাড়ের কোলে মাদলের শব্দ উঠে। বড় বউয়ের পায়ে নাচের দোলা লাগে।

১৪. আদাড়কে বাদাড়কে ঝাটি সাজে

কুল্‌হি-বুলা দাদাকে দিদি সাজে।

—গাছের সরু সরু শুকনো ডালে বেড়া-বাদাড় সুন্দর মানায়। পথে পথে অকারণে ঘুরে-বেড়ান ছেলেকে সাজে বউ।

১৫. হারিলে হার লিব, জিতিলে মুদাম লিব

আর লিব অ ছঁড়া গলার মাদলি।

—হারলে হার নেব, জিতলে নেব হাতের আংটি। ওগো ছেলে, এমনিতেই নেব গলার মাদুলি।

১৬. হাট যাবি বাজার যাবি

আম্‌দের ঘর সামেই যাবি

মাছপড়া পাখাল-ভাত খাই যাবি।

—হাটে বাজারে এলে আমাদের বাড়ি নিশ্চয়ই এস। খেয়ে যেও মাছ পোড়া আর পান্তাভাত।

১৭. পুখুরি পুখুরি চারকুনিয়া

মাঝে যে দেখিলি শিশুকনিয়া;

মাথায় ত দেখিলি শিংয়ের পান্‌হিয়া

নাখে ত দেখিলি ঝরাফুলি।

—চারকোণা পুকুর, তারই মাঝে দেখলাম ছোট্ট মেয়ে। মাথায় তার শিংয়ের চিরুণি, নাকে দেখলাম ঝরাফুলি গয়না

১৮. চুড়ি দিলি শাঁকা দিলি নাই সাইজ্‌ল
লতুর চাঁপা ফিরফিরিটি বড়ই সাইজ্‌ল।

—চুড়ি শাঁখায় রূপ খুলল না। অথচ কানে ওইটুকু তালপাতার গয়না তোমাকে কতই না সাজিয়ে তুলল।

১৯. অ সাধের লাইত্‌না ল
ছাগল বাগালের সঁগে যাইস্‌ না ল।

—সাধের নাত্‌নী তুই কথা শোন্‌। ছাগল রাখালের সঙ্গে যেন চলে যাস্‌নে।

২০. মাথা ত বাঁধলি ডালিম লেকা
ফুল যে গুঁজলি খোঁপা ভরি।

—মাথা বাঁধলাম ডালিম ফলের মত, ফুল গুঁজলাম খোঁপা ভরে।

২১. বুরুকচা বাহু দ নাই আনব
উ বিনু বাস্‌কে মাড়ি বাক্‌ জজ মা।

—পাহাড়কোলের বউ ঘরে আনব না, কুর্‌কুট (এক ধরণের লাল হলুদ রংয়ের টক পিঁপড়ে) ছাড়া বাসি মাড় তার মুখে রোচে না।

২২. ডাঙ্গুয়া ছিলি বাছা ভালই ছিলি
কুজুরি নাড়ি লেকান লিবই-লবই।

—তখন বিয়ে হয় নি, রূপ ছিল সুন্দর। কুজরির লতার মত শরীর ছিল লিক্‌লিকে।

২৩. বড় ঘরের বউ পালাইল কেঁদ্‌বনে
যাকে সিদাই সেই বলে কে জানে।

—বড় ঘরের বউ পালিয়েছে কেঁদবনে। যাকেই জিজ্ঞাসা করি তাদের একটি উত্তর 'জানি না।'

মুড়া গীত

বিশুদ্ধ মুণ্ডারী ভাষায় রচিত গীতের পাশে পাশে আঞ্চলিক বাংলায় এই মুড়াগীত। আসলে এগুলি করম বা দাঁড় নাচের গান। অনেকগুলিই সাধারণ করম-গীতের সঙ্গে একাকার। বন-পাহাড়-ডুংরি এবং তারই অনুলগ্ন মানুষ এই গানের লক্ষ্য।

১. হাঁটু ধরি উঠ্‌লি বুরু তামাড়

নাই যাব টসর বেপার।

—হাঁটু ধরে ধরে উঠেছি তামাড় পাহাড়ের দুর্গম চড়াই। এমন তসরের ব্যবসা করতে আর কোনদিন যেন যেতে না হয়।

২. ছুটুমুটু ডুংরি তাহেই ফলে কুঁদরি

দে ন দাদা ঠেঙ্গা কাটি

বহু যাবেক্ বাগালী।

—পাহাড় ছোট, তবুও কুঁদরি ফলে প্রচুর। দাদা, পাচন-ঠেঙ্গা কাটো। আজ গরুর রাখাল হবে তোমার বউ।

৩. যখন তাঁতি তাঁত ঠুকে, তখন তাঁতিয়ান্ ছলকে

মার্ তাঁতি বলবি তর তাঁতিয়ানকে[১]

ঝিঁগাচপায় সুতা বেড়্ দিতে।

—তাঁতি তাঁত ঠুকলে তাঁতির বউ উছলে উঠে খুশীতে। ওহে তাঁতি তোর বউকে বলিস যেন ঝিঙ্গার ছোবড়ায় সুতোর বেড় দেয়।

৪. ইতুটুকু পাইখটি সীমলাটায় চরে

দেখ্ ন গ বাবুর মা কত রাইত আছে

ন সকাল পুহাই[২] গেছে।

—ছোট্ট পাখিটি চরে বেড়ায় সীম গাছের ঝোপে। ওগো ছেলের মা বাইরে চেয়ে দেখ এখনও কি রাত আছে, এখনও কি সকাল হয় নি ?

৫. বাদল বাদল মেঘ ছিল

ঝিলিমিলি রোদ ছিল

শিশু-বালকে শাঁকা পরাইল

জুয়ান সময়ে দাগা দিল।

—তখন বাদল বাদল মেঘ আর ঝিলিমিলি রোদের খেলা। তেমনই এক বয়ঃসন্ধির বেলায় সে শাঁখা পরিয়েছিল। এখন দুরন্ত যৌবনে সে-নিঠুর কোথায় পলাতক।

১. মার্ তাঁতিয়ান বলবি তর তাঁতিকে

আঁচলে কদমের ফুল দিতে।

২. পুহেই

৬. কেঁদ কাঠের বাঁক
ভালই কাঠের শিকা
কিষ্টর খাঁদে ভার দিয়ে চলেইছে রাধিকা।

—কেঁদ কাঠের বাঁক, ভেলা কাঠের শিকা। কৃষ্ণের কাঁধে ভার চাপিয়ে রাধা পিছু পিছু যায়।[১]

৭. কে তকে দেলাই ধনী
চিয়াডপাতের ঘুগু গ ধনী টুগুমুগু
কে তকে দেলাই ধনী বাঁশের ছাতা গ ছামুর-ছুমুর।

—ওলো কে তোকে শিহড় পাতায় গাঁথা এত সুন্দর বর্ষা-আবরণী দিল? বাঁশের ছাতা দিল ছামুর-ছুমুর যার শব্দ।

৮. গড়াধান বুনিছিলি, মাচা শুতে যাইছিলি
ঝুপিঝুপি, মাচাতলে বানা সেটের জানা।

—ডাঙ্গার ধান বুনেছিলাম। মাচায় শুয়ে পাহারা দিচ্ছি। এমন সময় মাথা দোলাতে দোলাতে ভালুক ঢুকে পড়ল মাচার তলায়।

দাঁড় ঝুমুর ঃ করম গীত

(দাঁড়শাইল, দাঁড়গীত, দাঁড়শালাা, পাতাশালাা)

দাঁড়ঝুমুর বা করমগীত ভাদ্র মাসের গান। বাইরে ভরা ফসলে তখন আশ্বাসের আঁচল পাতা, শরতের সোনা আলোয় স্বপ্নের বন্যা। সেই পলিতে জন্ম নেয় দাঁড়-ঝুমুর। দুঃসহ দুঃখের ভারকে হার মানিয়ে ছাপিয়ে উঠে পাতা ঝুমুরের সুর। তখন বাঘমুণ্ডির পাহাড়ে কত রঙের ফুল, উঁচালি নীচালিতে বনকুঁদরির লতা। টাঁইড়ে মাঠে কাশের বাঁশিতে উচ্ছ্বসিত খুশি, সারি সারি ঝিঙ্গাফুলে সংযমের কূল যায় যায়। এমনি দিনের কথায় ব্যথায় আকুলতায় হারা প্রাণ দাঁড়-গীতে পাতা।

শুক্লপক্ষের ভাদ্র-একাদশী করমোৎসবের দিন। করমপূজা উপলক্ষে এগুলি সেদিনকার আখড়ার গান হলেও আধ্যাত্মিকতায় আচ্ছন্ন নয়। সবই স্বচ্ছন্দ জীবন-কথা। এ গানের বিষয়বস্তু জীবনের সর্বভূমিতেই ব্যাপ্ত।

১. তুলনীয়, ভারখণ্ড, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

এক

১. ডিংলায় দিয়েঁছি সঁপয়রা
রাগাই গেল
তদের জামাই চেঁদরা।

—কুমড়োর তরকারি, তাতে দিলাম একটুখানি লঙ্কা। তাতেই চটে গেল তোদের একগুঁয়ে জামাই।

২. অ ঝিঁটিফুল
মনে রাইখবে
জলকে যাবার বেলা ডাইকবে।

ও ঝিঁটিফুল (সই), ভুলে যেন যেও না। জল আনতে গেলে আমাকে ডাক দিও।

৩. ডঁড়াই ভালি গ আমরা
কতই না ফিকিরে
জুহী ফুল খঁম্বারই উপরে।

—কত ছলে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, জুঁইফুল তার খোঁপার উপর।

৪. অট্টয়া মুলুকে
বিটি বিভা দিহ না
মরিলে খবর মিলে না।

--ঠিকানাহীন দূরদেশে মেয়ের বিয়ে দিও না। মরে গেলে খবরটুকুও মেলে না।

৫. মায়ে বাপে বিহা দিল
ঠেঙ্গা-ধরা বরকে
আর যাব নাই শ্বশুর ঘরকে।

—মা-বাবা ঠেঙ্গা-ধরা (বুড়ো) বরের সঙ্গে বিয়ে দিল, আর শ্বশুরবাড়ী যাব না।

৬. গাঢ়িয়াতলে আঁড়িয়া শশা ভালে
আমরা বলি
জুনপুকি জ্বলে।

—বাঁধের তলায় এঁড়ে খরগোস উঁকি দেয়, আমরা ভাবি জোনাকি জ্বলে।

৭. ভাঙা ঘরের টুইয়ে পড়ে জল
দিদি বাইরাইঁ চল
কেমন কেমন বাইজছে মাদল।

—ভাঙা ঘরের খড়ের চালের মাথা থেকে জল চুইয়ে পড়ে। দিদি বেরিয়ে চল, মন কেমন-করা মাদল বাজছে।

৮. পাইরব না লতে
জল দিতে
ঝিঁগাফুল্যা চিড়্‌কানি রোদে।

—লতায় জল দিতে আর বলিস নে। ঝিঙ্গাফুলকে ম্লান করা রোদের খরতা সহ্য করা যায় না। (অন্য অর্থে, ঝিলিক মারা মিঠে রোদ্দুর বড় জ্বালা দেয়)।

৯. থাক্যে থাক্যে খসে
প্রেমের মালা
পিরিতি ভাই বিষম জ্বালা।

—থেকে থেকে প্রেমের গাঁথা মালা ছিঁড়ে পড়ে। প্রেমের যন্ত্রণা যে অনেক।

১০. আর যাব নাই জলকে,
লদী ধারে বাঁড়িয়া শিয়াল
হুলকে[১]।

—জল আনতে আর যাব না। নদীর ধারে লেজ-কাটা শেয়াল উঁকি দেয়।

১১. বনের কুড়চিফুল টাঁইড়ে মহকে
দিদি না যাহ্ জলকে
মাথার খঁসা দলকে।

—বনে ফুটল কুড়চিফুল, তার গন্ধ ছুটছে দূরের মাঠে। ও দিদি আজ আর জল আনতে নাই বা গেলে। তোমার খোঁপা অকারণে কেঁপে উঠছে থেকে থেকে।

১২. ঝুরি ঝুম্‌কার ফুল
ফুট্যে হল আলা

১. মলকে

আমার বঁধু ঘরে নাই
কারে দিব মালা।

—ঝুরি ঝুমকার ফুল ফুটে আলো হল। প্রিয় ঘরে নেই। কাকে মালা দিই ?

১৩. পিরিতি করিলে বঁধু
মুখে মধু দিয়েঁ
কিবা দোষ দেখে বঁধু
যাছ হে ছাড়িয়েঁ।

—প্রেম করলে, তখন বচনে দিলে মধু। এখন যাচ্ছ দূরে। জানি না কি অপরাধ পেলে ?

১৪. লাল শালুকের ফুল
ধারে ধারে লেখা
এমন মানুষের সঁগে
কবে হবেক্ দেখা

—লাল শালুকের ফুলের চারপাশে রেখা। জানি না এমন সুন্দর মানুষের সঙ্গে আর দেখা হবে কি না।

১৫. কন গাঁয়ের বিদেশী
আখড়া সামাই ল বে
ঝিঁগাফুল্যা রং দিয়েঁ
মনকে মজাইল রে।

– ভিন্ গাঁয়ের সে কোন রসিক নাচের আসরে এল। ঝিঁগাফুল রং ঝুমুর (এক ধরণের লঘু সুরের গান) গেয়ে মনকে মজিয়েছে।

১৬. ইতুটুকু পাইখটি
হলদবরণ লেজটি
চিনাই দে ন দিদি
কে বটে লকটি।

– ছোট্ট পাখি, হলুদবরণ তার লেজ। দিদি আমায় চিনিয়ে দাও লোকটি কে ?

১৭. ছুটুমুটু মরীচগাছটি
কতই যতন কইরব

জবাব দে গ নীলমণি

ঘুরোই সাঁঘা ক'ইরব।

—ছোট্ট মরিচ গাছে আর কতকাল এমন জল ঢেলে যাই ; নীলমণি, তুমি শেষ কথা খুলে বল। আমি তাহলে সাঁগা (পুনর্বিবাহ) করি।

১৮. ঘর করি আঙ্গিনা

আঙ্গিনা করি ঘর

যত করি শ্যাম বঁধু

তবু বাস পর।

—ঘর হল আঙিনা, আঙিনা হল ঘর (অর্থাৎ আপন পর হল পর হল আপন)। এত করলেও শ্যামবঁধূ আমাকে দূরে রাখে।

১৯. আষাঢে গেলে বঁধু

শেরাবনে দেখা

মনে করো আ'ইনবে বঁধু

মন-রাখা শাঁকা।

আষাঢ়ে গেলে ফিরে দেখা হবে শ্রাবণে। বন্ধু ভুলে যেও না মন-রাখা শাঁখা আনতে।

২০. শালগাছে শাল পংড়া

কদমগাছে কলি[১]

বঁধার গায়ে লাল গামছা

চটক দেখ্যে মরি।

—শালগাছে এল নতুন ডাল, কদমগাছে এল কলি। প্রিয়জনের গলায় লাল গামছা, তার চটক দেখে মরে যাই।

২১. শাগ তুলি লতাপাতা

বাড়ীর শিমল তলে

লাউডগী সাপে দিদি

ডংসিল তকে[২]।

—ঘরের পেছনকার শিমলতলায় ব্যস্ত হাতে শাক তুলি লতায়-পাতায় মেশানো। দিদি তোকে যে লাউডগী সাপে কামড় দিল।

---

১. খেজুর গাছে ঝুরি ২. খেঁকশিয়ালে খেঁক করলে / ছাড়ো পালালাম টাঁকা।

২২. উপর ডালের কারিকুরি
নামৃহ ডালে বাসা
খনেক উড়ে খনেক বসে
কার পায়েঁছ আশা।

—উপর ডালের কারিকুরি পাখি বাসা বাঁধল নীচেকার ডালে। একবার উড়ে একবার বসে। তোমাকে কে কি আশ্বাস দিল ?

২৩. সকল ফুলে বইসবে ভমর
কিয়াফুলে বইসবে না
কিয়াফুলের বাঁকড়ি কাঁটা
লাইগলে কভু ছাড়বে না।

—ফুলে ফুলে গেলেও ভ্রমর তুমি যেন ভুল করেও কেয়াফুলে বসো না। কেয়াফুলের বাঁকানো কাঁটা একবার লাগলে ছাড়ানো দায়।

২৪. ইতুটুকু পাইখটি
সীমলাটায় চরে
ডা কছে গলার মালা
মন কেমন করে।

—ছোট্ট পাখিটি চরে বেড়ায় সিমঝোপের আড়ালে। গলায় গলায় যার সঙ্গে ভাব, সে ডাক দেয়। মন কেমন করে উঠে।

২৫. আমগাছে আম নাই
ফাবড় কেনে মার
তুমার দেশের আমি নাই
আঁখি কেনে ঠার।

—আমগাছে আম নেই, অকারণে কেন ঢিল ছোঁড় ? আমি বিদেশী, আমাকে চোখের ইশারা কেন ?

২৬. কুলৃহি কুলৃহি যাতেছিলি
কে মারে ঢেলা
ঢেলা লহে গ দিদি
শানের পটলা।

—পথে পথে চলেছিলাম, কে ঢিল ছোঁড়ে। দিদি লো, এ ঢিল নয় পানের খিলি।

২৭. মুড়ির মজা রসুন পিঁয়াজ
ভাতের মজা তরকারি
লইতন পিরিতির মজা
আঁখি ঠারাঠারি।

—রশুন-পেঁয়াজে মুড়ির মজা জমে, ভাত জমে তরকারিতে। নতুন প্রেম জমে ওঠে চোখ ঠারাঠারিতে।

২৮. সকালে আলে বঁধু
অকালে যাছ হে
আমায় ফাঁকি দিয়ে বঁধু
ঘরকে পালাছ হে।

—সকালে এলে অসময়ে যাচ্ছ। ভয় হয় আমাকে ফাঁকি দিয়ে বন্ধু তুমি নিজেয় ঘরে পালিয়ে যাচ্ছ।

২৯. তুমার পিরিত জানা
গেল এতদিন
মিছাই দেখা মন রাখা
নয়নে নয়ন।

—তোমার প্রেমকে এতদিনে চেনা গেল, এ কেবল মিছে মন-রাখার জন্যই দেখাদেখি, মিছেই চোখে চোখে চাওয়া!

৩০. যবুনার জলকে গেলে
হড়ক্যে পড়ে পা
থাক্যে থাক্যে আমার বঁধুর
চমকে উঠে গা।

—যমুনায় জল আনতে গেলে পা পিছলে পড়ে। (কিসের ভয়ে) আমার বঁধুর গা থেকে থেকে কেঁপে উঠে।

৩১. আসন লাঠায় করলি শিলা
হাঁসা পাথর টিকলি
ছুখিলতায় গাঁথলি মালা
কাঁকই কুথা পালি।

—আসন গাছের চুইয়ে-পড়া আঠা দিয়ে হল কেশ বিন্যাস, হাঁসা পাথরে হল টিকলি, আর মালা গাঁথলি ছুখিলতায়। কিন্তু কে তোকে চিরুণী দিল?

৩২. বাঘমুড়ির পাহাড়ে
কি সড়বড় করে
হাঁসা পাথর ঘুমায় নাই
বড় ঝুমুর ধরে।

বাঘমুণ্ডির পাহাড়ে শব্দ ওঠে সড়সড়। এখানকার সাদা পাথরের চোখেও ঘুম নেই। তারাও ঝুমুর গায় গলা ছেড়ে।

৩৩. সাঁ ই ঝে ফুটে ঝিঁগা ফুল
সকালে মলিন
কার কুঞ্জে ছিলে বঁধু
হল এতদিন[১]।

—ঝিঙ্গা ফুল সাঁঝে ফোটে, সকালে মলিন হয়। বন্ধু কার কুঞ্জে ছিলে, আসতে এতদিন হল।

৩৪. ভাঙা ঘরের খঁজা রলা
কতই গিরা ধ ই রব
ঘরের গিরহ-জ্বালা আমি
আর কত সইব।

—ভাঙা ঘরের জোড়া-দেওয়া কাঠ বাঁধন দিয়ে আর কতদিন ধরে রাখি? সংসারের গৃহজ্বালা কতদিন সইব?

৩৫. ঝিঁগা ফুল কাঁকুড় ফুল
সরু গাঁথনি
দাদাভাই মাদল বাজায়
বহু লাচনী।

—ঝিঙ্গাফুল আর কাঁকুড়ফুল সরু গাঁথনে গাঁথা। বড়দাদা আর ছোট ভাই মাদলিয়া, বউ নাচিয়ে। (অন্য অর্থে, ঠাকুরদা মাদল বাজায় বউ নাচে)।

৩৬. তুড়ুকতুপার বনে
ভালুক তাড়ে মাটি
দাদার গলায় লাল গামছা
বউয়ের গলায় কাঁটি।

১. আজ বঁধা ছাড়্যো গেলে / পরের অধীন।

—ভুভুকভুপার বনে ভালুক মাটি খোঁড়ে। দাদার গলায় লাল গামছা, বউয়ের গলায় কণ্ঠী।

৩৭. গাছে ত আম নাই
তার তলে চপা
কি বলি পিয় সখা
রাইত-চরার কথা।

—গাছে আম নেই, শুধু খোসা পড়ে আছে তলায়। প্রিয় সখা, রাত-চরার কথা আর কি বলি ?

৩৮. বড় ঘরের কাড়া বাগাল
দখিন দিগে ছাড়্যেছে
হাতে লাঠি খাঁদে ছাতা
টুইলা বাজাছে।

—বড় ঘরের মোষ-রাখাল মোষ ছেড়েছে দক্ষিণে। হাতে ঠেঙ্গা, কাঁধে ছাতা নিয়ে টুইলা (একতারা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র) বাজাচ্ছে।

৩৯. ভাদর মাসে আলে বঁধু
খাতে দিব কি
তালপাকা গাদর জনার
আর গাইয়া ঘি।

—ভাদ্র মাসে এলে। বন্ধু তোমাকে কি খেতে দেব ? তালপাকা, ডাঁশা জনার আর গাওয়া ঘি আছে (তাই খেও)।

৪০. আদাড়ে বাদাড়ে ঝিঁগা
ঝিঁগায় ধরে জালি
ননদ মাগী ছল্‌ছল্‌
তুলে ডালি ডালি।

—বেড়া-বাদাড়ে প্রচুর ঝিঙ্গে, ঝিঙ্গের লতায় লতায় আরও কত ফলের আভাস। চপলা ননদ খুশিতে ডগমগ, ডালা ডালা ঝিঙ্গে তোলে।

৪১. তালপাতার আওড়টা
হাভার হুড়ুর করে
আস্তেই বঁধু ফিরে গেলে
মন কেমন করে।

—তালপাতার কপাট হাড়ার হুড়ুর শব্দ করে। বঁধু কখন যে এসে তুমি ফিরে গেলে। মন কেমন করে।

৪২. আখ বাড়ীর ধারে ধারে
কার ছেল্যা কাঁদে
আইস ছেল্যা কলে লিব
বড় দয়া লাগে।

—আখ খেতের পাশে পাশে এ কার ছেলে কেঁদে বেড়ায়। এসো তোমাকে কোলে নিই, বড় মায়া হয়।

৪৩. আগুর দিদি যেমন তেমন
পেছুর দিদি সাঁই
মাঝ দিদি ভালই নাচে
ছাতি দলকাই।

—নাচের সারিতে প্রথম মেয়েটি অতি সাধারণ, পেছনকার মেয়েটি বড় চতুরা। মধ্যের মেয়েটি বুক দুলিয়ে নাচে কত না ভালো।

* * *

৪৪. বাঘমুড়ির পাহাড়ে হিদিড়-দিপিড় বাজনা
অ লদীর ঝরণা[১]
হিলে খঁসা জুটে ধইর না।

—বাঘমুণ্ডির পাহাড়ে মাদল শব্দ তুলছে উত্তাল। ওগো সঙ্গী, তুমি হাত দিও না খোঁপায়। আমার এ খোঁপা এলিয়ে পড়ে একটুতেই।

৪৫. আমার বঁধু ভাত খায় না
গগলি তরকারি
ডাঁড়াও দেখি, দুটি দাঁড়কন্যা ধরি।

—শুধু গুগ্‌লির তরকারি দিয়ে আমার বন্ধুর মুখে ভাত রোচে না। ওগো একটুখানি অপেক্ষা কর। আমি দুটো দাঁড়কন্না মাছ ধরে আনি।

৪৬. বাড়ীনামুহয় কাড়া রাখ্যে বাঁশিয়ে দেয় সান
ভাব্যে মরি
আমার ঢেঁকশাইলে ধান।

১. পাতানো প্রিয়-সম্পর্ক

—সে ঘরের পেছনকার জমিতে মোম রেখে বাঁশীতে সুর দেয়। আমার ঢেঁকিশালে ধান, কি করে যাই তাই ভাবনা।

৪৭. ছুটুমুটু আখড়া, চারোকুণে ভাগুরা
মকে লাজ লাগে গ
ছলকি লাচিতেই নাই বনে।

—নাচের আসর বড় সংকীর্ণ; তাতে আবার চারকোণেই মাননীয় ভাশুরেরা বসে আছেন। আমি লজ্জা পাই মনে মনে। পা খেলিয়ে মনের মতো নাচতে পারি না একটুও।

৪৮. লাচতে ত জানি নাই
টাল্যে আল্যেছিস্
অ খালভরা রে লাচব ত ছেল্যা কলে লে।

—নাচতে জানি নে, তবু টেনে নামিয়ে দিলে নাচের আখড়ায়। ওগো অবুঝ, যদি নাচতেই হয় তবে কোলের ছেলে তুমিই ধর।

৪৯. ভাদর মাসের গাদর জনার
তরাই খায়েঁ ফুরালি
আস্যে যায়েঁ আমার ননদকে ত ভুলালি।

—ভাদ্র মাসের ডাঁশা জনার তোমরাই ত খেয়ে খেয়ে শেষ করলে। (গুরুতর অভিযোগ আরো আছে) বারবার আসা যাওয়া করে তোমরাই তো আমার ননদকে ঘর ছাড়ালে।

৫০. হাতে ত চুরবালা কমরে ত গঠ
রিসাই মরে
অ তর উপর্‌য়া সতীন।

—হাতে চুড়াবালা কোমরে গোট। তোর বড় সতীন ঈর্ষায় জ্বলে।

৫১. আমার বঁধু রাইতকানা বাড়ীবাটে আনাগনা
ফিটিক্ জলে
বঁধুর ভিজল গামছা।

—বন্ধু আমার রাতকানা, বাড়ীর পেছনদিকেই তার যাওয়া-আসা। টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টিতে তার গায়ের গামছা ভিজে যায়।

৫২. জুসনা রাতিয়া, হুদ্‌কে উঠে ছাতিয়া
মনে পড়ে
আমার পুরুনা পিরিতিয়া।

—জ্যোৎস্না রাত, বুক হঠাৎ আকুলতায় ভরে ওঠে। পুরাতন ভালোবাসা স্মৃতিতে জাগে।

৫৩. ফুলু আমার দুধের সর
দিনেই আসে বিহার বর
অ ফুলুর মা, ফুলুকে ত নাই ছাড়্যে দিব।

—ফুলু যেন দুধের সর (অর্থাৎ বড় আদরের ধন)। প্রায়ই তার সম্বন্ধ আসে। ও ফুলুর মা ফুলুকে আমার বিয়ে দিয়ে পর করতে ইচ্ছে করে না একটুও।

৫৪. কাড়া লিলি হুচুকে, ভাব্যে মরি পেছুকে
বাগাল রাইখব
এদেলবেড়ার ফুচুকে।

— হুজুগে কিনলাম মোষ, এখন মরি ভাবনায়। রাখাল রাখব এদেলবেড়া গাঁয়ের ফুচুকে।

৫৫. সুরু সুরু কানালী, ধান লাগা করালি
ঝিল্‌পি দিব বল্যে
জনার-পড়ায় ভুলালি।

—ছোট ছোট খেত। সে-খেতে ধান লাগিয়েছ আমাদের দিয়ে। বলেছিলে দেবে জিলিপি, এখন মন রাখতে চাইছ ভুট্টা পোড়া দিয়ে।

৫৬. যখন জামাই আধাবাটে
তখন বিটি পুখুরঘাটে
জামাই দেখ্যে বিটির মাথাদুখা জর গ।

—জামাই যখন অর্ধেক রাস্তায় তখনই মেয়ে পালিয়েছে পুকুরের ঘাটে। জামাই আসতেই মেয়ের মাথাব্যথা ও জ্বর।

৫৭. দুপহর বেলা হইল
এখনও নাই বাসিয়াম আইল
দাদা হে, বউ পাছে মেহর পালাইল।

—বেলা হল দুপুর, এখনও সকালের খাবার এল না। দাদা হে, বউ বোধ হয় পালিয়েছে বাপের বাড়ি।

৫৮. জনার ফুটে ফাট্‌ফুট্
মার্ বিটি কুঁড়া কুট্
ভাদর মাসে, খরখস্যা জামাই আইল লিতে।

—ভাজার সময় ভুট্টা ফটফট শব্দে ফুটে উঠে। ওগো মেয়ে ভুট্টার গুঁড়ো কুটে রাখ। ভাদ্রমাসে একগুঁয়ে জামাই তোমাকে নিতে এল।

৫৯. জমিকে ত আইড় সাজে
দাদাকে ত বহু সাজে
দাদা ভাই, বহুকে ত সাজে লীলশাড়ী।

—আল থাকলে শোভা পায় জমি, দাদাকে সাজে বউ। ও দাদা, বউকে সাজে নীলশাড়ী।

৬০. চইত বইশাখ মাসে
হিলে খঁসা লাচ লাগে
সজনী, চলই যাব বুরু ন তামাড়।

—চৈত্র ও বৈশাখ মাস। খোঁপা দুলে উঠে, নাচতে ইচ্ছে হয়। বন্ধু চল চলে যাই সেই দূরদেশ বুরু তামাড়ে।

৬১. কুল্‌হি কুল্‌হি যাতেছিলি
ঝিঁগা চপায় বজড় খালি
ননদ গ, ডাঙ্গা বল্যে দহয় ঝাঁপ দিলি।

—রাস্তায় যেতে যেতে আছড়ে পড়লি ঝিঁঙের খোসায়। দিদি তুই ডাঙ্গা বলে ঝাঁপ দিলি দহে। (নিহিতার্থ : দিন কাটছিল সহজ সরল। তুই প্রেমে মজলি, এল বিড়ম্বনা। দিদি তুই সুখ বলে ডেকে নিলি দুঃখকে।)

৬২. বিড়ালে ভাঙিল হাঁড়ি, গাইল দিছে ননদরাঁঢ়ী
গাইল দিছে শাশুড়ী অমেলা
শ্বশুরঘর করাই বড় জ্বালা[১]।

—হাঁড়ি ভাঙল বেড়ালে। শাশুড়ী আর ননদরাঁঢ়ী কত গাল দেয়। শ্বশুরঘরের যন্ত্রণা অনেক।

১. ক. সুখনী শাপের বড় জ্বালা।

৬৩. কুল্‌হিমুড়ায় তাঁতির ঘর, কাপড় বুনে ছর্‌ছর্‌

মার তাঁতিন্‌, বল্যে দিবি তাঁতিকে

আঁচালে কদমের ফুল দিতে।

—পথের মাথায় তাঁতির ঘর, ছর্‌ছর্‌ শব্দ তুলে কাপড় বোনে। ওগো তাঁতি বউ, তোর তাঁতিকে বলে দিস্‌ যেন আঁচলে কদমের ফুল এঁকে দেয়।

৬৪. রাহেড়গড়া শ্বশুরঘর, যাব নাই খালভরার ঘর

শিশু অঙ্গে কত না মা র খাব

ভরতি যবুনায় ঝাঁপ দিব।

—রাহেড়গোড়া গাঁয়ে শ্বশুরবাড়ি। নাবালিকা শরীরে কত মার সইব? এমন নির্মমের ঘর করব না, বরং ভরা-যমুনায় ঝাঁপ দেব।

৬৫. আষাঢ় শেরাবন মাসে, কাঁচা বাঁশে ভমর বসে

আমার বঁধু রইল বিদেশে

কাল মেঘ গড়ছে আকাশে।

—আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কাঁচা বাঁশে ভ্রমর জুটে। বন্ধু তুমি বিদেশে রইলে এমন দিনে। কালো মেঘ আকাশে গড়ায়।

৬৬. যখন ছিলি ছেল্যার বেলা, ধূলায়-কাদায় করি খেলা

আর কি মানুষ জনম পাব

রাঙা টুপায় চাল ভাজা খাব।

—ছেলেবেলার দিনগুলিতে ধুলোয়-কাদায় খেলা করেছি। মানুষ জন্ম আর কি ফিরে আসবে? আর কবে রাঙা টুপায় (বাঁশের তৈরী ছোট পাত্রে) চালভাজা খাব।

৬৭. যখন ছিলি গাড়ার-গুড়ুর, তখন মারি তিতির-গুঁড়ুর

এবার দাদা হয়েঁছি ডাগর

কাশি কাঁড়ে মাইঁরব ঘাগর[১]।

—তখন ছোটবেলায় ছিলাম বেঁটেখাটো, মেরেছি তিতির আর গুঁড়ুর পাখি। দাদা এখন বড় হলাম ডাগর-ডোগর, কাশের তীর দিয়ে শিকার করব ঘাঘর।

৬৮. তখন ছিলি ছুটুমুটু, খায়েঁছিলি জনার ভুটু

১. পাখিবিশেষ

এবারটুকু হয়েঁছি ডাগর

ছাঁচাতলে[১] ভাইলছে নাগর।

—তখন ছেলেবেলা, কত খেয়েছি ভুট্টার দানা। এবার বেড়ে উঠলাম ডাগর-ডোগর। এখন ছাঁচাতলায় প্রণয়ী এসে (লুব্ধ চোখে) চেয়ে থাকে।

৬৯. হাঁটু ধর্যে বসবি, চাটু ধর্যে রঁাধবি

টুয়েক[২] খাবি টুয়েক বাসি ধরবি

ছানা-কাঁদা যেন মনে রাখবি।

—বসবি হাঁটু গেড়ে, হাতা নিয়ে রঁাধিস্। একটু খেয়ে একটু রেখে দিস্ সকালের জন্য। তুই যেন ছেলের কান্না ভুলে যাস্ নে।

৭০. মহুল পড়ে ঠেকা ঠেকা, কি কর্যে কুড়াব একা

টিকৃটিকি দেখোই ননদ পালাইল

টঁাইড়ের মহুল টঁাইড়েই শুকাইল।

—মহুয়া ঝরে পড়ে ঝুড়ি ঝুড়ি। একা কি করে কুড়োই? ননদ টিকৃটিকি[৩] দেখেই পালাল। মাঠের মহুয়া মাঠেই শুকোয়।

৭১. কদমফুল নুয়েই গেল, তবু বঁধু নাই আইল

কানের ফুল কানেই শুকা ল

শ্যাম নাগর বড় দাগা দিল।

—কদমফুল ম্লান হয়ে এল গাছেই, তবু বঁধু এল না। আমার কানে-পরা ফুল শুকিয়ে উঠল কানেই। শ্যামবন্ধু আঘাত দিল নিদারুণ।

৭২. কুল্‌হি কুল্‌হি যাতেছিলি, কুল্‌হির মাঝ দেখা পালি

নাগর আমার দিল্ল আঁখি ঠারি

ধৈর্য ধরিতেই আর নারি।

—পথে পথে চলেছিলাম। দেখা হল মাঝ পথেই। নাগর আমার ইশারা করলে চোখে। কি করে ধৈর্য রাখি।

৭৩. ঘাটশিলা হাট যাব, বাছো বাছো জনার লিব

বুনতে লঁাগল কুথা পাব

চাম্‌টু বেহাইয়ের ঘর যাব।

১. ক. কতছলে ২. একটু ৩. এখানে অর্থ 'অবৈধ প্রণয়ী'

—ঘাটশিলা হাট গিয়ে বেছে বেছে ভুট্টা কিনব। বুনতে লাঙ্গল যদি কোথাও না পাই তবে সোজা চলে যাব চামটু বেহাইএর কাছে।

৭৪. জ্বর আল্য মাথা দুখা, অদাঘরে শুব কুথা
আখড়াতে জড়া মাদল কুহকে
চল মকে লেগিই রাখিতে।

—জ্বর এল, তার উপর মাথা ব্যথা। এখন ভেজা ঘরে কোথায় শুই? নাচের আসরে জোড়া মাদলের মন-কেমন-করা শব্দ উঠছে। চল না আমাকে পৌঁছে দাও।

৭৫. বর-দেখা যায়েঁছিলিন, গুড়ে-চিড়ায় খায়েঁছিলিন
দেখ্যে আলিন গ ধনী লহে বুড়া বর
একড়্যা কদমতলায় ঘর।

—ওগো মেয়ে, তোমার বর পছন্দ করে এলাম। (তারা সম্পন্ন গৃহস্থ,) গুড়-চিঁড়া খেতে দিল প্রচুর। ভেবো না, তোমার ভাবী স্বামীটি একেবারে তরুণ। একলা কদমতলায় তার ঘর।

৭৬. দামপাড়া লখিন্দর, বিটিকে না করায় ঘর
ভাটুবেড়ায় লক করে জমা
শ্বশুরে-জামাইয়ে মকদ্দমা।

—দামপাড়া গাঁয়ের লক্ষীন্দ্র মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠায় না। ভাটুবেড়া গাঁয়ে লোক জমা হয়, শ্বশুরে-জামাইয়ে মোকদ্দমা চলে।

৭৭. পাহাড়ে পরবতে ঘর, তায় আস্যেছে সাঁঘার বর
সাঁঘা[১] হবার বড় মন ছিল
বেহাল্যা পুরুষেই দাগা দিল।

—পাহাড়ে পর্বতে ঘর আমার। বর এসেছে সাঁগার। বড় ইচ্ছে হয় সাঁগা করি। বিয়ে-করা স্বামী আমার শেল দিয়েছে।

৭৮. লকের ছানা জনার খায়, আমার ছানা কাচাড় খায়
আমি বরাভূঁই যাব
জনার দেখ্যে ফুল পাতাব।

—লোকের ছেলে ভুট্টা খায়, তা দেখে নিজের ছেলে বায়না করে, মাটিতে লুটিয়ে কাঁদে। আমি এবার বরাভূম যাব, ভুট্টা যার আছে তাকে খুঁজে বন্ধুত্ব করব।

১. পরিত্যক্ত স্ত্রী বা পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ।

৭৯. ছানা কাঁদে হরল-গরল, গহালে গবর ভরল
আজ মহুল গেল রে তিন ঠেকা
শাশুড়ী-ননদেই রং-দেখা।

—ছেলে কেঁদেই চলেছে এক নাগাড়ে। গোয়াল ভরে আছে গোবরে। আজ তিন ঝুড়ি মহুয়া নষ্টে গেল। শাশুড়ী আর ননদ বসে বসে কেবলই মজা দেখে।

৮০. হাট গেলে হাটে নাই, ঘাট গেলে ঘাটে নাই
বল্যে দিবে হে আমার সঁয়াকে
ঢুধিলতায় বাঁ'ধব উআকে।

—হাটে ঘাটে খুঁজেও কোথাও যে তার দেখা নেই। আমার সেই নিখোঁজ প্রিয়কে বলে দিও এবার থেকে তাকে ঢুধিলতার বাঁধনে বেঁধে রাখব।

৮১. আজ রা'তে বড় জল, মাছ ধরি হলাহল
পলইয়ে ত মাছ রাখলি
উদয়্যা ঝুমুর গাহলি।

—আজ রাতে ঘন বর্ষা নামল। মনের সুখে মাছ ধরে পলুইয়ে (মাছ রাখার পাত্র) রেখে উদয়ের ঝুমুর গাইলাম।

৮২. বেহাল্যা পুরুষ হ'ত, শাঁখা শাড়ি লুলুক দিত
সাঁঘাল্যা পুরুষের মুহে ছাই
পেছু পেছু লুঝুক লুঝুক যায়।

—বিয়ে-করা স্বামী শাঁকা শাড়ি নোলক কত কি দিত। সাঁগা-করা পুরুষ কোনো কাজের নয়, কেবল পেছনে পেছনে বিনীত ভাবে চলে।

৮৩. নাই যাব জলকে, জড়া মহুলতলকে
বা'জল শ্যামের বাঁশি
ঘুরে'্যই চল ঘরকে।

—সেই জোড়া মহুয়া গাছের ঘাটে আর জল আনতে যাব না। শ্যামের বাঁশি বেজে উঠল, সুতরাং চল ঘর ফিরে যাই।

৮৪. ঘরে আছে এক হাল হালিয়া
ঘাঁস কা'টতে হল্য বেলা

ঘাঁস-কাটা কঠিন আঁটের কাম
ঠসকি ঠসকি পড়ে ঘাম।

—ঘরে রয়েছে এক জোড়া হালের গরু। তাদের জন্য ঘাস কাটতে বেলা যায়। ঘাস-কাটা বড় শক্ত কাজ। গা-থেকে ঘাম ঝরে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা।

৮৫. কুল্‌হি কুল্‌হি যাতেছিলি, বাঁশিটি বাজাই দিলি
তরা যে হে বড়ই মনচোরা
দু-কানে দু-কদম ফুল পর্‌হা।

—পথে পথে চলেছিলাম, হঠাৎ বাঁশিতে ফুঁ দিলে। তোমাদের দু কানে কদমফুল। আমাদের মন কেড়ে নাও।

৮৬. আঘন কুটা চাল ছিল, তখন বহু আল্য লিলে
দাদা হে
ডেম্‌রা জনারে বহু পালাইল।

—যখন নোতুন-কোটা অঘ্রাণের চাল তখন বউ ছিল পাশে পাশে। এখন শুকনো ভুট্টার দিনে বউ পালিয়েছে দূরে।

৮৭. ঝিঁগাফুলের হেরহরানি ঘেরঘেরানি কানে গুঁজলি
ল মাইয়া বড় উদারী
বাড়ীবাটে লেগে শুদাই দাঁইড়া খেলালি।

—ঝিঁগে ফুলের কত না শোভন সাজ তোর কানে গোঁজা। ও মেয়ে তোর শুধুই সরলতার ভাণ। ঘরের পেছনে ডেকে নিয়ে অকারণ আশ্বাসে বারবার ছুটোছুটি করালি।

৮৮. লাল গামছা দীঘল কঁচা রাস্তায় চল্যে যায়
তরা দেখ গ সবাই
সনার পদক দুটি ঝুলছে গলায়।

—গায়ে লাল গামছা, লম্বা কোঁচা। সে পথ দিয়ে চলেছে। তোমরা সবাই চেয়ে দেখ সোনার দুটো পদক তার গলায় কেমন সুন্দর ঝলকাচ্ছে।

৮৯. আমার বঁধু হাল করে আড়কানালীর ধারে
গরা গায়ে খরা লাগে দেখ্যে মায়া লাগে
ননদিনী ল, আমি নিজেই যাব বাসিয়াম দিতে।

—আড়কানালীর[১] ধারে আমার প্রিয়তম হাল বাইছে দুঃসহ খরায়।

---

১. নদী-নালা বা গাছ ইত্যাদি কোনো কিছুর অর্ধেক কান-ছুঁয়ে-থাকা খেত।

তার ফর্সা গায়ে রোদের দারুণ তাপ, দেখলে বড় মায়া হয় ও ননদ, আমি নিজেই তার সকাল বেলাকার খাবার পৌঁছে দিতে যাব।

দুই

১. ঝিঁগাফুল সারি সারি
ডাহিন খঁসায় গুঁজ ললক কারি।
(কাঁকুড়ফুল ফুটোই ছলক-কারি)।

২. ডিংলা ধর্যেছ জালি জালি
বাড়ী বাটে[১]
[২] কিসের ভালাভালি।

৩. ঝিঁগা ফুল[৩] যাছ হে ছাড়িয়েঁ
মায়ে-বাপে গাইল দিছে
দুয়ারে বসিয়েঁ।

৪. কাল কুকড়ায় নামোছে
কয়া ধানে
মটুব মটুর ডাইলছে শিয়ালে।

৫. দিদি ডাক লে
ঘরে সামাই ল্য ল
দারুণ সাপ ল।

৬. ঝিঁগা তুলবি ন বনাবি
ঘরে ঘরে
লিয়াই[৩] লাগাবি।

৭. করম শুনিয়েই
আমরা আলি
এক দনা[৪] মদ নাই পালি।

৮. দে ন গ ছিঁড়া ঘংটা
বাড়ীনামুহয় লাগাই দিব
ভুতমুড়ি ধানটা।

১. ঘরের পেছনদিকে
২. পাতানো সম্পর্ক ৩. ঝগড়া ৪. দোনা, পাত্র

৯. অ বুঢ়া তুঁই মারিস না মকে,
গাঢ়িয়ার পগ্‌লি আছে
পুই ষব তকে।

১০. সইরষা ফুল সইরষা ফুল
সরু গাঁথনি,
ঘরে আছে ননদমাগী নাচনী।

১১. আমার বঁধুর গায়ে জ্বর
কুথায় পাব অঝাঘর
বাঁধ্যে দিহ নাগল্যা শিকড়।

১২. গহালে ত গরু নাই
না খুল পসর
কন সাপায় ডংশিল
না জানি মন্তর।

১৩. টিহি-টিটি বাবুর বাপ
বীরিভাজা খায়
কুল্‌হিমুড়ায় কাড়া রাখ্যে
টীটলী লাগায়।

১৪. ভাদরমাসের গাদর জনার
লকে ভাঙ্গ্যে খায়
আমার বঁধু ঘরে নাই
যবুনা[১] বহেঁ যায়।

১৫. যখন ছিলি ডাঙ্গুয়া-ঠেঙ্গুয়া
আইড় কলে ধঁসা
ইবার হলি ছেল্যার মা
মলিন হল্য দশা।

১৬. বাইদে ত জল নাই
বহালে সাঁতার
কাল মেঘে জল নাই
ঘর অন্ধকার।

---

১. ক. যৌবন।

১৭. ধ-ডাঙ্গার পরবে
পাথর-বসা চুড়ি
দেখ্যেই মন টল্যে গেল
কই কিন্যে দিলি।

১৮. বাঘমুড়ির পাহাড়ে
হল্যাদ বড় বসে
চাঁপামণি হল্যাদ বাঁটে
নাগর দেখ্যে হাসে।

১৯. আমগাছে আম ধরে
জামগাছে জাম
আইসব বলিয়েঁ কুঞ্জে
নাই আল্যে শ্যাম।

২০. সনায় বাঁধা কূপ-কলসী
পিতল-বাঁধা কানা
টাঁইড়ে-ঘাটে জল আনিতে
কে করিল মানা।

২১. ছুটুমুটু মহুলগাছ
ভুঁইয়ে লোটায় ডাল
বিনা খঁচে পড়ে মহুল
পড়ে থারাথার।

২২. ছুটুমুটু বউ-ঝি
ফুহুক ফুহুক চুইল
মচড়াই বাঁধ্যেছে ঝুঁটি
রেশম গেঁদাফুল।

২৩. ই বছরকার নামী বরষা
বাইদে ফুটে কাশি
ডিঙ্গর ডিঙ্গর খালভরাদের
বিনা দোষেই হাসি।

২৪. ধান কাটি হালাহালা
পুষালেরই খাদি

ভর যৌবনের বেলা[১]
সতীন হল্য বাদী।

২৫. আগুর দিগে আঁধারি
পেছু-দিগে জুসনা
ধ'র না ধ'র না সাঁগাত
মাথায়-বাঁধা ফুদ্‌না।

২৬. আকাশেতে চাঁদ নাই
কি করিবেক তারা
যার ঘরে সঁয়া নাই
জিয়স্তে সে মরা।

২৭. ছাগল বাগাল কানকেট্‌রা
ভেড়াবাগাল গাধা
মইষবাগাল হিটিংটিডিং
গরু-বাগাল রাজা।

২৮. কদমগাছে উঠ বঁধু
কত কদম তুল হে
ছিঁড় কদম মার ফাবড়
হাস্যে কথা বল হে।

২৯. হাল ক'রতে গেলি দাদা
দুয়ই মেড়া কাড়া
দাদার বহু বাসিয়াম লেগে
দুটাই জনার পড়া।

৩০. আমপাতের শিরে শিরে
কাজলেরই লেখা
কনপথে গেলে বঁধু
নাই হল্য দেখা।

৩১. তুমি যাবে পরদেশ
আমি যাব সঙ্গে হে

১, ক. আপনার উমরের বেলা

রাঁইধব বাইগন-ভাত
পরশিব রঙ্গে হে।

৩২. আমি বঁধু ভালবাসি
তুমি বাস পর
সামান্য প্রেমের দোষে
কাঁদালে নাগর।

৩৩. এক বাটি আমানি
তলে দুটি ভাত
সেহ দেখ্যে বহু
কাঁদে সারা রাইত।

৩৪. কান্দ না কান্দ না বহু
গাঁয়ে বসে হাট
কিন্যে দিব অ বউ
গজমতীর হার।

৩৫. একদিনকার হল্যদ বাঁটা
তিনদিনকার বাসি
অইখানেতে দাঁড়াও হে শ্যাম
সিনান কর্যে আসি।[১]

৩৬. কুথা হতে আইসছ বঁধু
কুথায় তুমার থিতি
কন পুকুরে সিনান কর
কুথায় শুকাও ধুতি।

৩৭. নিতেই নিতেই[২] আইসবে বঁধু
নিতেই ভালবাসব হে
দুদিন ছাড়্যে আলে বঁধু
ঝুমড়াকাঠে ধাঁসব হে।

---

১. কথান্তর ঃ দেখুন, জাওয়াগীত।

২. নিত্য নিত্য

৩৮. বাড়ীনামুহয় চিটামাটি
নদ্দ ডুব্যেছে দেওর ডুব্যেছে
ভিতা কাল্লা কাল্লা হে
উরুলি-ঝুরুলি ধর‍্যেছে।

৩৯. ঝাঁগাল-ঝুঁগুল ভাতুয়াটি
খিচাংখাচাং চলে
গলাঘরে সারাদিন
ফিরফিরায়েঁ বুলে।

৪০. শুকনা শিমলের কঁড়ি[১]
পর‍্হ কেনে কানে
পর কি আপন হয়
ইহ জান মনে।

৪১. বাঘমুড়ির পাকাপান
ইঁটাগাড়ার চূণ
জ্বলিয়েঁ জ্বলিয়েঁ উঠে
অন্তরের আগুন।

৪২. আকাশেতে জল নাই
কি করিবেক তারা
বঁধার মন চঞ্চল
ছাড়্যে যাবার পারা

৪৩. আমার দেশে কাঠ নাই
জনার খাড়ায় রঁাধি
আল্য বিদেশের বঁধু
খায়েঁই গেল বাসি।

৪৪. আমপাত বাঁকা বাকা
তেঁতুলপাত সরু
বাছ্যে বাছ্যে পিরিত কর
যার কাঁকাল সরু

১. কলি

৪৫. মাছ ধরি হালা হালা
চিহড়পাতের থালা
লদীয়ে পড়িল বান
বেসাতির জ্বালা।

৪৬. আম ফলে ঝঁকা ঝঁকা
তেঁতুল ফলে বাঁকা
পূরব দেশে দেখো আলম
র‍াঁড়ির হাতে শাঁকা।

৪৭. আদাড়ে বাদাড়ে ঝিঁগা
ঝাঁকে ফলে সীম
ফাগুণে দ্বিগুণ মিঠা
বেগুনেতে নিম।

৪৮. ঘরের শোভা আঁচির-পাঁচির
বিলের শোভা ধান
কলের[১] শোভা ছট ছেল্যা
যেমন লইভন চান[২]।

৪৯. কুল্হি কুল্হি জল যায়
ছেল্যার হাতে ঘুনী[৩]
দেখি ছানা কত মাছ
গুদাই বেঙগুনি।

৫০. পাকা বাঁশের ঠেকা-ডালা
পিঠ বাঁশের কুলা
ভকে-শযে[৪] গীত গাইলে
লকে বলে ফুলা।

৫১. কুক্ড়াটা কটকটাইল্য
নিশি হল্য ভোর
ঘুমাই গেল আমার
ছেলিয়া নাগর।

১. কোলের ২. চন্দ্র ৩. ক ঘুণী
৪. ভোকে-শোষে

৫২. ঝিঁগা তুলি ডালি ডালি
আরই ঝিঁগার জালি
হউক পাছে ছেলিয়া জামাই
গুণের লাগ্যে মরি।[১]

৫৩. ঘটিডুবার কাদা হাঁড়ি
ঝিকিরবনের কাঠ
খায়েঁ যাও হে দেওরা
হয়েঁই আল্য ভাত।

৫৪. ডাইনে জুড়ে বুঢ়া হালিয়া
বাঁয়ে বুঢ়ী গাই
বহু-বিটির মাথায় বাটি
বাসিয়াম দিতে যায়।

৫৫. পুখুর তাড়ালে বঁধু
না বাধালে ঘাট
ডালিম লাগাই বঁধু
গেলে পরবাস।

৫৬. পাকিল ফাটিল ডালিম
লকে তুল্যে খায়
ই দেশে পণ্ডিত নাই
বঁধুকে বুঝায়।

৫৭. আম তুলি ঝঁকা ঝঁকা
কমরে বাঁধিল টঁকা
মনদ গরী, ভাঙিল সুরু সুরু শাঁকা।

৫৮. হাল করতে গেলি বুঢ়া
কাট্যে আনলি ঢড়্রা মুঢ়া
ভকভঁড়, তুই জনমেই সাঁতালি রে।

৫৯ সাঁইঝের বেলা বলাবলি
সকাল বেলা পালাইঁ গেলি
ঘুরাইঁ আন্যে, তকে গুঁদলি[২] কুটাব গ

১. ক. আমাদের ছেলিয়া জামাই / না জানে কারবারি।
২. শস্য বিশেষ।

৬০. এক পয়সার খেজাড়ি
কিরকিচ লাটায় ভুলালি
পাহাড় যায়েঁ, সে ত বাবুর মাকে হারালি।
৬১. রুঁচুনী গ রুঁচনী
শাগ তুল সুষনি
বাদাড়গড়ায়, ঝিঁগা লইঁ ড়কোছে সজনী।
৬২. খালভরা খাছে দাছে
পরের ঘরে মকমকাছে
সাঁইঝ হলে, দিদি ডাংএ ঢুল্‌কাছে গ।
৬৩. ধারে-ধূরে পলাশবন
পালাব পালাবই মন
অ নবঘন, সময়ে সময়ে দিহ দরশন।
৬৪. ছানার মা খাল্য ঝিঁগা, ছানা হল্য তিরিংরিঁগা
ছানার মাকে পিঁড়ায় শুতে মানা[১]
লেজ-কাটা লাকড়াটি করে আনাগনা।
৬৫. বাইত-পড়া মহুল হত্য, চরে কুড়াইঁ লিয়েঁ যাইত
জামা মহুল পড়ে রসে রসে
খাল ভরা মাইরল কি দোষে।
৬৬. নাগরে বাজাছে বাঁশি, মনেতে লাগিল খুশি
খায়েঁ লে ল আইড়তলে বসি
লহকে লাগাবি ধান গাছি।
৬৭. কুইলডিহায় করি সাঁগা, দাদার লে বহুএই ঢাঙ্গা

কুলুপ লাগাইঁ পুড়াল্য পুরুষ।
৬৮. গেল বছর আকালে, পইলা ধানে খাটালে
তরা নিজে ডিলি মরাই বসালে
ভকারাকে শোষে মরালে।

১. ক. ঝিঁগা চাঁজলি ন ছুললি / ঘরে ঘরে লিয়াই লাগালি।

৬৯. যখন উড়াই পয়সা-কড়ি, মীনার বাপের পায়ে পড়ি
শুদাই পিটে বৌরি-পিটা ভাংয়ে
বাজে আসি মীনার বাপের সংয়ে।

৭০. যখন দিই পয়সা-কড়ি, তখন দেয় ভাত-মুড়ি
দু-দিন করে উপর‍্যা যত্তন
মীনার মায়ের বাঁকোই থাকে মন।

৭১. চেঁকা মহুলের পানী, কি দিয়ে খাওয়ালি ধনী
গা'টা ত মেদের মেদের করে
তদের কুল্‌হি যাতেই মন করে।

৭২. সুষনি শাগের ভাজি, ই পুরুষটা বেঁজায় রাগী
শিশুঅঙ্গে কতই না মা^ই^র খাব
চল দেওর নাম্‌হাল যাব।

৭৩. নাচনীরা থারাথারি, মাদলিয়া গটা চারি
ধাতুং-ধাতুং করে মাদলটায়
মনের সুখে দীনবন্ধু গায়।

৭৪. মানুষ জনম ভাই, বহুত ভাগ্যেতে পাই
আ^ই^স খেল কর দিনাচারি
মরিলে সকল যাব সরি।

৭৫. বাইদে বহালে কাশি, বস্যে বস্যে পাটা গাঁথি
সেহ পাটা আড়ি নিরাধার
দাঁ^ই^ড়কামাছ লাগে ললক্কার।

৭৬. জল পড়ে ঝরাঝর, মাছ উঠে সরাসর
তিত্‌লা-চেং-গড়ই-মাগুর ধরলি
উদয়্যা ঝুমুর গাহলি।

৭৭. লিকৃলিকি সনার কাঁটি, ভাজামালার সঁগে গাঁথি
অই মালা কাকে সাজে গ নীরকে
চল নীর ছাতা দেখিতে।

৭৮. গাই গেল রণে-বনে, বাছুর গেল বিন্দুবনে
বাগাল ভাইকে না বাঁধ ভাই থামে
বাজে ধুম্‌সা হাঁড়িয়ার শুদামে।

৭৯. শালুকলাড়ার কমরদড়ি, হাল বাইতে পড়্যে মরি
ই শালা জনমের কুড়্‌হি
খাতে খুঁজে তেল-সানা মুড়ি।

৮০. যার হাতে কেঁদপাকা[১], উটাই বটে ছেল্যার কাকা
অবশ করো বল্যে দিবে সঁয়াকে
কি দোষে ছাড়োছে আমাকে।

৮১. ধলভূঁইয়ের রাঙ্গামাটি, কারো পালায় বহুবিটি
কারো পালায় বেহাল্যা পুরুষ
(দিদি যাঁইহ না)
ধলভূঁই কঠিন মুলুক।

৮২. শুকনা বাইগনের খাড়া, তরা ল সব ভাতার-ছাড়া
উদামষাঁঢ়া নাম কভু গেল না
ফুঁকিলে আগুন জ্বলে না।

৮৩. লকে বলে ছি ছি আমি বা করোছি কি
সকালে উঠিয়েঁ সিতা কাটোছি[২]
বিকালে বাজার বাটে গেছি।[৩]

৮৪. যা ছিল রুজিপুঁজি, বড়বহু লিল গুঁজি
ছট বহু পালায় বাপের ঘর
অ দাদা এবার সাঁগা কর।

৮৫. শুন হে রসিকজন, বুঝো লিলম তুমার মন
হাস্যে হাস্যে ফুলমালা পরালে
সাদা গায়ে কাদা মাখালে।

৮৬. তুঁষের আগুনা, জ্বলছে দ্বিগুণা
কি দিয়েঁ কিসে নিবাই
কাঁচা অঙ্গ জ্বলিয়ে সিরায়।

৮৭. কুল্‌হি কুল্‌হি আল্যা বর, কনটা বটে কনিয়ার ঘর
উঠাই দেন লীলমণি ধনীকে
লীলমণি কতই না ঘুমাছে।

১. ক. শালগাছে গুঁয়াপকা ২. ক. হাতে শাঁকা নাখে লোত পরোছি ৩. বেহাল্যা পুরুষ ছাড়োছি।

৮৮. ডুংরি উপরে ঘর, কউ নাই মোর আপন-পর
রাজাঘরে কতই দিব কর
না বুঝ্যেই করোছি নাগর।

৮৯. অ ল ছুতারের ঝি, আঁচালে বাঁধ্যেছ কি
আঁচালে বাঁধোছি সরু চিড়া
পান খাতে যাবে আমার পাড়া।

৯০ ড াশ মাছির গাজনা, লাল গামছার বিছানা
দিব বল্যে নাই দিলি
আমার কি দিন গেল না।

৯১. ছি ছি ছি, লকে বইলবেক্ কি
বিহাল্যা পুরুষ ছাড়্যে
সাঁগাই হয়েঁছিস্।

৯২. ঘাটশিলার হাটে মিঠাই দিলি কিন্যে
খনে খনে
আমার তকেই পড়ে মনে।

৯৩. ডুংরি কা উপরে এক ঝাড বাঁশ যে,
না মাইরি
সে হ বাঁশ গগনেই ফিঁকে ডাল।

৯৪. কুথাকার খালভরিরা ছানা আমার কাঁদাইঁ দিল
অ গ মাই
কলে লিলে কলেও না ঘুমায়
দুধ দিলে দুধও নাই খায়।

৯৫. সুষনি শাগ তুইলতে গেলি হাতে লাগে কাঁটা
বাড়ীবাটে বাইরাইঁ মীনা কি হলি তুই কথা
অ মীনা ডুবালি গে
বুঢার প্রেমেতে মীনা মজে গেলি গে।

৯৬. শাগ তুইলতে গেলি মীনা তুললি লতাপতা
শাগ-তুলা তর মিছা কথা বুঢার সঁগে কথা
চইখ খালা তর মায়ে-বাপে চইখ খালা
তর খুড়া

এমন বরে বিহা দিল ঠেঙ্গা-ধরা বুঢ়া
অ মীনা মরি যা ল।

৯৭. আইনতে গেলে আসে নাই, আইনলেও ত থাকে নাই
দুখ দিল
আমদের লিহিরলিকির বহু ভাই পালাই গেল।

৯৮. বাঘমুড়ির পাহাড়ে নানারংএর ফুল ফুটে
দিদি গ দাঁড়ায়ে তুলিতেই মন করে,
আঁচল ভর্যে তুইলব, খঁপা ভর্যে পইরব
আরই ভাঙ্গিব ফুলডাল যে।

৯৯. গগলি কুঢ়াতে গেল নন্দরাজার ঝি
মাথায় গগলি ঠেকা উপরে উড়ে চিল;
দাদা দেন বাটুল
বিঁধে মারি শালার শাঁকচিল।

১০০. বাজার যায়েঁ আন্যে দিব চিনি আর চিড়া
ভাবিস না গ, কাঁদিস্ না গ
আমার কিরা।

১০১. "তুমি যে যাছ বাবু বুরু তামাড়
ঘরের খরচ দিয়েঁ যাও"
"পুড়ায় যে আছে বহু সরু গেঁতই চাল
পটমে আছে বীরির ডাইল"।

১০২. "বাবা গ মাই
শশুরঘরে গাইল দিয়েঁছে আর যাব নাই"
মায়ে বলে "শুন গ বিটি
কাজ করবি রিটিপিটি
কেমন কর্যে পিটবেক্ জামাই"।

১০৩. টুপাডালা লিয়েঁ ছেল্যা খেলিতে বাইরাল
খেলিয়ে বেভুল হল্য মায়ে পাসুরাল
কার ঘরে আছ বাছা মা বলিয়েঁ ডাক রে
অভাগী মায়ের প্রাণ যায় বিগুরিয়েঁ রে।

জাওয়া গীত

ছোটো ছোটো মেয়েদের মুখে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের দোলে জাওয়া গীত টেনে টেনে গাওয়া হয়। অনেকটা ছড়া আবৃত্তির মতো। ছড়ার মতই কয়েকটি ছাড়া ছাড়া ছবিকে কখনও বা মিহি সুতোর গাঁথা। তবে ছড়ার মতো অত অসংলগ্ন নয়, বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রে বোধ্য এবং ব্যক্ত। অনুষ্ঠানে শস্যোৎসবের ইঙ্গিত থাকলেও জাওয়া গানে নিভৃত বধূমনের করুণ বেদনা মমতায় আঁক।

১. কাল্লা লত্‌ কাল্লা লত্‌
আগে মূলে জালি
শ্বশুর ঘরে বড়ই তিতালি।

২. ডুংরি কলে ডুংরি কলে
ঢেশ্‌রা ঢেশ্‌রা কুইল
সতীনদের ভাবরী-কাটা চুইল।

৩. গুঁদলি কুটি ছিলিক ছিলিক
ছইলকে উঠে চাল
ঘরে আছে ননদ মাগী
সেইটা বটে কাল।

৪ আঁশ পাল্‌হা বাঁশ পাল্‌হা
ছন্‌কাই রাঁধিব
বড় বহু মাগতে আলে
বাটি ভরতি দিব।

৫. একদিনকার হলইদ বাঁটা
তিনদিনকার বাসি
মা-বাপকে বল্যো দিবে
বড় সুখে আছি।

৬. আমলাবাদে দখিনবাদে
বুইনলম সুরগুঞ্জা ল

পাতে ত শিশির বিশির
ফলে বেহুলা[১]।

৭. মাছ ধর্যোছিস্ টঁকাটঁকা, কুটুম দেখ্যে দিলি ঢাকা
কুটুম যাতে রঁাধলি তরকারি ;
ল কদালদাঁতী[২]
ভেলা তেলে ছনকা বেসাতি।

৮. আঙ্গনি ঝাটিয়াতে বাঢ়নী[৩] খিয়াল
শাশুড়ী ননদে দিল গাইল
না শাশু গাল গ না শাশু মার গ
নেহর[৪] গেলে আইনব বাঢ়ন।

৯. সাবনগাঢ়ার বনে রে ভাই
ঢাকল ঢাকল পাত
শাশুই বাঁটে ছুটি ছুটি ভাত ;
বাঁট বাঁট বাঁট শাশু আপনিকা ভাত গ
নেহর গেলে খাব দুধুভাত।

১০. কলা রুইলম সারি সারি আলতি রুইলম দু-আড়ি[৫]
বাছ্যে বাছ্যে কলা কাইটবে কাইল যাব শ্বশুরবাড়ী ;
শ্বশুরবাড়ী যাব ভাইরে কে কে আইনতে যাবে রে
ছ-দিনের কড়ার কর্যে ছ-মাসে গেলে রে।

১১. চারকুন্না পুখুরটি চাইরো কুণে ঘেরা
উকানে বাইরাল মাগুর মাছ।
আঁচলে ধরিব মাছ পাথরে ঘঁষিব গ
ঝাল বাঁটনা দিয়ে মাছ লহকে রঁাধিব।
লহকে রঁাধিব মাছ মহকে খাইবে গ
মাছিলায় বসিয়ে আছে মা তুমার জামাই গ।

১. ? বিপুলা। ২. কোদাল দাঁতী। ৩. ঝাঁটা
৪. বাপের ঘর। ৫. দু-গাছি

১২. বাড়ীদিগে যাইরাইঁ দেখ সৈঁয়াকুইলের লাটা
আচম্বিতে গড়্যেছি তার কাঁটা ;
খুঁজিলে পাই নাই চলিলে ব্যথায়
ধীরে ধীরে দিহ ভেলা তাতা।

১৩. বাইগন বাড়ী ঘুড় দেওরা রুঁধ চাইরোপিশ
রাখ্যে দিহ খিড়্‌কি দুয়ার
খিড়কি দুয়ারে ভাইরে মিরগী সামায়[১]
উঠ দেওরা ঝাঁক তরোয়াল।
তরোয়াল ত ঝিকিমিকি রকতে ত বান
উপ্‌রে ত উড়ে রাজার হাঁস[২]।

১৪. অকালে পুশিলম পায়রা দুধুভাতু দিয়েঁ
সময়ে পালালে পায়রা আমায় ফাঁকি দিয়েঁ।
চল্ পায়রা চল্ পায়রা কত না ধুর যাবে
লাগ্‌লিব বাঁকুড়া শহরে।
বাঁকুড়া শহরে পায়রা কি কি দকান বসে
ঝুমকা ঝরলি কদমকলি[৩]।

টুসুগীত

টুসু পৌষালী গীত, শীতের শিশির-ধোয়া ফুল। অনুভবের সব সীমানা ছুঁয়ে এই গানে ঝাড়খণ্ডী মানুষের প্রাণ আপনাকে খুলে দেয় ভাঁজে ভাঁজে। নোতুন ফসলের সম্পন্ন সম্ভার খুশির সোনা ছড়ায়। টুসুগানে তারই আভা। দুঃসহ দুঃখের ভারি দিনগুলোকে ঠেলে মন এবার তৃপ্তির স্বস্তিতে ভরা। টুসুগীতের সুরে সেই তৃপ্তিরই সুরভি।

১. চল টুসু চল খেলতে যাব
বালিতে বাঁধ[৪] বাঁধাব
বালি জলে সিনান কর্‌্যে
ঝরকায় চুইল শুকাব।

১. ঢুকে ২. ক. হঁদ
৩. অন্য একাধিক কথান্তরও আছে। ৪. ক. 'বান' অর্থাৎ বন্যা

– ওগো টুসু চল না চলে যাই, খেলার ছলে বালি দিয়ে বাঁধ বাঁধাই। সে বাঁধের জলে স্নান করে মনের সুখে ভিজে চুল মেলে দেব জানলায়।

২. আমার টুসুর একটি ছেল্যা
নাম রাখেছি বিমলা
বিমলাকে কিন্যে দিব
হাজার টাকার আগ্‌বালা।

—আমার টুসুর একমাত্র মেয়ে নাম বিমলা। বিমলাকে (বিনা কুণ্ঠায়) হাজার টাকা দামের আগবালা (কঙ্কন) কিনে দেবই।

৩. আমার টুসুর একটি ছেল্যা
কুইলতলা বই খেলে না
কন র'াঢ়ীরা ধুলা দিল
ধুলার চিহ্ন গেল না।

—আমার টুসুর একমাত্র ছেলে। কুলতলা ছাড়া খেলতে চায় না কোথাও। তার শিশু অঙ্গে ধুলো দিল সেই নির্মম প্রতিবেশিনী কারা? ধুলোর চিহ্ন সহজে মেটে না।

৪. আমার টুসুর একটি ছেল্যা
ইস্‌কুলে দিব
একখিলি পান পাঁচ সিকা দাম
তাউ কিন্যে দিব।

– আমার টুসুর একমাত্র ছেলেকে ইসকুলে পড়াবই। একখিলি পানের দাম যদি পাঁচ সিকে হয় তবুও কিনে দেব বিনা দ্বিধায়।

৫. ভাদর মাসে ভাদুপূজা
সবাই পরে নীল শাড়ি
আমার টুসু অবুঝারী
বুঝাও হে বংশীধারী।

- ভাদ্রমাসের ভাদুপুজোয় নীল শাড়ি পরল সবাই। সেই দেখে আমার টুসুও বায়না ধরেছে নীল শাড়ির। কিছুতেই বোঝনো যায় না তাকে। হে শ্যাম, তুমি নিজে এসেই তাকে বুঝাও।

৬. টুসু সিনাছে গা দলাছে
হাতে তেলের বাটি

নুয়ে নুয়ে চুঁইল ঝাড়ছে
হিলছে সনার কাঁটি।

—টুসুমনি স্নান করছে কত ভঙ্গিতে গা দুলিয়ে। তার হাতে তেলের বাটি। নুয়ে নুয়ে চুল ঝাড়ছে, গলায় সোনার কণ্ঠি দুলছে।

৭. কুঁইল গাছে কুইলীর বাসা
ডালিম গাছে কেরকেটা
আমার টুসু ফাঁইস আড়্যেছে
পড়্যেছে রাজার বেটা।

—কুলগাছে কোকিলের বাসা, ডালিম গাছে বাসা করে কেরকেটা পাখি। আমার টুসু ফাঁদ পাতলে রাজার বেটা ধরা পড়ে।

৮. বাড়ি নামহয় তমাল বনে
কোকিল ডাকে ঘনে ঘন
আর ডাক না প্রাণের কোকিল
টুসু আমার[১] অচেতন।

—ঘরের পেছনকার তমালবনে কোকিল ঘন ঘন ডাকে। ওগো প্রাণের কোকিল তোমার ওই ডাক এখন থামাও। আমার টুসু বিরহে অচেতন।

৯. ভাব ভাব যে কর টুসু
ভাব সামাইল অন্তরে
ভাবের বঁধু চল্যে গেলে
কাঁদবে ল ছাঁচায়[২] ধরে।

—না বুঝে ভাব পাতাতে টুসুর কত রগড়, এবার ভাব এল তার অন্তরে। এখন ভাবের মানুষ ছেড়ে গেলে কেবলই দুয়ারে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা, আর চোখের জল ফেলা।

১০. সবু গাছে উঠবে টুসু
কিয়া গাছে উঠবে না
কিয়া গাছের বাঁকড়ি কাঁটা
লাগলে গলায় ছাড়ে না।

১. ক. ঘুমে। ২. ঘরের খড়ের চালার অগ্রভাগ

—সব গাছে উঠলেও টুসু তুমি যেন ভুল করেও কেয়াগাছে চড়তে যেও না। কেয়াগাছের বাঁকান কাঁটা গলায় লাগলে এড়ানো দায়। (নিহিতার্থ—তুমি প্রেমের পাত্র চিনে ভাব করো। খল নায়কে মজলে যন্ত্রণা এড়ানো ভার।)

১১. কলাতলায় বাট রাখ্যেছি
পাছে টুসু পা'ইর হছে
নন্দের বেটা চিকণ কালা
সে ত বাঁশি বাজাছে।

—কলাতলায় এইটুকু পথ খোলা রেখেছি। টুসুমনি তুমি যেন গোপনে বেরিয়ে যেও না। নন্দের বেটা চিকনকালা বাঁশি বাজিয়ে চলেছে অবিরাম। (নিহিতার্থ—টুসু তুমি কলাতলার পেছনপথ দিয়ে অভিসার কর)।

১২. নইতন পুখুরের আড়ায়
তিনটি সোনার বগ চরে
আমার টুসু রগড় লিল
দেও গ সনার বগ ধরে।

—নোতুন পুকুরের পাডে তিনটি সোনার বক চরে বেড়ায়। আমার টুসু বায়না ধরে সোনার বক ধরে দাও।

১৩. আমার টুসু গাই চরাছে
বড় বাঁধের আগালে
পানবাটা চু'ইল খুল্যে দিয়ে
বস্যে আছে জলধারে।

—আমার টুসু গাই চরায় বড় বাঁধের মাথায়। তার সামনে পানের বাটা পাতা আর মাথার চুল খোলা। জলের দিকে চেয়ে বসে আছে নির্বিকার।

১৪. আমার টুসু দাঁড়াই আছে
আমের গাছের ডাল ধর্যে
খরার বেলা আম পড়ে না
চাঁদবদনে ঘাম পড়ে।

—আমগাছের ডাল ধরে আমার টুসু দাঁড়িয়ে আছে। গাছের আম মাটিতে পড়ে না, কেবল দারুণ রোদের তাপে টুসুমণির চাঁদমুখ ঘামে ভেজে।

১৫. আমার টুসু ফুল করেছে
ঝাড়গাঁ-গড়ের রাণীকে
মনে মনে চিঠি ছাড়ে
গুলাপ ফুলের ভিতরে।

—আমার টুসু ঝাড়গ্রাম মহলের রাণীর সঙ্গে সই পাতিয়েছে। গোলাপফুলের ভিতরে দুজনের মনে মনে চিঠি দেওয়া নেওয়া চলে।

১৬. আসনতলে কুল্‌হি কাদা
সোনার টুসু যায় চল্যে
হায়রে গাঁইঠে নাইখ পয়সা
টুসু লিথম দর করে্য।

—আসন গাছের তলাকার পথ কাদায় কাদা। সেই পথ দিয়েই সোনার টুসু চলে যায়। গাঁঠে পয়সা থাকলে ন্যায্য মূল্যে টুসুকে কিনে নিতাম।

১৭. বাবুর বাঁধকে লাইতে গেলে
ধারে ধারে বেহুলা
কন বেহুলা টুসু লিবে
খুল গলার চাঁদমালা।

—বাবুর বাঁধে স্নান করতে গেলে কাতারে কাতারে বউ জড় হয়। ওগো তোমরা কে কে টুসুকে চাইছ? টুসু দেব, গলার চাঁদমালা খুলে দাও।

১৮. নামুহ কুলহি[১] যাছ টুসু
উপর কুল্‌হি যাইও না
উপর কুল্‌হি সতীন থাকে
পান দিলে পান খাইও না।

—গাঁয়ের নীচেকার পাড়ায় গেলেও উপরকার পাড়ায় টুসু তুমি যেও না। উপর পাড়ায় সতীনের দেওয়া পান যেন ভুল করেও খেও না।

১৯. টুসুর ঘরের লাউলত্‌টি
ডগী টুঁইগল বাগালে
অ রে বাগ্‌লা ধরা যাবি
বড় রাজার মহালে।

১. কুল্‌হি অর্থে পথ কিন্তু অনুবাদে পাড়া করা হল। তাছাড়া ভিন্ন অর্থও করা যায়।

—টুসুর ঘরের কচি লাউডগা ভেঙেছে রাখাল ছেলে। ওরে রাখাল, তুই বড় রাজার অন্দর মহলে ধরা পড়বি।

২০. নদীধারে গাই কমলাইল
বাছুরের নাম হাসি
বাগাল ভাইকে কিন্তে দিব
সনায়-বাঁধা বাঁশি।

—নদীর ধারে গাই বিয়োয়, বাছুরের নাম রাখলাম হাসি। রাখাল ভাইকে কি দিই? তোকে সোনা বাঁধানো বাঁশি কিনে দেব।

২১. আমার টুসু লীল বুন্‌ছে
ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু
বাছ্যে বাছ্যে কইরব কামিন
দাঁত কাল কমর সরু।

—টুসু নীল বুনেছে, তার হালের ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু। বেছে বেছে সরু কোমরের মেয়ে মজুরদেরই কাজ করাব যাদের দাঁতে মিশি।

২২. মা গ আমি ফুল পাতাব
ফুলকে আমার কি দিব
বকুল তলায় হাট বসায়ে
ফুলকে ফুলাম তেল দিব।

—মা আমি ফুল পাতালে মিতিনকে কি দেব? বকুলতলায় হাট বসিয়ে তাকে সুগন্ধী তেল কিনে দেব।

২৩. আটি পাইড়লম পাটি পাইড়লম
বাপঘর যাবার তরে
গুণের ননদ কাঁইদতে লাগে
বাসক গাছের ডাল ধর‍্যে।

—কত পরিপাটিতে মাথা বাঁধলাম বাপের বাড়ি যেতে। এমন সময় গুণবতী ননদ কান্না জুড়লেন বাসক গাছের ডাল ধরে (কত না ছলে)।

দুই

১. চল টুসু চল জলকে যাব
রাণীগঞ্জের বড়তলা

ফিরবার বেলা দেখাই আইনব
কয়লাখাদের জল-তুলা।

২. আমার টুসু মান কর‍্যেছে
তমাল তলাতে
আন গ মিঠাই লে গ থালায়
চল যাব মান ভাঙ্গাতে।

৩. আমার টুসু মান কর‍্যেছে
মানে গেল সারারাইত
খুল টুসু মানের কবাট
আইসছে তুমার প্রাণনাথ।

৪. চাঁইবাসা যে গেছলে টুসু
মকদ্দমার কি হল্য
মকদ্দমায় ডিগরি হল্য
নীলমণি বাঁধায় গেল।

৫. ছট[১]বনের লতাপাতা গ
বড় বনের শালবাতা
কন[২] বনে হারালে টুসু
সনায়[৩]-বাঁধা লালছাতা।

৬. এক সড়পে দু সড়পে
তিন সড়পে লক[৪] চলে
আমদের টুসু এমনি চলে
বিন-বাসাতে[৫] গা লড়ে[৬]।

৭. চারচালা চণ্ডীমেলা
বাসকফুলের বিছানা
পাশ ফিরে শুইও না টুসু
ভাইঙবে গায়ের গহনা[৭]।

১. ছোট ২. কোন ৩. সোনায়
৪. লোক ৫. বাতাসে ৬. ক. ডলে (=দোলে)
৭. ক. ঝিঁঝির কাটো জল সামাল্য ভিজল টুসুর বিছানা

৮. অ রে ময়রা লে রে কাক্‌রা
দে রে চিনির পাগ[১] কর‍্যে
টুসু যাবেক্ শ্বশুরবাড়ী
আমরা দিব স্যাং[২] করে।

৯. মেদিনপুরে দেখ্যে আইলম
ডালায় ডালায় দুধবালা
আমার টুসুর নাইখ ছেল্যা
কাকে দিব দুধবালা।

১০. ই ঘর কাদা উ ঘর কাদা
লুহার পাটা বসাব
আমার টুসুর বেটা হলে
হাজার টাকা উড়াব।

১১. উপরে পাটা তলে পাটা
তায় বস্যেছে দারগা
অ দারগা সরাই দাঁড়াও
টুসু যাবেক্ চাঁইবাসা।

১২. উপর কুল্‌হির হড়হড়ানি
নামৃহকুল্‌হির ফেনা
অই ফেনাতে ভাস্যে গেল
টুসুর কানের সনা।

১৩. নামৃহপাড়া গেছ্‌লে টুসু
কার বা কত ধন আছে
কি বইলব ধনের কথা
বেপার কর‍্যে দিন যাছে[৩]।

১৪. কানাশ-গাঁয়ের টুসু তুমি
তালপালেতে[৪] কি কর
কে বা তুমার মাতাপিতা
কার বা তুমি আশ্‌ কর।

---

১. পাক ২. তৈরী
৩. ভাচা কুট্যে দম যাছে ৪. গ্রামনাম

১৫. সখের ঘটি সখের বাটি
সখের দিলি আল্‌পিনা
দেখ কেমন সখ করেছি
ছুয়ারগড়ায় কারখানা।

১৬. গাছ কাট্যেছি হাঁজা হাঁজা
তার ভিতরে মাঝা
আমার টুসু ছ-ছেল্যার মা
লকে[১] বলে বাঁঝা।

১৭. তিনটি টুসু জলকে গেলে
কন[২] টুসুটি ভাল গ
মইধের[৩] টুসু ছলকদারী
ইশারাতে ডালে গ[৪]।

১৮. বাড়ীনামুহয় লীল বুনিলম
লীলে গুঁটি ধরে না
ঘরে আছে ছট দেওর
লীল ধুতি বই পরে না।

১৯. গাঁকে আল্য সরু চিড়া
টাকা সের বই মিলে না
আমার টুসু রগড় লিল
দই চিড়া বই খাব না।

২০. কে বলে রে কে বলে রে
আমার টুসু কাল
বিষ্টুপুরের হলদ আন্যে
গা কইরব আল[৫]।

২১. জলে হেল জলে খেল
জলে তুমার কে আছে
মনেতে ভাবিয়ে দেখ
জলে শ্বশুরঘর আছে।

১. লোকে ২. কোন ৩. মধ্যের
৪. আঁখি ঠারে্য ডাকে ল ৫. আলো

২২. মেদনীপুরে দেখ্যে আইলম
তালগাছে বেল ধর্যেছে
চল রে বেল তুইলতে যাব
যার কমরে বল আছে।

২৩. কুলহিমুড়ায় ছানা কাঁদে
ই ছানাটি কার বটে
তুমারও নাই আমারও নাই
কার বা হারাধন বটে।

২৪. আল ধানের কাল পিঠা
ঝাটিকাঠে সিঝে না
কেনে জামাই হুলুক-ভুলুক
বিটি ছাড্যে দিব না।

২৫. বান আল্য[1] বরষা আইল
ডাক্যে আল্য চুলুকি
চুলকির ভিতর লেখা
নবীন প্রেমের উলুখি[2]।

২৬. আমার টুসুর একটি ছেল্যা
মানবাজারে শ্বশুরঘর
কলসীর উপর গরিয়া রাখ্যে
পালাই আল্য বাপের ঘর।

২৭. আলি বিটি ভাল করলি
আর ত ছাড্যে দিব না
কমর বাঁধ্যে লাইগব লিয়াই
জামাই বল্যে মা নব না।

২৮. গাঁকে আল্য গাঁকে আল্য
গা ঝিমঝিম্‌ মাথাদুখা
কাঁকুড় খায়ে কফ কর্যেছে
ডাক্তার আস্যে হাত দেখা।

১. এল ২. উক্তি

২৯. কাশীপুরের রাজা তুমি
নামটি তুমার নীলমণি
আঠারটি বেটা তুমার
আরই খুঁজ পাটরাণী।

৩০. কাল দেখ্যো নাই মলম জলে
জল হল্য মোর একগলা
কে আছ মোর গুণের বঁধু
ছাঁক্যে তুল এইবেলা[১]।

৩১. ডাকে আল্য কাল ছাতা
ধারে ধারে নাম লেখা
আজ ফিরে্য যাও কাল ছাতা
কাইল বল্যেছি এক কথা[২]।

৩২. মেদনীপুরের সরু চাদর[৩]
উড়ে গেলে ধইরব না
এমনি মনের বিচ্ছেদ আছে
প্রাণ গেলে রা কাঢ়ব না।

৩৩. উপর কুল্হি বাঁধ ভাঙেছে
নাম্হ কুল্হি জল আসে
অ কিয়াফুল বাইরাইঁ দেখ[৪]
জড়া[৫] কোকিল যায় ভাস্যে।

৩৪. নরসিংগড়ের পাকা ডিংলা
বউকে খাতে দিহ না
বউ হয়েঁছে ছেল্যার মা যে
বউকে কিছু বইল না।

---

১. ক. অ প্রাণনাথ ছাঁক্যে তুল / রং দেইখবার নয় বেলা।

২. ক. কাইলকে হবেক ম্ন-দেখা।

৩. ক. পুরুল্যার পুতনী-পকা অথবা মেদনীপুরের উর‍্যা-ডুর‍্যা

৪. ক. বাইরাও বাইরাও গাঁয়ের মঁড়ল ৫. জোড়া

৩৫. গাড়ী আল্য খাতা খাতা
গাড়োয়ান তর ঘর কুথা
আঁখি ঠারো্য বলো দিব
সজ্জা রাস্তা কইলকাতা।

৩৬. আমড়া আঁঠি দাঁতনকাঠি
ঘটিমাজা পাতকানি
আমরা ঘরের কুলকামিনী
আদালতের কি জানি।

৩৭. আদাবনের সাদা কাপড
কস্তাছালে গাবাব
অই কাপডটি পরো আস্যে
পাড়ার লককে ঝুবাব।

৩৮. আল ধানের ভাত র'াধ্যেছি
কচি ডিংলার তরকারি
আইস ছটকা ভোজন কর
বডকা গেছেন কাচারি।

৩৯. ই ছাঁচাতে উ ছাঁচাতে
খাটাব বনমালা
বনমালা শুকাই গেলে
নাই আল্য চিকণকালা।[১]

৪০. চল ল সঙ্গতি সবাই
বেলাই-চণ্ডীর হাট যাব
গায়ের গহনা বিক্যে দিয়ে
প্রেম ডুরিয়া শাড়ী লিব।

৪১. মেদনীপুরে দেখো আইলম
দালানে ধান পাক্যেছে
এমনি চাষা চাষ কর্যেছে
শিয়ালে ধান মাড়্যাছে।

১. ক. মামলা হবেক কবরেলা।

৪২. আছিয়া পাছিয়া কাগজি পাছিয়া
সকল পাছিয়া পর‍্যেছি
মনহরা শাড়ীর লাগ্যে
ডাকে চিঠি ছাড়্যেছি।

৪৩. এলাচ লবং পানের খিলি
জাঁতি-কাটা সুপারি
চিরক-কালের ভালবাসা
আজ কেনে মু ঘুরালি।

৪৪. লাউখাড়া বাইগনখাড়া
লাগাব ছাড়া ছাড়া
তুই ন কি রে ভাইয়ের শালা
গলায় দিব ফুলমালা।

৪৫. বাড়ী নামহয় রাহেড় বুইনলম
রাহেড় হল্য চমৎকার
কলের পুরুষ বিদেশ গেল
ভাগুর হল্য গলার হার।

৪৬. দখিন যাব বাচুই আইনব
উত্তর ঘরকে টানাব
মনে কর‍্য নাইমবে বাচুই
মড়কচায় আম ডাল দিব।

৪৭. কুথা হতে আলে তুমি
কুথা তোমার ঘরবাড়ী
গাছতলাতে দাঁড়াও টুকু
ডাল ভাঙ্গ্যে বাসাত[১] করি।

৪৮. মেদনীপুরে দেখ্যে আইলম
কাওয়াতে গাওনা করে
বাঁদরে খঞ্জরী বাজায়
ধুঁছু পেঁচায় নাচ করে।

---

১. বাতাস

৪৯. গাঁকে আল্যা সরু শাঁকা
বড় বউএর মু বাঁকা
হালের হালিয়া বিক দাদা
বড় বউকে দাও শাঁকা।

৫০. শিমলতলে সরু বালি
হারাল্য আঁচল খাড়ি
বড়কি[১] হল্য চ'খের বালি
ছুটকি হল্য তুলালি।

৫১. বড় ঘরের বড় কথা
ছুট ঘরে কেরকেটা
মাঝ ঘরে দেখ্যে আলম
পায়রা টগে নাম লেখা

৫২. পুই খাড়া লটিয়া খাড়া
লাগাব ছাড়া ছাড়া
উপরপাড়ায় দেখ্যে আলম
ঠেং-ভাঙ্গা বয়ার কাড়া।

৫৩. কুল্‌হিয়ে কুল্‌হিয়ে যাব
সন্না শাগ রু'চো খাব
যারই দে'খব লম্বা কঁচা
তারই সঙ্গে বাইরাব।

৫৪. ই গলিয়ে উ গলিয়ে
কন গলিয়ে সং পাব
যারই দে'খব মুচ্‌কি হাসি
তার সঙ্গে ফুল পাতাব

৫৫. অ রে অ রে কাল ছকরা
তুই ত পিরিত বাঢ়ালি
সগ্‌গের[২] চাঁদ মোর হাতে দিয়ে'
রাস্তায় বসাই কাঁদালি।

---

১. বড় বউ ২. স্বর্গের

৫৬. গাঁকে আল্য রেলি সাহেব
খাজনার বড় হুড়বড়ি
তাই ন শুন্যে গাঁয়ের মঁড়ল
বাড়ীবাটে গড়বড়ি।

৫৭. আমবাগানে জামবাগানে
কন বাগানে ফল ধরে
যে ফল খালে রোদের সময়
গা শোধন হেমাল করে।

৫৮. আমার টুসু মুড়ি ভাজে
চুড়ি ঝলমল করে ল
তদের টসু ছুঁচরা টসু
আঁচাল পাত্যো[1] মাগে ল।
(ছি ছি লাজ লাগে না)

৫৯. তদের ঘরকে বইসতে গেলি
বইস বল্যো কউ বইলল ;
তিতা দক্তা পানের খিলি
তউ তরাকে জুইটল না।

৬০. টসু দেইখতে আলি তরা
বইস ল তরা ছাঁচতলে
ডাবর ভরো মাড় রাখ্যেছি
খা ল তরা পেট ভর্যে।

৬১. আমদের ঘরকে বইসতে গেলে
বইসতে দিব শালপিঁড়া
খাতে দিব পাটরা কুঁড়া
মাইরব ল ঝাটার মুড়া।

৬২. আসলি তরা ভাল করলি
বইস ল তরা অইঠিনে

১: অন্যত্র 'পাতি'

বাড়ীর মশা ডাক্যে দিব
খাবেক তদের চাম টাস্তে।

৬৩. আম্‌দের ঘরকে বইসতে গেলে
বইসতে দিব ঢেইকশালে
পাট্‌রা কুঁড়া সাস্তে দিব
খাবি তরা পেট ভর্যে।

৬৪. তদের ঘরকে বইসতে গেলি
বইসতে দিলি শালকুচা
কুচার লে বাইরাল ছুঁচা
খাল্য টুসুর চইখগুটা।

৬৫. চাল ভাজা কলকলাই ভাজা
ময়রাঘরের ঘি-সানা
খাতে খাতে পাঠাইঁ দিব
বাঁকুড়ার জিহলখানা।

৬৬. এক ছেদামের গুলি সুতা
তেঁতুল গাছে খাটাব
তদের টসু মর্যে গেলে
জুতা সিলাই করাব।

৬৭. চাল উল্‌হালম্‌ রসে রসে
মুড়ি ভাজি রগড়ে
তদের টসু মর্যে গেল্যে
কাঠ চালাব শগড়ে।

৬৮. গান গাইতে আলি তরা
গানের নাইক আগ-গড়া[১]
আন ল তরা দুয়াত কলম
লিখ্যে দিব সাত জড়া[২]।

১. আগাগোড়া
২. জোড়া

৬৯. গাচ্‌র ভেড়া ভেবায় যেমন
কচি কচি ঘাস বিনে
তেমনি তরা ভেবাই মরিস্‌
মিলে নাই তদের গানে।

৭০. লাজ নাই ল চল্যে যা ল
কাজ নাই তর গীতেতে
কাঁচা হলদ বাঁট্যে বাঁট্যে
দিব ল তর হাড়েতে।

৭১. লাজ নাই ল পালাই যা ল
মর‍্যে যা ন গাড়াতে
বেঁজায় গুড়ন গুড়্যে দিব
কুড়্‌চি-গুড়া টাড়াতে।

৭২. আমদের কুল্‌হি সখের কুল্‌হি
সবার মুহে পানখিলি
তদের কুল্‌হি আঁজরা কুল্‌হি
সবার মুহে থুত্‌কুড়ি।

৭৩. তদের কুল্‌হি আঁজরা কুল্‌হি
সবার মুহে থুত্‌কুড়ি
আমদের কুল্‌হি সখের কুল্‌হি
তারে চলে রেলগাড়ী।

৭৪. একটি বঁখে দুটি গেঁদা
তদের গাঁ বই ফুটে না
তদের গাঁয়ের খালভরারা
অজলোভ[1] বই ত থাকে না।

৭৫. বড় বাঁধের বাঁধ ভাঙিল
আমড়া আঁঠি যায় ভাস্যে
তদের গাঁয়ের খালভরারা
কাগজি বল্যে খায় চুস্যে।

---

১. দুষ্কর্ম বা অপকর্ম

৭৬. বাড়ী নামুহর ভাল পাক্যেছে
খালভরাদের রাইভ-বাসা।
ভাল পাক্যে ভাল ফুরাই গেল
খালভরাদের কি দশা।

৭৭. চাকুল্যার নুং[১] আইনব টসু
ইষ্টিশেনে নামকাব
ইষ্টিশেনের বাবুগাকে
টসু বহা করাব।

৭৮. তেঁতুলতলায় কে রে দাঁড়ায়
ধুরুক-ধুসা[২] খালভরা
আয় রে তকে মালা দিব
পুরুল্যারই হল-করা।

৭৯. এক পইসার ফপরা মুড়ি
কুল্‌হি মুড়ায় ছড়াব
যারা যারা কুড়াই খাবেক
টাগ্যে আগ্যে লাচাব।

৮০. উপরপাড়ার ভাঙা পাল্‌খি
নামুহপাড়ায় সারাব
কুল্‌হিমুড়ার বাবুগাকে
পাল্‌খি বহা করাব।

৮১. সড়পে সড়পে যাব
মাঝ সড়পে দাঁড়াব
যারই দেইখব পাকা দাড়ি
ডেলা ডেলে পাবাব।

৮২. বড়ঘরের বউ ল তরা
বড়ঘরে কি কর
হাতে কুঁচি চুল্‌হাশালে
মুড়ি ভাজ্যে দিন গেল।

১. অন্য উপভাষায় 'লে' ২. ধুলোয় ধূসর

৮৩. ই বছরকার নাম্‌হি বরষা
রাঁঢ়ী-দুখী চাষ করে
ডিঙ্গর ডিঙ্গর খালভবারা
আইড় কাট্যে ঘুগী আড়ে।

৮৪. বাড়ীনাম্‌হয় বাঁকলি খেতে
ছ'টা ভুলুক কর‍্যেছে
দিন গেল ভাই রাইত গেল ভাই
সেহ ভুলুক বুজাতে।

৮৫. নাম্‌হপাড়ার চিটা মাটি
উপরপাড়ার লট্‌পটি
আমরা দুজন ঠেল্যে দিলে
পড়বি তরা মা-বিটি।

৮৬. অ টুসুর মা অ টুসুর মা
তর ঘরে কি তরকারি
বাড়ীর বাইগন ধদরা শুকা
বড় বাঁধের গুগলি।

৮৭. আমার টুসু সিনাই আল্য
পইরতে দিব কি
বাস্‌কায় আছে ঢাকই শাড়ী
খুল্যে আন্যে দি।

৮৮. তদের টুসু সিনাই আল্য
পইরতে দিবি কি
ঘরে আছে ছিঁড়া কাঁথা
উঠাইঁ আন্যে দি।

৮৯. ই মন্দির উ মন্দির
মাঝ মন্দির লিড়া
আমার টুসু দাঁড়াইঁ আছে
কাঠ-পুতুলের পারা।

৯০. ই মন্দির উ মন্দির
মাঝ মন্দির ফরা[১]
তদের টুসু দাড়াই আছে
শূয়র ঠেঙের পারা।

৯১. আয় লো সতীন বইস লো সতীন
খা লো সতীন পাখালভাত
অদা[২]ঘরে শুয়াই রাখো
ধরাই দিব সন্নিপাত।

৯২. আয় সে সতীন মাইরবি ন কি
তর কি আমি মাইর খাব
কালীক থানে খুঁটা গাড়্যে
তকে বলিদান দিব।

৯৩. আয় লো সতীন পাতা মিতিন্‌
দু সতীনে হাট চলি
তকে দিব রূপার পৈঁচা
আমি লিব পান খিলি।

৯৪. একশ টাকার ছলা[৩] ভিজা
সড়পধারে ছড়াব
সতীন মাগীর দেখা পালে
গঁড়রায়েঁ বুক ফাটাব।

৯৫. বাড়ীনামুহয় খীরই লদী
ভাস্যে আল্য কুচ্‌লা পাত
সেই পাতেতে লেখা আছে
সতীন মাগীর পান্তাভাত।

৯৬. বিষ্টুপুরের তিনটি মটর[৪]
করে গ আনাগনা[৫]

১. শূন্য ২. ক. সঁটা =ভিজে
৩. ছোলা ৪. মোটর ৫. আনাগোনা

ধারের মটর ধারেই গেল
মাঝুর মটর রাইতকানা।

৯৭. ডাঙুয়া[১] লকের অলমা ধুতি
জুতা বিনু থাকে না
ভাল কর‍্যে চলবি ডাঙুয়া
লকে[২] যেমন দুষে না।

৯৮. কাঁঠাল তলে চিড়কা রোদে
অই বাবুটি কে বটে
পায়ে আছে জরির জুতা
গায়ে চিক চাদর আছে।

৯৯. একবার বইললে দুবার বইললে
আর বইলতে ত পাইরবে না
আমি যদি ফিরাই বলি
কারও মুরাদ রাইখব না।

১০০. হাতী আল্য ঘড়া[৩] আল্য
সওয়ারিটি কই আল্য
রাজার বেটা বল্যেছিল
সই পাতাতে কই আল্য।

১০১. অ মা আমি কাপড় পইরব
বাছ্যে পইরব গোলপাড়িয়া
এমনি সাহেব কল কর‍্যেছে
সবার গলায় হল-করা।

১০২. ঘি দিয়েঁ ভাজিলম কাল্লা[৪]
তবু তিতা গেল না
কাল্লাফুলের লাগাল পালে
ধইরব জঁটে ছাইড়ব না।

১. অবিবাহিত ২. লোকে ৩. ঘোড়া

৪. ক. কাল্লা কাইটলম চাকা চাকা

১০৩, পুরুল্যারই পুতনি পকা[১]
উড়ে গেলে ধ'ইরব না
যার সঁগে মন ভালবাসা
প্রাণ গেলে ভাব ছা'ইড়ব না

১০৪. অ রামের মা অ রামের মা
রাম কেনে ধুলায় লুটা
বস্তর বিনু গাছের বাকল
তেল বিনু মাথায় জটা।

১০৫. মেদনীপুরে দেখ্যে আল্যম
কঠার উপর বাঘ বসা
অই বাঘে কি মানুষ খায় মা
দেখন বাঘের তামাসা।

১০৬. ই বন কাটি উ বন কাটি
কাটি বনের ধ্বজা
হলদবনে রাণী কাঁদে
নীলমণি যায় বাঁধা।

১০৭. এক মা'ইর সইলম দু মা'ইর সইলম
তিন মারে আর সইব না[২]
সাখী থাক ছট দেওর
তর ভাইয়ের ঘর ক'ইরব না।

১০৮. একশ টাকা দুশ টাকা
তিন শ টাকার আগবালা
আগ্‌বালাটি ভাঙ্গ্যে গেলে
থাকবে শুধু হাত লাড়া।

১০৯. আঁচিরে ধান পাঁচিরে ধান
ধান খাল্য হাঁসে
হাঁসবাগালে হাঁস ফিরায় নাই
কিম্বা কেতকীর বাসে।

১. পোকা ২. ক. তিন মারের মার সইব না

১১০. লাল ছাতাটি খুঁজতে গেলে
গায়ে লাগে বিছাতি
বাবুর বাঁধে জল নাইখ
টুসুধনকে ধুয়াতি।

১১১. লইতন পুখুরের আড়ায়
শাল উঢ়াটা কে বটে
বাইরাই দেখ রাইকেশরী
পাছে তুমার ভাই যাছে।

১১২. লইতন পুখুরের আড়ায়
ডিগ মারে পনা মাছে
ডিগ মাইর না প্রেমের পনা
আমার সঁগে লক আছে।

১১৩. অ রে অ রে ডিবার আগ
জ্বলবি রে তুই কতখন
পরের বেটা বংশীধারী
ঘুমে হল্য অচেতন।

১১৪. ই ঘর কাদা উ ঘর কাদা
বথাব লুহার পাটা
পাটার বস্যে পান চিবাব
খেলাব ভাইয়ের বেটা।

১১৫. ই চালের পুই সে চালের পুই
পুইয়ে মারে মেচড়ি
আর যাব নাই শ্বশুর ঘরকে
ধর্য্যে মারে শাশুড়া।

১১৬. ঝিঁগাফুলটি হলদবরণ
কাঁকুড়ফুলটি খরখস্যা
গোলাপ ফুলের বঁখে কাঁটা
কানে গুঁজলে যায় রুঁচা।

১১৭. ধরাপাড়া যেমন তেমন
গুঁড়িপাড়া পেম ধুক্তি

কুম্‌হার পাড়া যায়েঁ দেখ
চাকে আছে হাত ছুটি।

১১৮. সারা পোষমাস রইলে টুসু
মাকে খুঁজার করলে না
যাবার বেলা রগড় লিলে
মাকে ছাড্যে যাবে না।

১১৯. বাঁশগাছের বাঁশলি
ডগা টুঁইগ না
আমার প্রাণের টুসুধনকে
জলে দিহ না।

। তিন ।

১. নরসিংগড়ের একটি মিঠাই
ভাঙতে হল্য এক কাঁসা
ই মিঠাই কি দিবার বটে
সঙ্গতিদের[১] মন-রাখা ;
নরসিংগড়ের বাজার ভাল
গেঁদাফুলটি লাড্যে দিলে হয় আল[২]।

২. আঁধার ঘরে ছুঁচ গুল্যেছি
ভাশুর বল্যে জানি না
অ ভাশুর তর পায়ে পড়ি
পাড়াতে গোল কইর না ;
(ছি ছি লাজে মরি
আমরা হলে লিখিল গলায় দড়ি)।

৩. বাপে বলে ছাইড়ব ছাইড়ব
মায়ে বলে ছাইড়ব না
ভাইয়ে বলে ঝিউড়ি ছেল্যা
কাঁদায়ে পাঠাব না ;

১. সঙ্গীদের ২ আলো

(পিঠা ঘর ঘুরাছে
জামাই-ছানা ভুলুকে হুলুক দিছে[১])।

৪. বাপের ঘরে ছিলাম ভাল
কাঁখে গাগরা চালভাজা
শ্বশুর ঘরের বড় জ্বালা
লক বুঝাতেই যায় বেলা;
(শ্বশুর ঘর যাব না
শ্বশুর ঘরের গঞ্জনায় প্রাণ বাঁচে না)।

৫. বাপের ঘরে কাপড় দিল
ধারে ধারে ধাদকি ফুল
শ্বশুর ঘরের লকে বলে
গেল বউয়ের জাতিকুল ;
(বাপের ঘরকে যাব
বরং দু-বহিনে সতীন হব)।

৬. মাছ কা˙টলম চাকা চাকা
মাছের কাঁটা সিঝে না
ভাসুর হয়ে জিগির করে
ই জীবন আর রা˙খব না ;
ইবার ছা˙ড়ব চিঠি
খালভরারা আন্যেছে পরের বিটি।)

৭. ভদের পাড়ায় দেখ্যে আলম
দু-বহিনে জটাজটি
এমন বাপে ছুচুক-চরা[২]
এক জামাইকে দু-বিটি ;
(বিদাই নাই হব
বরং পণটাকা ঘুরাই দিব)।

৮. বড় বাঁধের রুই-পহনা
তেঁতুলের দাম ছ-আনা

১. ক. জামাই-ছেল্যা হলুক-ভুলুক করিছে। ২. ছুচ্যা

কি দিয়ে রাঁইধব ছটুকা
বাড়ীর বাইগন সব কানা,
(আর ভাবিস্ না
ঘরে আছে বতুলে মদ টাঁগনা)।

৯. বড় বাঁধকে রাইতে গেলে
জলে দেখি শুকতারা
ধইরব ধইরব মনে করি
ধরা যায় না শুকতারা ;
(বনের পালই-চরা
ডালে বস্যে ইঁগিত মারে থালভরা)।

১০. অ ললিতে চাব্‌কি লে ল
কাল বিড়াল কার বটে
উনানপালে বস্যে আছে
কাঁচা দুধের সর খাতে ;
(বিড়াল বাঁইধ জোতে
সকাল হলে তলাস লিব কার বটে)।

১১. আল্‌তি পাতে চাঁছি-ছেনা
কলাপাতে দইসানা
সকল মঁড়ল খায়ে গেল
ছট মঁড়ল আল্য না ;
(অ দই ফুরাই গেল
ছট মঁড়ল ঠুন্‌কে ঠুন্‌কে ঘর গেল)।

১২. টুসু দেখতে আলি তরা
ধরলি ল চালের বাতা
চালে আছে দুধিয়া খরিশ
খাবেক ল তদের মাথা ;
(তরা সরাই দাঁড়া
তদের দিগে ছাইড়ব ল বয়ার কাড়া।)

টুসু গানের রং

এক[১]

১. টুকুন ভাব কর
চাই না কড়ি মুহে রা কাঢ়।[২]

২. কাঠের কপাট ভুলুকে[৩] ভালি
তুই আসব বলি কই আলি।[৪]

৩. তুই ঘুরবি ল আমার কিরা
ডালিম রসে ভিজাব চিড়া।

৪. অ বিলাতি তকেই টক করি
আমরা মুসাবনীর হাট করি।

৫. ছট দেওর বড় মন-ভুলা
মূলা কাটব ল কুলা কুলা।

৬. তুই ভাবছু কি ল ফুলমণি
কাজ খুলেছে টাটা কুম্পানি।

৭. আমরা সিনাব না গা ধুব
তবু তুমার গামছা ভিজাব।

৮. তুই ভুলালি ল ভুলালি
চিনি বলি গুড়ের চা দিলি।

৯. হেলকা-ধুলা লাইগল বাতাসে
তুমি রইলে বঁধু বিদেশে।

১০. তকে কে দিল ল নীলশাড়ী
চিংড়ি মাছে ছিলাল[৫] দাড়ি।

১১. ভাইঙল লিঘা পইড়ল চাক ছুটি
তদের রইল মনের ঘুটুঘুটি।

১২. প্রেমপিরিতি ইশারার গুণে
তকে রাখব রে চইখের কুণে।

১. ধলভূঁইয়া ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় ২. অর্থ ; শুধু একটুখানি ভালোবাসা থাকুক। কড়ি নয় মুখের কথাটুকুই যথেষ্ট।

৩. ছিদ্রে ৪. অর্থ : কাঠের কপাটের ফাঁকে চেয়ে থাকি। তুমি আসবে বলেও এলে না। ৫. নাড়া দিল

১৩. তুই ভালছু কি আড়ে আড়ে
জানা হলে দিব তর ঘাড়ে।[১]

১৪. তুই ডাকছু যে ল আয় বলি
কিয়ালাটায় যাব কি করি।

১৫. অ তর মিটিক মারা ছাড়াব
সরু চইখে ডুরি লাগাব।

১৬ যাব না হে যাতেও দিব না
আমি ধরব গলায় ছাডব না।

১৭. তুই আধাদিনে ছাড়লি সই
ভাব করি ভাব বাখতে পারলি কই।

১৮. অ হে বঁধু
কল্‌কা-শিমলের ফুলে নাই মধু।

১৯. একই নজরে
তকে চিনব চিনব মন করে।

২০. যাব না হে যাতেও দিব না
আমি ধরব গলায় ছাড়ব না।

২১. তকে জানলি অরে থালভরা
তর পিরিতে এমনই ফরা।

২২. কাত্‌লামাছের পাতলা তরকারি
তকে ভুলতে যে ল নাই পারি।

১৩. কিয়াফুলের মচা
আমার টুসু সংসারের ভালবাসা।

১৪. তুই দাঁড়া ন সঁগে যাব
একখিলি পান দুজনে খাব।

২৫. তুই বকছু কি কটর কটর
তর দুয়ারে চালাব মটর।

২৬. বাইরা ন রে দুলদুলি
তকে দেখলে দিব কুলকুলি।

২৭. আমি ছুঁই না ছাঁচার খড় বলি
আমার মনটি পালি কি করি।

১. ক. মন যাছে ত আয় পেছা ধরে।

২৮. তুই একটা গীতে চুপ দিলি
ছটা গীতে মাথায় হাত দিলি।

২৯. তর গীতে নাই আগ্‌-গড়া
লে লিবি ত টাকায় দু-জড়া।

৩০. আমি তর গীতে কি আশ্‌ করি
বাড়ী নাম্‌হয় গীতের চাষ করি।

৩১, তর পানে হে ভালব না
ভালব যদি মিটিক মারব না।

৩২. অ পানের খিলি
অত রাইতে কার গালে ছিলি।

৩৩. তদের ডুম্‌কা গালে
চিড়া ঢেঁকি কুটব ল তালে তালে।

৩৪. জাড়াগাছে টাড়া লাগাব
তদের পেছু-লাগা ছাড়াব।

৩৫. তদের শুদাই চাটি
তদের ঘরে নাইখ লে পাথর-বাটি।

৩৬. তদের টাটা যাওয়া ছাড়াব
ডাক-গাড়ীয়ে কুলুপ লাগাব।

৩৭. তর কথা রে পাঁজরায় গাঁথা
যেমন ডাঁড়কা মাছের-হার-গাঁথা।

৩৮. পক্‌রা পক্‌রা পক্‌রা বাইগনে
তদের মনের কথা কে জানে।

৩৯. জইড়গাছের ফাঁকে
ঘুগুচু-পাঁড়ুচু পাইখ ডাকে।

৪০. তদের পাড়া যাব না ল সই
তদের ডেমরা চইখে কাজল কই।

৪১. মকর পরবে
তদের গুঁড়ি কুটি দেই মরদে।

৪২. মকর পরবে
তদের পা পড়ে নাই গরবে।

তুই[১]

১. একটা নাকে দুটা নাকছাবি
তুই থাইকবি ন বাইরাইঁ[২] যাবি
২. কাল ছঁড়া মাদল বাজাছে
সে ত আগাছে আর পেছাছে।
৩. আঙুলে আঙুলেই ভাব ছিল
সে-হেন পুরুষেই দাগা দিল।
৪. বরং তালগাছে টাঙাই হব
বুঢ়ার সঁগে সাঁগা নাই হব[৩]।
৫. ভরতি নদীর তলে জল যাছে
তদের ভিতর মনে খল আছে।
৬. তকে ঘর যাতে বাঘে খাছে
উঠছে বেলা লালেই দেখাছে।
৭. সিনাই লে লে গুবায়[৪] জল আছে
তকে দেইখলে লে অকাই পাছে।
৮. তরা যতই সাজা
তদের টুসুর চইখদুটা পিঁয়াজভাজা।
৯. লাইগব লিয়াই[৫] লারবি ছাড়াতে
আমার অনেক দিনের রাগ আছে।
১০. লাগবি লিয়াই[৫] আয় ছুটে্য
লিয়াইয়া ফুল ফুটে্যছে গাছে :
১১. লিয়াই লাগে্য যাবি বল কুথায়
তকে বাঁইধব হে দুবিলতায়।
১২. তুঁই ভাইলছিস কি আড়ে আড়ে
মন যাছে ত আয় পেছা ধরে্য।

১. মানভুঁইয়া ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় যদিও (মানভূম-ধলভূম) ও মালভুঁই ভূমি-এর চলন। ২. কুল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া।

৩. বরং আত্মহত্যা করব তালগাছে ঝুলেই, তবু বুড়ো বরকে বিবাহ মেনে নেব না কোনোমতেই। ৪. ক. গাড়িয়ায় ৫. ঝগড়া.

১৩ আমি নাই জানি বির[১]-জ্বালা
জানাই দিল ডাঙুয়া[২] খালভরা।

১৪. ভাই ভাল ত ভাজে গাইল দিছে
যেমন ঝাঁঝড়া-থাড়ায় জ্বাল দিছে।

১৫. তরা উড়াইঁ দিলি জনার খই
ভালবাসা রাইখতে পারলি কই।

১৬. কাঁকড়িশোলের মাকড়ি বনাই দে
আমি পাইরব নাই পেলাইঁ দে।

১৭. আমরা বাছ্যেই লিব কাল্লাফুল
গাঁইঠের টাকা খুল মামু-শ্বশুর।

১৮. তকে পান দিলটা কে বটে
ভাইয়ের শালা সাঁগাতেই বটে।

১৯. খেজুর গাছে মেজুর[৩] বস্যেছে
তুঁই খেদিস্ না মধু খাছে।

২০. জামাই দৌড়বে হে রিটিপিটি
বাদাড় ভাঙ্গ্যে পালাইল বিটি।

২১. তুঁই যাছিস্ ল হড়বড়াই
ঠেস্ খালে লে যাবি গড়বড়াইঁ।

২২. তুঁই যাছিস্ কি ঝমর্ ঝমর্[৪]
এড়িস্থাইঁ পালে ভাইঙব তর কমর।

২৩. ডুবকাডিহির জুসনা[৫] ডুবালি
তুঁই আইসব বল্যে কই আলি।

২৪. ছেল্যা পেলাইঁ দিব ছাঁচতলে
দেখি ছেল্যা কাকে বাপ বলে।

২৫. অ তুঁই ভালছিস্ কি লুকুর-পুকুর
লেলাইঁ দিব বিলাতি কুকুর।

১. বিরহ ২. অবিবাহিত ৩. মজুর
৪. ক. ধমর ধমর ৫. জ্যোৎস্না

২৬. তুঁই যাছিস্ কি ভাল্যে ভাল্যে
ছেল্যা হলে দিব তর কলে[1] ।

২৭. কলকচ[2] খালভরার ঘরে
তুঁই ঘর কর্যে খাস কি কর্যে ।

২৮. কাই যাছ বাবুর কাকা
পায়ে জুতা ছাতায় নাম লেখা ।

২৯. তরা খাবি যদি দাঁত পাজা
আজ আমাদের শল্লা শাগ ভাজা ।

৩০. অ ভালবাসা
তর আগদাঁতে ভমর-বসা ।

৩১. ভক লাগ্যেছে
হাঁড়িয়া হাঁড়ী ডুম্‌কা পিঠায় ডাক দিছে ।

৩২. ঘর ঘুর্যে যা পিঁদাড়ে কেনে
তর ভাব করা সবাই জানে ।

৩৩. তুঁই বলিস্ না মিছা কথা
ফুট্যেই যাবেক্ ডেম্‌রা চইখদুটা ।

৩৪. তুঁই যা বল্যেছিস্ তাই ভাল
আর বলিস্ না গ জল্যে গেল ।

৩৫. তর গা জ্বালা থামাই দিব
কাঁচা হলদ ভেলা তেল দিব ।

৩৬. দেখ বুঝ্যে দেখ মিছা নাই বলি
আমি তর তরে পাগল হলি ।

৩৭. তর ভাব বুঝি হে মন বুঝি
তর পিরিতে হব না রাজী ।

৩৮. তুঁই আইসবি টুকুন সাঁইঝ তলে
কুলহি মুড়ার গুলাচ গাছ তলে ।

৩৯. চইখের চাহনি মুহের ভাব রাখি
আমি একবেলা বাইরাই দেখি ।

---

১. কোলে ২. ক, খরখপ

৪০. তুঁই দাঁড়া ন রে বড়তলে
গুদিয়াই আসি ঘরে কি বলে।

৪১. তুই হাস্যে দিলি কি দোষে
তর দাঁতে কি সুরই লাগ্যেছে।

৪২. যেমন পুত্‌লাবনের টিকুটিকি[1]
ঢেলকা-ঝাঁকা রইল পিরিতি

৪৩. শিক্ শিক্ শিক্
উআদের টুসুটাকে সবাই দিবি ভিখ্।

৪৪. ভাঁড়্ ভাঁড়্ ভাঁড়্
উআদের টুসুটাকে সবাই দিবি মাড়।

৪৫. দিদি তর কাপড়ের পাইড় ভাল
আলি বল্যে তাউ দেখা হইল।

৪৬. আমরা হেঁদুলজুড়ির লক বটি
দে ছাড়্যে দে ডুব দিয়েঁ উঠি।

৪৭. আমদের যোগমহনী গাছ আছে
ডাকি না ল তাউ আসে।

৪৮. তকে ভুলাইল ল ভুলাইল
শাগ বল্যে ল পাল্হা খাওয়াইল।

৪৯. তরা গেলি ল কুল্হি কুল্হি
বুঢ়ামুহে জড়া পানখিলি।

৫০. তুঁই বুঝলি না রে চইখ-ঠারা
কইরব কত হাতের ইশারা।

৫১. তুঁই দাঁড়ালি অনেক ধুরে
নাম জানি নাই ডাইকব কি কর্যে।

৫২. দিদি কার কপালে কি আছে
বুঢ়া বরে মচে তা দিছে।

৫৩. হামকে ছাড়্যে যাইস্ কুথা
ভাবের ছুঁচ্-সুতা।

---

১. ক. তর ভাবের গাছে হস্তকী

৫৪. আম পাড়্যে দে আম খাব
খা ইটি পাড়্যে দে গাছতলে শুব।

৫৫. ভাব ক ইরব না ল হেংলাকে
ক ইরব কলম-ধরাকে।

৫৬. ননদ যাছ গ শ্বশুরবাড়ী
টুকুন দাঁড়াও দণ্ডবৎ করি।

৫৭. লে বিলাতি টক কর‍্যে খাবি
তরা ঘর ছাড়্যে বাইরাই যাবি।

৫৮. গাগরা কাঁখে
আমার-টুসু চলছে ল ঝাঁপে ঝাঁপে।

৫৯. আমার মন হল্য আটুপাটু
কোন কাম্হারে বনা ইল চাটু।

৬০. আমি রা কাড়ি নাই লক-বাদী
মুহে হাসি চ ইখে ভাব রাখি।

৬১. কি দিলি রে পান পাতে
মন করে নাই ঘর ঘুর‍্যে যাতে।

৬২. সত্‌ কর‍্যেছি একগলা জলে
তকে ছা ইড়ব নাই ল সং পালে।

৬৩. তু ইঁ পালা ল শিয়াল যাছে
আগুই শিয়াল পেছুই লক আছে।

৬৪. যাবি যদি আয় তরা
উঠল বেলা বাইরাল খরা।

৬৫. তরা না বুঝ্যে গ না সুঝ্যে
মাথায় লিলে গেঁদাফুল গু ইঁজে।

৬৬. চাল বটে না ভাত বটে
তদের পিরিত আধা রা ইত বটে।

৬৭. অ রে কাল ভমরা
সিনাই লে রে গা হবেক্ গরা।

৬৮. তু ইঁ বাইরা ল বাড়ীর বাটে
প্রেম গেঁদাফুল দিব তর হাতে।

তিন

(ব্যক্তিকবি : টুসুগীতের রং[১])

কৃষ্ণচন্দ্র রাউল

১. এখন চিনবে কেনে
বনে বনে ধেনু চরা নাই মনে।

২. অ রে বসন চরা[২]
লাজে মরি বসন ফেলে দে ত্বরা।

৩. মরমের সখি
ডুবব না ডুবতে আছে বাকি।

বিষ্ণুপদ দাশ

১. তর কিরা ল তকেই কম করি
আমি ঘরের কাজে ভুল করি।

২. মদ খালি ত মদ খালি
গাড়ু কেনে গলায় বাঁধলি।

৩. তর নামে আমার নামে
লিখ্যে দিব কালি কলমে।

৪. ডুবলে বেলা মাছি আঁধারে
তুই আসবি আমার সং ধর্যে।

৫. পিরিতি আছে বল কতধুরে
আমি যাব হে ঘুর্যে ফির্যে।

বিপিনবিহারী মুখী

১. ভাব করা তুই শিখালি
সাদা গায়ে কাদা মাখালি।

২. তর মনে ধন আছে কি
মনের কথা খুল্যে বল দেখি।

৩. মিঠা কথায় লেঠা লাগালি
সাদা গায়ে কাদা দিয়ে আধাদিনে কাঁদালি।

---

১. পরিচয়ে বলা হয়েছে যে ব্যক্তিকবির অধিকাংশ রচনাই কিছুটা কৃত্রিম এবং আড়ষ্ট। তাই এখানে শুধু অল্প কয়েকটি টুসু পদের রং দেওয়া হল যেগুলি ভণিতাহীন পদের মতই সাধারণ্য স্বীকৃতিতে গৃহীত হয়ে থাকে।

২. চোরা

দাতারাম জানা

১. কাপড় কিনতে জান না
বঁধু রাত কানা না দিন কানা
২. তা না-না-না কানা থালভরা
কাপড় কিনলি রে মাকুচরা।
৩. দেখ ধনীকে ভেল্‌কি লাগ্যেছে
অ যে একরকমেই ভাল্যেছে।

অন্যান্য কবি :

১. এমন বল্যো নাই জানি
আমি তর পিরিতে হার মানি।[১]
২. পিরিত কর্যে কি পালি
মিঠা কথায় মন মন মজায়্যে সকল আমার ভিতালি।[২]
৩. ভাব কর্যো লে ভাবনা ধরালে
তরা সাতে-পাঁচে ডুবালে।[৩]
৪. পুরুষ নারী দুই যাদুকরী
কারও দোষ দিহ না নাম ধরি।[৪]
৫. মনের আগুন দ্বিগুণে জ্বলে[৫]
আমার শ্যাম বঁধুকে কে লিলে।
৬. মাইরি সজনি
আমি আন্‌জনাকে নাই জানি।

ঝুমুর

টুসু-ভাদু-ছো ইত্যাদি কয়েকটি গান ছাড়া ঝাড়খণ্ডের গানের অন্য অংশটি ঝুমুরবাচ্য। অনেক সময় দাঁড় বা পাতাগীতকে দাঁড়-ঝুমুর বা পাতা ঝুমুর বলেও আখ্যা দেওয়া হয়। তবে এইগুলিকে বাদ দিয়েও এখানকার গানের আর একটি পর্যায় থাকে সুরধর্মের বিশিষ্টতায় যা একটু স্বতন্ত্র শ্রেণীর। 'ঝুমুর' সেগুলিই। ঝুমুর সম্পূর্ণ ও নিটোল পদ। তবে ঝুমুর-রং সংক্ষিপ্ত।

১ তারাচাঁদ দাস. ২. ভূষণচন্দ্র সিং
৩. অতীন্দ্রনাথ রায় ৪. খগেন্দ্রনাথ মাহাত
৫. ললিতকিশোর মাহাত

এক

(রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ও অন্য পৌরাণিক প্রসঙ্গে সাধারণ ঝুমুর)

১. দেখ ত নিলজকে
ঘিরেই আছে পথকে
দিব না দিব না আমি পরের দখলকে।
মানা কর তর খলকে
(যেন) নাই ধরে আঁচলকে

গাগরা মোর ছলকে
ঝুমকা মোর ঝলকে
যাব না যাব না আমি অই যমুনার জলকে
হাড়িরাম তুই ছুট্যে চল
সেই কদমের তলকে
হেরবি হেরবি যদি
সেই নীলকমলকে।

২. কুঞ্জবনে বাজে বাঁশি নাম ধরে মোর
কি করো বাইরাব রাইত হল্য দুপহর।
ঘরের বাদী ননদিনী বাইরের বাদী পর
যমুনা ঘাটের বাদী শ্যাম নটবর।
দুয়ারী দাসে বলে না করিহ শোর[১]
চুপোচাপে চল্যে যাব ভেইটব নাগর।

৩. শুন হে বিনন্দ রাজ
মনেতে না কর লাজ
শ্যাম নাগর বলিয়ে ডাকিব
দাও ন তুমার বাঁশিটি বাজাব।
যদি হে না দিবে বাঁশি
একলা রহিব বসি
ডাকিলে ত আর না আসিব।

১. গোলমাল

অযোধ্যিরামে ভণে
ঝুমুরি বনাই মনে
সাধ ছিল চরণে থাকিব।
৪. ই যগী[১] কেনে রইল দুয়ারে দাঁড়াই
নবীন যুবক যগী দেইখবি যদি আয়।
হাত বাঁকা পায় বাঁকা
চলিতে চরণ বাঁকা
ই যগীর ধূলোমাখা গায়
ভস্মমাখা গায়।
অযোধ্যিরামে গায়
ই যগীকে চিন্‌হা দায়
যগী নয় ই বটে শ্যামরায়।
৫. দূতি গ হামর ঘরে চর[২] সাঁদাইছিল।
চরের নাম নীলমণি
ভাঁড় ভাঙ্গ্যে খাল্য ননী
দহিটাকে সাপটাই মারিল।
চরের নাম কালসনা[৩]
নিত্তুই করে আনাগনা[৪]
ভাবের ঘরে সব লুট্যে লিল।
দ্বিজ গদাধরে বলে
জন্ম সাঁতালেক চরে
চিন্‌হাপ চরে দুখিনী সাজাইল।
৬. শুন রে গপাল[৫] আমার কিরা।
মন্দ বলিছে লকে[৬]
দুহাতে বাঁধিব তকে
সবকাই বলিছে ননীচরা[৭]।
সংগতির গতি ছাড়া

১. যোগী ২. চোর ৩. কালোসোনা ৪. আনাগোনা
৫. গোপাল ৬. লোকে ৭. ননীচোরা

কেনে যাইস্ তুই গোপীন্‌পাড়া
অধম সুবল শুনেই দিশাহারা।

৭. পাড়ার লক ঘুমাল্য
কবাট লাগাল্য
মন্দিরে সামাল্য কে যে চর।

চর চর ব-ইল না

বেঁজায় শোর কইর না
চর নহে রসিক নাগর।
সে যদি চর হত্য
ঘটি বাটি সকল লিত
লুটি লিত নাকের বেশর।

৮. সারা নিশি বসে রইলম
কদম্বতলায় গ
কমলিনী, ধনী তোমারই আশায়।
শিশির বাতাস বহে অঙ্গ ভিজে তায়
সাড়া নাই, ধনী
কত ডাকে কত ইশারায়।
যে জ্বালা দিয়েছ কালা
সে জ্বালা আর দিহ না
নিদারুণে, অ বাদ সাধালে আমায়।
ভুলা নাহি যায়,
অ শেল পাসুরা না যায়।

দুই

(নাচনী ঝুমুর)

১. যাইতে যমুনার জলে
দেখা হয় কদম্বতলে
কলসী ডুবাতে দেয় নাই ঘাটে
মাইরি সই রে, বল্যে দাও না কে বটে।

যে দিগেই আমরা যাই
সে দিগেই হাত বাড়ায়
পালাতে নাই পারি আমরা ছুট্যে।
শাশুড়ী ননদের ঘরে
মিছা কথায় সত্যি করে
উটা বড় লম্পট্যাই বটে।
সিনা ছুতারে বলে
সন্ধ্যাবেলা কাজ কি জলে
পাছে শেষে সে কলঙ্কই উঠে।

২. প্রথম পিরিতি কালে
আকাশের চাঁদ হাতে দিলে
পিরিতি শিখায়ে এখন কাঁদালে
বড় প্রাণে দাগা দিলে।
উঠায়ে তরুর ডালে
ছেদন করিলে মূলে
বল বঁধু আগে কি বল্যেছিলে।
পুরুষ ভমরা জাতি
বড় রে কুটিলা মতি
অগম দরিয়ায় বঁধু ভাসালে।

৩. প্রথম পিরিতির কালে
মনে নাই কি বল্যেছিলে
ভুইলব না আর কনোকালে
ভুলিলে হে আজ,
তুমার ভালবাসায় কাজ কি
ফিরে যাও হে দাগাবাজ।
জড়া যায় না এ ভাঙা মন
কেনে কর জ্বালাতন
শুইনব না আর মধুর বচন
মন হল্য নারাজ।
বাজে আসি এমন প্রেমে
বাজে আসি এমন জনে

ক'রব না প্রেম তুমার সনে
তুমার নাই বঁধু লাজ।
চুপি চুপি অ'র আ'স না
মুচ্'কি হাসি আর হা'স্য না—
বিপিন বলে পালঙ্কেতে
ব'স না রসরাজ।

৪. লাল শালুকের ফুল ফুটে আধারা'তে
যার সঁগে যার ভাব বঁধু
মরিলে না টুটে
বঁধু, এত রা'ত কিসে।
মেঘ আঁধার রাতি বিজুলি চমকে
এমন সঙ্কটের পথে আইলে কি মতে
বঁধু এত রা'ত কিসে।
আ'স আ'স আ'স বঁধু ব'স পালঙ্খেতে
পা ধুয়াব নয়নজলে পুঁছাইব কেশে
বঁধু এত রা'ত কিসে।

৫. জলকে যাবার বেলা
বাঁধের ঘাটে দেখা
কুল্হির মুড়ায় দাঁড়াও বঁধু বল্‌ব মনের কথা।
ছাতাপুখুর জল শুকাল্য
কমলপাতা শুকা
আজ ব'লবে কা'ল ব'লবে চ'লছে মন রাখা।
অনন্ত বাউলে বলে
শুন বঁধু সজা
দিনা দুদিন সবুর কর চলছে ঘঁষা-মাজা।

৬. বায়না ছিল ডুরিয়া শাড়ী
ফুল-কাটা জাকিট চুড়ি
কই দিলে হে মাথার জালি

পাউডার আর হিমানী
মিছাই তুমার ফুটানী।
লাগতে নাই পাইটা ডাগর জানি তুমায় জানি।
শিশিরে কি চিড়া ভিজে
ফাঁকা কথায় মন কি মজে
চিনি তুমায় চিনি।

৭. শ্যাম পিরিতির এমন লেঠা
যেমন সেঁয়াকুলের কাঁটা
ছাড়ালে না ছাড়ে সেটা
বুঝি কোন গুণ জানে ;
সখি, এমন বল্যে কে জানে
শ্যামপিরিতে কাঁদতে হয় প্রাণে।

৮. বাজে আসি
অই বুঢ়াটার ঘরকে ত বাজে আসি।
অই বুঢ়াটার গা'টা সাদা
পায়ে বাজা মাথায় জটা
মাথার উপর কালীনাগ
ফণা তুল্যে ফরকে।
অই বুঢ়াটার দুটা বেটা
ছ'টা হাত আর দুটা মাথা
শিঙার রবে রইতে নারি
যায় শ্মশান-কুড়কে।
বুড়াটা যায় ষাঁড়ের পিঠে
ভূতগিলা যায় পিছে পিছে
হাতে ছড়ি পাকা দাড়ি
ডরাই দিগম্বরকে।
অই বুঢ়াটার দুটা বিটি
লক্ষ্মী আর সরস্বতী
তারা জনমদুখের দুখী
যায় না শ্বশুরঘরকে।

দীন বনমালী বলে
ধুতরার ফুল কানে ঝুলে
বাবা আমার কি দেখিয়ে
দিল গাঁজাখোরকে।

তিন

(নাচনীনাচের প্রহেলিকাজাতীয় ঝুমুর)

এক বৃক্ষ দুই মূল
তিন কলি চাইর ফুল
কহ সভাজন
কন কৃষ্ণের উলূক বাহন ?
যুবতীর হয় মাসে মাসে
পুরুষের হয় কন দিবসে
চাঁদ ত সবার মামা
চাঁদের মামা কে ?
বার বচ্ছর জল নাই তের বচ্ছর শুকা
তিন পণ্ডিতে তেল মাখ্যেছে সিনান কইরবে কুথা ?
মাতার জনম নাই সঙ্গে লাতিপুতি
পিতার জনম নাই কিসেতে উৎপত্তি !
আদি অন্ত জানি না ভাই
ভারতে আছে লেখা
চামু কয় অ পণ্ডিত
কর‍্যে দাও এর মীমাংসা।

চার

(নাচনী ঝুমুরের রং)

১. করবরী গাছে
দুটি ফুল ফুট্যে আছে
লাড় না চাড় না বঁধু তুমারি আছে।

২. চইলতে চইলতে পড়্যে গেলি নয়ানজুলিতে ;
বাঁকা শ্যাম পারলি নাইরে বাঁচাতে
ঝিঁগাফুল চিড়্‌কানি রোদে।

৩. ঝিরিঝিরি বইছে নদী
দুধারেতে কাত্তা খায়,
ভালবাসা ভুলা হল্য দায়
(বল কি হবে উপায়)।

৪. বদ্দিনাথের নুনিয়া জলে আমার পুরুষ মর্যোছে
শাঁকা পইরব না শাঁকারী[১] পামর
কড়ি ফেরত দে।

৫. কি ফুল পর্যোছিস্ ল তুঁই
সুগন্ধ দিছে ;
টুকু প্রেম কর্যে লে ঝিঁগাফুল রসিকের কাছে।

৬. আড়াইমন চিনি ঢাইলম
গাছের গড়াতে[২]
ফুল গ তিতা ফল গ তিতা স্বভাব দোষেতে।

৭. আমি একলা মায়ের ঝি
গরব কইরব বই ত কি
ডালে উঠ্যে মুড়ি খাব তদের গেল কি !

৮. তদের ঘরে চটির বাসা আমরা দেখ্যেছি ;
তকে ডরাই কি গ ডরাই কি
বলি নাই বইলব বই ত কি !

৯. দুয়ারগড়ায় আমড়াগাছটি
ধুরকে[৩] ছাড়া যায় না
কন বায়েনে রং ভুল্যেছ ঘরেতে মন রয় না।

১০. সন্ধাবেলা জলকে গেলে জড়া[৪] শিয়াল ছলকে
কেমনে যাব জলকে
হাত দুটি নাড়্যে দিলে যুগল চুড়ি ঝলকে।

১. শাঁখারী ২. গোড়াতে ৩. দূরকে ৪. জোড়া

১১. প্রেমনদীর তুফান ভারি
কালায় ডঙ্গা চালাছে ;
ডিঙ্গর ডঙ্গরী বঁধু ভাবের ঘাটে
ভাল ফিকির জানে সজনী ফাঁদে ফেলাতে।

১২. খুল্ খুল্ বাতাস বহে গুলাচ বাগানে
অমন কে জানে ভাই কে জানে
মনমহিনী বস্যে আছে গাঁজার দোকানে।

১৩. দুদিন কেবল হুলুক-ভুলুক
রাইতে ঘুমাস্ নাই
ঝকুমারাতে পিরিত কর্যেছিস
এখন দেখা দিছিস্ নাই।

১৪. পলাশবনে পড়ে থাকি তলাশ কর না
ভাবের মরম তুমি কনই জান না
প্রেমের মরম তুমি কিছুই বুঝ না।

১৫. ছামডা তলে দেখ্যে আলম
কনিয়ার মাথায় ছারপকা[১] ;
বেহা কইরব না হে অ কাকা
ফিরাই দিতে বল পণটাকা।

১৬. বঁধুর সঙ্গে ভাব কর্যে
অঙ্গ গেল জরি
সখী বল না উপায় কি করি।

১৭. ধনী জইডতলে বসে
চইখ গেল ভাস্যে
লম্পট্যা শ্যাম বাজার গেছে
কতখনে আসে।

১৮. সুজনে কুজনে
তুই বুঝ্যে পিরিত করবি
রসগল্লা বল্যে ধনী গুড়ের মিঠাই কিনবি।

১. ছারপোকা

পাঁচ

(নাচনী ঝুমুরের প্রহেলিকাজাতীয় রং)

১. চারকুন্না পুখুরটি
চাইরকুণে চাইর মাচা
অগ্নিকুণে চাঁচে দেখ কন ফুলটি কাঁচা ;
আমায় বলো দে
ই দেশে পণ্ডিত আছ কে !

২. সবাই বটে বাপের বেটা
মায়ের বেটা কে
মায়ের বেটা ভগীরথ গঙ্গা আন্যেছে ।

ছো-গীত

ছো-নাচের পদগুলি নাচের প্রারম্ভিক গান। চৈত্র সংক্রান্তির গাজনোৎসবের আগের রাতে ছো-নাচের প্রথম আসর। গান দিয়ে নাচের ভূমিকা। বিষয়-বস্তু কিছু পদে পুরাণ প্রসঙ্গ, অধিকাংশ গানে প্রেম এবং কয়েকটিতে বিড়ম্বিত বধূজীবনের যন্ত্রণা। স্বভাবতই ব্যথার একটি বাষ্পঘনিমা শেষোক্ত পর্যায়ের গানগুলিকে ছুঁয়ে। প্রকাশে মণ্ডনকলা কোথাও নেই। সব কথা ও ব্যথা নিতান্ত সরল রেখায় আঁকা।

১. যমুনার ধারে ধারে
তুখিলতার বন
যেমন রাধার বাঁকা সিঁতা
তেমন শ্যামের মন।

—যমুনার ধারে ধারে তুখিলতার বন। রাধার সিঁথি যেমন বাঁকা, শ্যামের মন তেমনই কুটিল।

২. মাথা বাঁধ্যে দে গ মাসী
সিঁন্দুর পরাই দে
শ্বশুর ঘরের খালভরারা
লেগতে আস্যেছে।

—ও মাসী চুল বেঁধে দাও পরিপাটি করে, সিঁদুরও পরিয়ে দাও। শ্বশুর ঘরের নাছোড়বান্দারা নিতে এল।

৩. আষাঢ় শেরাবন মাসে
মুরুণপাতে জল
শ্বশুরঘরের লক দেখিলে
চ ইখে পড়ে জল।

—আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে পদ্মপাতায় জল টলমল করে। শ্বশুরঘরের লোক দেখলে ছলছল করে চোখ।

৪. শ্বশুরঘর লে পালাইঁ আলি
বনে লুকালি
গামছাপাড়িয়া টসর শাড়ি
ঘামে ভিজালি।

—শ্বশুরঘর থেকে পালিয়ে বনের আড়ালে এসে দাঁড়ালে। তোমার গামছা-পাড় তসরশাড়ি ঘামে ভিজল।

৫. বাঁধের আড়ায় বা ইজল বাঁশি
শুনতে পায়েঁছি
আর বা ইজ না প্রেমের বাঁশি
শ্বশুরঘর যাছি।

—বাঁধের পাড়ে তোমাব বাঁশির শব্দ বেজে উঠল শুনতে পাই। মন-কাড়া বাঁশি এবার থামাও। ঘর ছেড়ে আমায় চলে যেতে হচ্ছে শ্বশুরঘর।

৬. ভাব কর‍্যে শ্যাম চল‍্যে গেলে
বল‍্যে গেলে নাই
প্রেমের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ
নিভাই গেলে নাই।

—প্রেম করেও বিচ্ছেদ দিলে বিনা ভূমিকায়। বিরহের আগুন দ্বিগুণ দহন দেয়, সান্ত্বনা দিলে না।

৭. মাঠে মাঠে গঁইঠা কুঢ়া
সে বরং ভাল
শ্বশুরঘরের হাঁড়ি মাজ‍্যে
গা হল‍্য কাল।

—মাঠে মাঠে ঘুঁটে কুড়ান বরং সুখের। শ্বশুর ঘরের হাঁড়ি মেজে অঙ্গ কালি হল।

৮. আমতলাতে কে গ তুমি

জামতলাতে কে

বিধুমুখে ঘাম ঝরে গ

উরমাল ধরাই দে।

—আমগাছের জামগাছের তলায় কে তুমি দাঁড়িয়ে? তার সারা চাঁদবদন বেয়ে ঘাম ঝরে। ওরে তোরা তাকে মুখ মুছতে রুমাল ধরিয়ে দে।

৯. বনে ফুটে বন-তিলা ফুল

বন করে আল

বিটিছানার মিছাই জনম

পরের ঘর আল।

—বনের তিলফুল সবার আড়ালে বন আলো করে। মেয়ে জন্ম বৃথাই, সে শুধু পরের ঘর আলো করে।

১০. ঘরের জল গ বাইরে ফেলাই

জল আ নব বই ত কি

চুয়াশালে নারল আছে

হাই সব বই ত কি।

— ঘরের জল বাইরে ফেলে নোতুন করে জল আমি আনবই। কুয়োতলায় নাগর দাঁড়িয়ে, আমি আপন মনে হাসবই।

১১. শিশুকালে খেলেছিলাম

একগলা জলে

সে-সব কথা মনে পড়ে

তোমায় দেখিলে।

—ছোটবেলায় একসঙ্গে কত সাঁতার কেটেছি। (আজ তুমি দূরে সরে গেছ) তোমায় দেখলে সেইসব পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে যায়।

১২. টাজর-চুল্যা লম্বা কঁচা

কুলহি কুলহি যায়

দেখি শ্যামের বিবেচনা

কার ঘরে সামায়।

—তার কোঁকড়াচুল, লম্বা কোঁচা, পথে পথে চলেছে। শ্যামের কাণ্ডজ্ঞান দেখি কার ঘরে ঢোকে।

১৩. কুল্‌হি কুল্‌হি আইসবে বঁধু
বইসবে বারুণে
তামুক খাবার ছলনা করো
হেরবে নয়নে।

—পথে পথে এসে বেড়ার খুঁটিতে বোস। ছলনা কোর তামাক খাবার, বাসনা কিন্তু চোখে দেখার।

১৪. আঁধারিয়ে ধান শুকায়ে
জুস্‌নায় ঘাঁটি ধান
মাথা বাঁধ্যে দে গ মাসী
যদি ফিরে শ্যাম।

—আঁধারে ধান শুকাই, জ্যোৎস্নায় মেলি। ও মাসী চুল বেঁধে দাও সুন্দর করে। হয়ত শ্যাম ফিরে আসবে। (নিহিতার্থ—একবার কৃষ্ণপক্ষ একবার শুক্লপক্ষ বৃথায় যায় প্রতীক্ষায়। তবু আশ্বাসে দিন কাটে বাসকসজ্জিকার)।

১৫. চিংড়ি মাছের ভিতর করা
তায় ঢাল্যেছি ঘি
নিজের হাতে ভাব ছাড়্যেছি
ভাবলে হবেক্‌ কি।

—চিংড়ি মাছেব ভিতর ফাঁকা। তাতে ঘি ঢেলেছি সব জেনেই। তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নিজেই, এখন ভাবনা অকারণ।

১৬ টসরশাড়ি খসর মসর
ডুরিয়া শাড়ি ল পইরব
চল গেঁদাফুল বাইরাঁই যাব
ঘরে কত ল থাইকব।

তসরশাড়ির শব্দ ওঠে খসখস, ইচ্ছে হয় ডুরে শাড়ি পরি। সই, চল কুলের বাঁধন ঘুচাই, ঘরে এমন কতকাল থাকব?

১৭. শিমল গাছের ধ্বজে রে ভাই
চটা পাইখের বাসা
কন বাধায় ছাড়াঁই দিল
গায়ের গামছা।

—শিমুলগাছের মাথায় চড়ুই পাখির বাসা। কোন বন্ধু গায়ের গামছা ছাড়িয়ে নিল।

১৮. কাঁঠাল পাকা সরু চিঁড়া
কাকে খাওয়ালে
যার সনে তর ভালবাসা
তাকেই ভুলালে।

—কাঁঠালপাকা সরু চিঁড়ে কাকে খাওয়ালে। যার সঙ্গে তোমার প্রেম চিরদিনের, জানি না কেন তাকেই ভুললে।

২

১. ভিতরগালে পানসুপারি
আগদাঁতে মিশি[১]
তর কিরা তর ভায়ের কিরা
দেখলে ল পায় হাসি।

২. গুনগুনায়ে আইসলে ভমর
বইসলে কন ফুলে
লইতন[২] ডালিম ফুল ফুটাছে
বইসবে এইবারে।

৩. মেদনিপুরের আয়না-চিরুণ
বাঁকুড়ার ফিতা
যতন করো বাঁধলি মাথা
তাউ বাঁকা সিঁতা।

৪. ধন গেলে জীবন গেলে
তাউ ত ভাবি নাই
গুণের বঁধু চল্যে গেলে
বল্যে গেলে নাই।

৫. পেছাপাড়িয়া রাজকুমারী
গলায় চন্দ্রহার
দিনে দিনে বাড়ছে তুমার
চুলেরই বাহার।

---

১. মিশি ২. নুতন

৬. কাল জলে কুচলা তলে
ডুইবল সনাতন
আজ সারা না কাইল সারা না
পাই যে দরশন।

৭. সাঁঝের বেলা কুলহি-বুলা
ঘামে সরবর
এমন বল্যে কে জানে ভাই
সামনে শ্বশুরঘর।

৮. সনার আঁচির সনার পাঁচির
সনার বাসঘর
বাসঘরে চাবি দিয়ে
যাছি বাপের ঘর।

৯. নদীধারের চাষে বঁধু
মিছাই কর আশ
ঝিরিহিরি বাঁকা নদী
বইছে বারমাস।

১০. নদীধারে শাগ বুন্যেছি
জলে ঝিরিহিরি
কচি শাগে ফুল ধর্যেছে
ভাই ভাবো মরি।

১১. সরু চিড়া মাদাল পাকা
দিলি ন দেওরকে
তর কিরা তর ভায়ের কিরা
আমি বলি নাই যে।

১২. ভুখিলতার বন গো সখী
ভুখিলতার বন
নাকছাবিতে লাইগল কালি
ঘুচাবি কখন।

১৩. শিমল ফুলের মধু রে ভাই
পড়ে করাকর

সারানিশি জাগ্যে রইলম
কই আল্য নাগর।

১৪. ভাব ত জান না বঁধু
প্রেম ত জান না
কন[1] ফুলেতে কত মধু
তাউ ত জান না।

১৫. অ কিয়াফুল[2] অ কিয়াফুল[2]
তুমার মাথায় কি
দেখছিস্ নাই রে খালভরারা
সিঁদুর পরেঁ্যছি।

১৬. জাঁতি-কাটা সুপারি রে ভাই
কাঁইচি-কাটা পান
বাজাতে নাই পারবি বায়েন
তর গুরুকে আন।

১৭. বাঁরি কানালী রে বঁধু
বাঁরি কানালী
ভাল কর্যে বাজা বায়েন
নাচুয়া আনাড়ী।

১৮. কলি কলি ফুল ফুট্যেছে
নীল কাল সাদা
কন ফুলেতে কৃষ্ণ আছেন
কন ফুলে রাধা।

১৯. কে কে যাবে কাঠ কুড়াতে
কে কে যাবে বন
বন যাওয়া ল মিছা কথা
ভুঁড়ুরু খাবার মন।

২০. গামছা-বাঁধা দই হে বাবু
গামছা-বাঁধা দই
কাইল খায়েঁছ ঘিয়ের মিঠাই
পয়সা দিলে কই।

---

১. কোন 	২. মেয়ের প্রতি পাতানো সম্বোধনে

২১. বাবু বাবু চাঁকাইঁ বুলিস্
বাবু নাইখ ঘরে
আম্‌দের বাবু ঘুমাই আছে
খাইটখুরা ধরে্য।[১]

২২. জলের ভিতর ফুলের কলি
লতায় লতায় পাতা।
যার শরীরে ভাব নাই ভাই
প্রেমের উদয় কুথা।

২৩. আল ধানের মাড় গ দিদি
পুনকা শাগের ঝোল
উচিত কথা বইলতে গেলে
লাগে গণ্ডগোল।

'মঙ্গলজাত' বা 'জাত'-গান

'মঙ্গলজাত' বা 'জাত'-গান মনসামঙ্গল ও শীতলামঙ্গলের ধ্রুবপদ। এদের মধ্যে ভক্তিমূলক ও পৌরাণিক অংশটুকু ছেড়ে দিলে যা থাকে সেগুলি আকারে হ্রস্ব ও সংখ্যায় স্বল্প হলেও চিত্রে দীপ্ত। ভাবে ও ভাষায় এরাও এখানকার আঞ্চলিক সাহিত্যের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি।

১. ঝিঁগা তুলবি ন বনাবি
ঘরে ঘরে
লিয়াই লাগাবি।[২]

২. কত দৌড়ব দৌড়ব গ
জনার গাজাড়ে[৩]
ঘুম হয় নাই মশার কামড়ে।

৩. ভদের হলদবরণ গরা গা
যাকে যাকে ঘুম পায়েঁছে
ঘরে ঘুমা যা।

---

১. কথান্তর; 'ফুলমালা পরে্য'

২. পদটিকে 'পাতা' বা দাঁড়গীতেও চালানো হয়। ৩. ঝোপে

৪. বনে পাইকল পিয়াল
যত ছানার গণ্ডগোলে
পালাইল শিয়াল।
৫. বেণী টানিয়ে বাঁধ্যেছি নটবর
কই আলে
কালিয়া নাগর।
৬. মাসী দৌড়বি গ দৌড়বি গ
কাওয়ায় জনার খাছে
বাড়ীবাটে খেদতে গেলে
পিঁদাড়বাটে যাছে।
৭. বেহাই যাছ হে
বাসিয়াম খায়েঁ যাও
কেঁদকুঁড়া মরীচ গুঁড়া
গাঁইঠে বাঁধ্যে লাও।
৮. গুহি বাবলার ফুল
তুঁই কানে দুলালি
মন দিয়ে মন কাড়্যে লিলি
শ্যামকে[১] ভুলালি।
৯. যত ছানা যুক্তি কর্‌্যে
তাল কুড়াতে যায়
মশা কামড়াইল কামড়াইল রে
গরবিনীর গায়।
১০. জামাই ভাত খায়েঁ যাও, ভাত খায়েঁ যাও
লইতন তরকারি
শিলভাজা নড়া পুড়া
জাঁতার চড়চড়ি।
১১. ঘরে ভাত নাই ভাত নাই
শাগ তুলতে গেছে

১. ক. হামকে

বাড়ীএ আছে শঁল্লা মুড়া
গাঁড়র লাগ্যে গেছে।

১২. অসময়ে অই বনে
কে বাজায় বাঁশী
কুল রয় রবে যায় যাবে
শুনে-আসি।

১৩. মাকে আইনতে যাব রে
খীরই নদীর কূল
হাতে দিব হাত-বালা
চরণে দিব ফুল।

১৪. কাল কোকিলা রে
এত রাইতে কেনে ডাক দিলি
আমার নিমৃহেছিল মনের আগুন
কেনে বা জাগালি।

বাগাল গীত

বাগাল গীত নির্জন বন ও মাঠে রাখালের গান। এ গানের কোনো কোনোটিকে ঘিরে জড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গতার সুর ও সুরভি।

১. উপর দিগে ভাল্যে দেখ
কত রংয়ের বেলা যাছে চল্যে
খাল্য কি নাই খালা বঁধু অম্নেই গেল।

২. মাছ পড়া[1] পাখাল ভাত
বাগাল বাবুর তরে
সইত্য কর্যে বইলবি বাগাল গোঠ কত ধুরে;
অ ভাই বল সখী
পথের মাঝে কাইনছে বিদেশী।

---

১. পোড়া

৩. বাগাল্যা রে বাগাল্যা
গোঠ গেল বহুত ধূর
শাড়ীর ভরে চইলতে নারি মাথায় তুল্যো ধর ;
বাগাল পাইর কর্‌্যো দে
দারুন ত কাঠের বোঝা মাথায় তুল্যো দে।

৪. আজ ফিরে যাও হে বঁধু
কাইল ফির্‌্যো যাও
কারো সঙ্গে ভাব কইর না আমার মাথা খাও।

কাঠিনাচের গান

বাঁশ নাই বাঁশলি নাই
তরল বাঁশের ধ্বজা
বিনা ফুঁকে বাজে বাঁশী
বলে রাধা রাধা।

বানরনাচের গান

১. আঘণ[১]-কুটা ছাঁটা চাল
ফাগুন মাসে বিহা
চইত[২] মাসে বাউ[৩] পইড়ল
নাই হল্যা বিহা।

২. গগ্‌লি কুড়াতে গেলি
বনগাড়িয়া
বনের লে বাইরাল
চাপ দাড়িয়া।

৩. রাঙ্গা রাঙ্গা খেজাড়ি[৪]
কাকড়চাং পিঠা
ঝঁট ঝঁট বিদাই দে
আমার ঘর কাইরাকচা[৫]।

---

১. অগ্রহায়ণ ২. চৈত্র ৩. বায়ু ৪. খেজাড়ি অর্থে মুড়ি, কিন্তু রাঙ্গা খেজাড়ি অর্থে পোড়ামুড়ি অথবা "গুড়-মাখানো মুড়কি" ৫. স্থান নাম।

বিবাহ গীত

কয়েকটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত হলেও বিবাহ-গীত সংখ্যায় লঘু নয়। আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও এই গানের কোনো কোনো অংশ প্রাণের ছোঁয়ায় সজীব।

নিমন্ত্রণ :

কেনে গ ডাকিছ কেনে গ হাঁকিছ
শুনিয়ে ত ডর ডর লাগে ;
না ন গ ভয় কর, না ন গ ডর কর
আজ বালার বিঁহার লগন।
(বিটি যে বাড়ি যায় গাছ পরমাণ[১]
বাবার আঁখি নিদ নাহি আসে)

হলুদবাঁটা :

১. শিলাই নদীর শিল মা গ
কাঁসাই নদীর লড়া
ছেঁচিলে না ছেঁচা যায়, বাঁটিলে না বাঁটা যায়
কঠিন বাণিয়ার হলদ।

২ রাইপুরের টাঁইড়ে মা গ রাইপুরের টাঁইড়ে
হলদ বড় রসে
সেহ হলদ বাঁটিতে, সেহ হলদ ঘঁষিতে
রং বড় চড়ে।

৩. হলদ বাঁটনীকে ঘাম না লাগে গ
বাইরাও গ বরের মা সনার বিঁচনী লিয়ে
বাঁটনীকে বিঁচিয়ে তুলিব।

হলুদমাখা :

১. খরখস্যা মাগীএ দড়কচ্যা বাঁট্যেছে
মাখ ধনী দড়কচ্যা হলদ।

২. কঠাঘরের দুয়ারে মা কিসের বাতি জ্বলে
সাধের বালা হলদ মাখে
ঘিয়ের বাতি জ্বলে।

১. মেয়ে গাছ-প্রমাণ বেড়ে ওঠে।

৩. ঝুল্‌হি ঝুল্‌হি ঝুলতে
লকে বলে আভড়া
হলদ মাখ মাখ হে
আজ যাওয়াব আভড়া নাম।

৪. পাহাড় উপরে কুচারের শবদ
সেই ঠিনে চন্দনের বন
চন্দনের তলে ধনীর[১] জনম গ
মাখ ধনী আভড়া হলদ।

স্নান

পুখুর কুড়ালে বালা ঘাট বাঁধালে হে
চা ইরকুণে জাহি-জুহী ফুল
এক কুণে লাল জবা ফুল ;
আঁচলে তুল বালা খঁপাএ পর গ
কা ইল যাবে শশুরালি দেশ।

বরযাত্রা

ই পারে আমের বাগান, সে পারে জামের বাগান
তার মাঝে খীরই নদীর বান
কাটি-ছিঁড়ি দিহ বাবা খীরই নদীর বান
আমি যাব রানী দরশন।

বর-বরণ :

১. কন দিগের লে আলে গ ঠাকুরের পুতা
ফুল লডে[২] বসয়ে, ধনীর লডে বসয়ে ;
আ ইস বাবু ব ইস ছামড়াতলে
আজ ধনীকে বিহা দিব।

২. এক হাতে খিলের জাঁতি, আর এক হাতে মহনবাঁশি
প্রভু আলেন নিজেই বিভা ঘর
উঠ গ সুন্দরী বস গ সুন্দরী
প্রভু আলেন নিজেই বিভা হতে।

১. ছেলের ক্ষেত্রে 'বাবু'
২. জোড়ে

কন্যাদান :

১. বোলতলের উঁচা পিড়া
ঘিয়ে ঝরাঝর
তাতে বস্যে বাপে-খুড়ায় করেন কন্যাদান।

২. কন্যাদান যে কর বাবা
চইখে পড়ে লোর
আন রে গায়ের গামছা মুছাইতে লোর।

বিদায়-গীত :

১. আল্য রাবণ রাজা দুয়ারে দাঁড়াইল্য
কি ভিক্ষা দিব পরভু পাতের কুড়িয়ায় আছি
লিহ পরভু হাতের সিরি মুদী :
সিরি মুদি দিতে দিতে
টানিয়ে চাপালেন রথে
সেহ রথ উড়িল শূন্যপানে।

২. যাহার পায়রা সেত লিয়ে যাছে :
বাপ ত ভাবিছে মাএ ত কাঁদিছে
যাহার পায়রা সেত লিয়ে যাছে।

তিরস্কার :

(নাপিতকে)

১. আল্‌তা কুথায় পালি নাপিত
আল্‌তা কুথায় পালি
বহিন বন্ধক দিয়ে নাপিত
আল্‌তা লিঁয়ে আলি।
(নাপিতকে বাঁধ রে ছামড়া খুঁটায়)

২. এক দশান তেলে নাপিত
ভুলিয়ে রহিল
চাঁদের মত বউ নাপিত
চরে[১] লিয়ে গেল।

৩. তুঁই যে রে বলিস্ নাপিত
আমার বড় জাত

১. চোরে

আঙ্গুল কাটে৷ রকত লিলি
নাপিত বজ্জাৎ।

৪. তুঁই যে রে বলিস্ নাপিত
ঝারিয়ে জল খাঁইস
যায়েঁ ভিলি দেখো আলিম
গাড়ুয়ে জল খাঁইস।

৫. তুঁই যে রে বলিস্ নাপিত
আঁচির-পাঁচির ঘর
আঁচির-পাঁচির মিছা কথা
শিয়ালচড়ায় ঘর।

তাঁতিকে (কাঁকণ বাঁধার সময়)

১. এক নাটাই সুতা তাঁতি
তাঁতে খিয়ালি
বউকে বন্ধক দিয়েঁ তাঁতি
সুতা লিয়েঁ আলি।

২. কুথার লে আলি তাঁতি
কুথা রে তর[১] ঘর
উত্তর দক্ষিণ পুবব পশ্চিম
তাঁতগড়ায় ঘর।

(কন্যাব বাবাকে)

আলু চাকা চাকা ন রে
আলু চাকা চাকা
কনিয়ার বাপ টাকার বড়ি রঁাকা।

(কন্যার মাকে)

আঁচির পাঁচির ঘর মা গ
তউ না আঁইটল
ঝিঁগা-কাল্লার মতন করি ধনীকে বিঁইকল।

১. তোর

(বরের বাবাকে)

১. এই গাঁয়ের কুলহি কুলহি
কিসের ধুলা উড়ে
বরের বাপ মুসলমান
ভেড়া বেপার করে।

২. কাল কাল বাইগনের
শিরে শিরে কাঁটা
পালখি যদি নাই আনবি
জনম দিব ঝাঁটা[১]।

(বরকে)

১. শুহালের টাড়া বলি
শুহালেরই টাড়া
কি দেখ্যে বর করলি জেঠা
যেমন বয়ার কাড়া।

২. বর বর বলি বরের
আসনতলে ঘর
আসক্যা পিঠা খায়েঁ বরের
সারারাইত জ্বর।

৩. তকে যে রে দেখ্যেছিলি
শূয়র বাগালী
শূয়র-টুয়র ছাড়্যে বরা
বর সাজ্যে আলি।

৪. বরবাবু বস্যে আছে
কলা বেঙের পারা
উপর দিগে ভালো গইনছে
আকাশের তারা।

৫. আলু চাকা চাকা ন রে
আলু চাকা চাকা
তর বাপের ভাই নাই
কাকে বইলবি কাকা।

১. খোঁটা

৬. কুল্‌হি কুল্‌হি আলি কাল্‌না
ছঁড়া ছকরা
দুয়ারে দাঁড়ালি যখন বুঢ়া চক্‌রা।
(লেই যা তর ঢাক ঢোল
লেই যা তর বুঢ়া
নাই দিব ফুলসর[১] কনিয়া)।

(বরের ভাইকে)

বর আইনবে বইরাত আইনবে
বরের ভাইকে আইনবে না
বরের ভাই-এর বাঁকা সিতা
আমরাদিগকে সয় না।

(বউকে)

১. কুল্‌হিমুড়ায় বকুল গাছটি
পড়ে ডুভা ডুভা
কি দেখো বউ করলি দাদা
গাল ভুবা ভুবা।

২. ছামুড়াব পাতগিলা
বাজেই ঝুনু ঝুনু
কি দেখো বউ করলি দাদা
কাঁদে ঘুনু ঘুনু।

৩. কুল্‌হি কুল্‌হি আলি কান্নী
কুল্‌হি-হারা হলি
বড় বড় বাখুল দেখো
চঁটুরে সামালি।

৪. এক পইসার জিরুল ফুল
চালেই শুকালা
বড় বড় বাখুল দেখো
(বউ-এর) ছাতি শুকালা।

১. ফুল সদৃশী অথবা ফুলেশ্বরী

৫. আড়ে-উড়ে আলি বউ
টাঁইড়ে দাঁড়ালি
চেলাকাঠে মাইর খায়েঁ
সরাই দাঁড়ালি।

৬. অ-ছাঁটা চালের ভাত
কুখির তরকারি
খাবলাই যে খালি ধনী
কত ভখে ছিলি।

(অন্যান্যকে)

১. চেং মাছ চেং মাছ
চেং মাছ চেং
তুঁই যে রে বস্যে আছিস্‌
বাদাড় ধারের বেঙ।

২. সীম ফলে ধঁকা ধঁকা
বাইগন ফলে গটা[১]
কনিয়ার কাকায় বরের বাপে
লাগাইল্য রে লেঠা।

৩. তকে বইসতে দিব অ রে বাবু
ছিঁড়া চাকড়া
দাঁড়াই আছিস্‌ যেমন বয়ার কাড়া।

৪. আম চেঁকা তেঁতুল চেঁকা
বহনই[২]শালা বড় নেকা।

ছেলেভুলানো গান ও ছড়া

ছেলেভুলানো গান ও ছড়ায় মাতৃমনের স্নেহ নবনীকোমল দেহ নিয়েছে। শুধু শব্দবাদ্য ও ছন্দদোলই নয় বৎসল-ভাবনার সুষ্ঠু বিকাশে এগুলি সুন্দর। বিশুদ্ধ আনন্দে নির্মল।

১. এত রাইতে
কার ছেল্যা কাঁদে

১. গোটা ২. ভগিনীপতি

ঘুগুচু-পাঁড়ুচু পাখি ডাকে।
২. ভেলের ভেলের মাছ বেসাতি
বাসাতে নিয়ে গেল
খালা পড়াটি।
৩. ধন ধন ধন
যাইও না রে বন
ঘরে বস্যে বনাই দিব
রতন সিংহাসন।
৪. আয় রে বাছা
ঘরকে আয়
দুধ সানা মুড়ি মাছিয়ে খায়।
৫. আস্‌না পাতের ধাস্‌না
থালায় থালায় মদ বরষে
ছিলে কানের সণা।
৬. ঘোল মহি ঘিরধার
কলাপাতে দই
সকল ছেল্যা[1] ঘরে আলা
আমার যাদু কই।
৭. ধন-ধনিকা কদমলিকা
বাড়ীয়ে ফুলের বন
ই ধন যার ঘরে নাই
তার কিসের জীবন।
৮. চালের কুমড়া ন রে
চালের কুমড়া
ই ধন যে দেখতে নারে
তার মুহে ঝুমড়া।
৯. ধন ধন ধন
লেটিয়া খাড়ার বন
যে ধনকে দেখতে নারে
পুড়ুক তাদের মন।

---

১. ক, ছানা.

১০. কাওয়া করে কা কা
কোকিল করে কু
একবার ডাক দে কুকড়ি খেকড়ে-চু।

কপিলাগীত

কপিলাগীত গো-বন্দনার গান। কৃষ্ণ অমাবস্যার কালোপর্দা কাঁপিয়ে মাঝরাতে তাল পড়ে মাদলে, জমাট নিশুতিকে খানখান করে গ্রামের পথে পথে ছড়িয়ে পড়ে সমবেত কণ্ঠের অইরা-গীত বা আভীর গান। ভাষা প্রাচীন। তাই স্থানবিশেষে অর্থ-উদ্ধার কষ্টসাধ্য। তবুও বক্তব্য যেহেতু অকপট, তাই সারল্যগুণে সবই স্বভাববোধ্য।

এক

১. খুঁজা খুঁজিতে আইল॰ পূজা পুজিতে আইল॰
গলাবাবু[১] ঘর কতিধুর
বসিতে দেইত ভালা ঝাঙ্গাঝরি মাচিলা
খাইতে দেয়ত গুয়াপান।
অইরা[২]কা ঘরে ভালা তুলসী কা পিঁড়া হো
উপরে ত উড়ে রাজার হাঁস।

কিছু পাওনা চাইতে এলাম, পুজো দিতে এলাম। মনিবের ঘর আর কত দূর? কত সাজের মাচিতে বসতে দেয়, পান সুপুরি দেয় খেতে। সেই গোপের ঘরে তুলসীর মঞ্চ, উপরে রাজা হাঁস উড়ে।

২. কইসে ত দেখি ভালা মাচি[৩]রে মাচিলা[৪]
কই সে ত দেখি গুয়াপান
নাই যে দেখি অইরা তিতা রে তামাখু
নাই শুনি মুহের জবান।

মাচি না মাচ্‌লা কিছুই তো দেখতে পাই না। পান-সুপুরি নিয়ে কেই বা কোথায়? একটু তেতো গুড়-তামাকও কেউ দেয় না। কোথাও কারো মুখের রা শুনি না।

৩. সবুদিন ত আসে ভালা ভাট ভিখারী যে
আজ ত মাগে দশভাই
দশভাইকে দিলে কভু জলে নাহি পড়য়ে
যুগে যুগে নাম রহি যায়।

---

১. < গোপালক ২. < আভীর ৩. < মঞ্চ ৪. ঐ

সবদিন ত ভাট ভিখারী চাইতে আসে, আজ আমরা দশজনে মাগি। দশভাইকে দিলে তা বৃথা যায় না। বরং নাম থেকে যায় যুগ যুগ।

৪. চিড়া যে কুটে অইরা ধামাসা রে ধুমুসা
মানুষা কা সাড়া নাহি পাই
কত বা নাচব কত বা ভেজব
আঙ্গিনা ত ধূলা উড়ি যায়।
কাহি বাবু হলুকে কাহি বাবু ভুলুকে
কাহে বাবু টাটিকুপে ঠাড়
নাই যদি আঁটয়ে নাই যদি জুটয়ে
চলি যাব দুসর দুয়ার।

অইরার (গোপপতির) ভিতর ঘরে ওই তো চিঁড়ে কোটার ধুমুস ধামাস শব্দ, কিন্তু জন-মানুষের সাড়া নেই। কতক্ষণ নাচব? আর কতক্ষণ লাফ-ঝাঁপ দিই? আঙ্গন ধুলোয় ধুলোময় হল।

বাবু কেন আড়ালে লুকিয়ে থেকে উঁকি ঝুঁকি দাও? কেন কপাটের পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে? যদি না কুলোয়, যদি না জোটে তবে (সোজা বলে দাও) অন্যের দুয়ারে চলে যাই।

৫. জাগ মা সরসতী জাগ মা ভগবতী
জাগে ত অমাবসা রাইত১
জাগে কা পতিফল দেবে মা লছমী
পাঁচ পুত্তর দশধেনু গাই।

মা সরস্বতী জাগো, হে ভগবতী তুমি জাগো। অমাবস্যা রাত জেগে উঠুক। মা লক্ষ্মী এই জাগরণের প্রতিদান দেবেন। ঘর ভরে উঠবে ধনে-পুত্রে (মূল অর্থে—পাঁচ পুত্রে এবং দশ দুগ্ধবতী সবৎসা গাভীতে)।

৬. রিমিঝিমি রিমিঝিমি পানিয়া বরষে যে বাবু হো
দুয়ারে ত পড়ি গেল কাঁইয়া
ধীরে চল ধীরে চল সিরমণি গাইয়া যে
খসি যায় তর সিতার সিঁদুর
পড়ি যায় তর মোড়রি কা ধান।

১. ক. 'নিম জাগাতে গেলে আম জাগাতে গেলে, আর জাগে ঘরের কিষাণ,' অর্থে—আমগাছ জামগাছের (অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতির) ঘুম ভাঙাতে গেলে ঘরের কৃষক জেগে উঠল।

রিমঝিম রিমঝিম বর্ষা ঝরছেই। দুয়ারে জলের সবুজ শেওলার দাগ জমে যায় (অথবা দুয়ার শেওলায় পিছল হল)। লক্ষ্মীমন্ত গাই তুমি ধীর পায়ে চল। তোমার সিঁথির সিঁদুর ঝরে যায়, মাথার মুকুট খসে খসে পড়ে।

৭. তারা যে উঠে ভালা ভাচাকা রে ভচুকু
জনমানুষী কা সাড়া নাহি পাই
কাহে পুতা জুড়ুই সুড়ুই
কাহে পুতা গুড়ুই সুড়ুই
হাসি মুখে করহ বিদায়।
নাই দিতে কাঁদবে নাই দিতে খিজবে
চলি যাব দুসর দুয়ার।

মিটি মিটি আলোর তারা জ্বলে উঠে, জনমানুষের সাড়া নেই। গোয়ালার ছেলে তুমি কেন জড়সড়? কেন গুটিগুটি মেরে চুপচাপ? হাসিমুখে বিদায় দাও। কিছু বিদায়ী দিতে হলে কাঁদুনি গেয়ো না, চটে যেও না। (বললেই) অন্য দুয়ারে চলে যাব।

৮. আশিন বাইরাতে কাত্তিক সামাতে
কান্দে ত শিরমণি গাই
না কান্দ না কান্দ শিরমণি গাইয়া যে
তরই গুলীন দেইত দুব-ধান।

আশ্বিন শেষ হলে কার্তিক এলেই শ্রীমন্ত গাই কাঁদে। লক্ষ্মীমন্ত গাই তুমি কেঁদো না। তোমার গোয়ালিনী (অথবা মনিবের স্ত্রী) তোমাকে ধান-দূর্বা দেবে।

৯. ছুটুমুটু ছুটুমুটু ধলা বরদা যে বাবু হো
চরণে ত যায় বেড়িধুর
যাইতে দিব বরদা ঘান্টা-ঘুঙুর-রে
ফিরইতে ষোলই সিঙ্গার[১]।

ছোটখাট সাদা রংয়ের বলদরা চরতে[২] চলে যায় অনেক দূর। যাবার সময় পরিয়ে দেব ঘন্টা-ঘুঙুর, ফিরলে করব ষোড়শ শৃঙ্গারের আরতি।

১. ক. সিন্দুর ২. অন্য অর্থে পায়ে পায়ে

১০. ছুটুমুটু ছুটুমুটু ধলা বরদা যে বাবু হো
চরিয়নে গেলাই বেড়িধুর
চরিয়নে বলিয়নে বরদা ধুলায় লেউটি আওয়ে[১]
বনে জাগে জালিদা মেজুর।

ছোটখাট সাদা রংয়ের বলদরা চরতে চলে গেল অনেক দূর। চরা ফেরায় ধুলোয় লুটোপুটি করে ফিরে আসে। গহন বনে পাখা মেলা (?) ময়ূর জেগে উঠে।

দুই

(গরু খুঁটানোর গান)

১. ঈশ্বরে চাঁছয়ে ঈশ্বরে ছুলয়ে
মাহাদেবে গাড়ে মালখাম[২]
সেহ খামে বান্ধব কপিলাকা পুতা হো
মহীরে ত ধূলা উড়ি যায়।

ঈশ্বর চাঁছলেন ছুললেন, মহাদেব মালখুঁটা পুঁতলেন। সেই খুঁটোয় কপিলাপুত্র বলদকে বাঁধব। (তার লাফে ঝাঁপে) মাটিতে ধুলো উড়ে।

২. অরুণ বনকেরি তরুণ লতা যে
লবখনে ভাঙ্গব জোত
সেই জোতে বান্ধব কপিলা কা পুতা হো
মাতাল ভাইকে রাখবে উলটায়।

গভীর বনের নোতুন লতায় শুভক্ষণে দড়ি পাকাব। সেই দড়িতে কপিলাসুত বলদকে বাঁধব। (চতুর্থ পংক্তি সম্ভবত প্রক্ষেপ)।

৩. ছুটুমুটু ছুটুমুটু ধলা বরদা গো
তারই যে মুঠি মুঠি শিং
শিংয়েহি মারবে পায়েহি মাড়বে
মাইরে ত ধূলা উড়ি যায়।

ছোটখাট সাদা রংয়ের বলদ, মুঠি ভরা তাদের শিং। সেই শিং দিয়ে গুঁতো মারবে কতবার, কতবার পা দিয়ে মাড়াবে। তাল ঠোকার দাপটে ধুলোয় ধুলোময়।

---

১. ক. বাইরাতে সামাতে চুরুক চেতান করয়ে ২. মল্লস্তম্ভ

তিন

(প্রশ্নোত্তরমূলক জাগরণ গান)

১. কনে ত চরে ভালা গুহে-গোবরে বাবু হো
কনে ত চরে আমডাল ?
কনে ত চরে ভালা তড়পি তড়পি হো
কনে ত চরে কান-ঠাড় ?
ভালা অহীরে............
কাওয়া ত চরে ভালা গুহে গোবরে বাবু হো
কুইলিনী চরে আমডাল
হরিণা ত চরে ভালা তড়পি তড়পি হো
শশা ত চরে কান-ঠাড়।

গুয়ে গোবরে কারা চরে (চলে) ? আমডালে চরে কে ? কে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে ? চলার সময় কার কান খাড়া ?

ওরে গোপ, কাক গুয়ে-গোবরে চরে, কোকিল আমডালে। হরিণ লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, চলার সময় খরগোসের কান খাড়া।

২. কনে ত লাগে ভালা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাবু হো
কনে ত লাগে ঠেলাঠেলি ?
কনে ত লাগে অইরা উচুকি উচুকি তালি হো
কনে ত লাগে সদরহাট ?
ভালা অহীরে...... ...
কাড়া ত লাগে ভালা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাবু হো
বরদা তো লাগে ঠেলাঠেলি
ভেড়ি ত লাগে ভালা উচুকি উচুকি তালি হো
কুকড়া ত লাগে সদরহাট।

কে লড়াই করে চারিদিক ঘুরে ফিরে ? কার লড়াই ঠেলাঠেলিতে কার লড়াই জমে জোর হাত তালিতে ? কার লড়াই খোলা ময়দানে ?

ওরে গোপ, মোষ লড়াই করে চারদিক ঘুরে ঘুরে, বলদের লড়াই ঠেলা-ঠেলিতে। ভেড়ার লড়াই জমে জোর তালিতে, মুরগীর লড়াই খোলা ময়দানে।

৩. কনে ত কা শিং ভালা আঁকচু-বাঁকচু বাবু হো
কনে কা শিং কইরল পং ?

কনে কা শিং ভালা কানা-পৈঠে ঘুরয়ে
কনে কা শিং রে তইয়াল ?

ভালা অহীরে……

মইষী কা শিং ভালা আঁকচু-বাঁকচু বাবু হো
বরদা কা শিং কইরল পং
ভেড়া কা শিং ভালা কান-পৈঠে ঘুরয়ে
কাড়া কা শিং রে তইয়াল।

কার শিং আঁকাবাঁকা ? কার শিং নোতুন অঙ্কুর-মেলা বাঁশের মত ? কার শিং কানের কাছ পর্যন্ত গোল করে ঘোরানো ? কার শিং তরোয়ালের মত ?

ওরে গোপ, স্ত্রী মোষের শিং আঁকাবাঁকা, বলদের শিং যেন নোতুন অঙ্কুর-মেলা বাঁশপাতা। ভেড়ার শিং কানের পাশে ঘোরান, পুরুষ মোষের শিং ঠিক তরোয়াল।

৪. কনে কা পিঠে ভালা অকুলা রে বকুলা
কনে কা পিঠে রে মাহুত ?
কনে কা পিঠে বাবু দেশপতি রাজার বেটা
ছটয় বড়য় করত সেলাম ?
ভালা অহীরে……
কাড়া কা পিঠে ভালা অকুলা রে বকুলা
হাতীকা পিঠে রে মাহুত
ঘোড়া কা পিঠে ভালা দেশপতি রাজার বেটা
ছটয়-বড়য় করত সেলাম।

কার পিঠে চেপে থাকে বক বা সে-রকম আর কিছু ? কার পিঠে মাহুত চাপে ? কার পিঠে সওয়ার থাকে দেশপতি রাজার ছেলে যাকে ছোট বড় সবাই সেলাম দেয় ?

ওরে গোপ, মোষের পিঠে চেপে থাকে বক, হাতীর পিঠে মাহুত। ঘোড়ার পিঠে চাপেন দেশপতি রাজার ছেলে, তাঁকে ছোটবড় সবাই মিলে সেলাম দেয়।

৫. কনে ত খুলে ভালা দেড়পহর রাইতে যে বাবু হো
কনে ত খুলে শেষ রাইত ?

কনে ত খুলে ভালা বেলা কা উঠয়ে
কনে ত খায় কাটা ঘাস ?
ভালা অহীরে……
কাড়োয়া ত খুলে ভালা দেড় পহর রাইতে যে বাবু হো
গাইয়া ত খুলে শেষ রাইত
ছাগল ত খুলে ভালা বেলা কা উঠয়ে
বাছুরী ত খায় কাটা ঘাস।

কাকে দেড়পহর রাতে (চরার জন্য) খুলতে হয় ? কাকে বা শেষরাতে ? কাকে ছাড়তে হয় বেলা উঠলে ? কে কেবল কাটা ঘাস খায় ?

ওরে গোপ, মোষকে খুলতে হয় দেড়পহর রাতেই, শেষরাতে গাইদের। ছাগলকে ছাড়তে হয় বেলা হলে। বাছুর কেবল কাটা ঘাস খায়।

৬. কনে কা পুতা ভালা হামাল-ডামাল রে বাবু হো
কনে কা পুতা রে কাবিল ?
কনে কা পুতা ভালা অতি হুঁশিয়ার যে
দৌড়ি ঘুরায়ে ধেনুগাই ?
ভালা অহীরে……
সিরাগাই কা পুতা ভালা হামাল ডামাল বাবু হো
মইষী কা পুতা রে কাবিল
অইরা কা পুতা ভালা অতি হুঁশিয়ার রে
রগড়ি ধরত ধেনুগাই।

—কার বাচ্চা দামাল ? কার বাচ্চা বড় দুরন্ত (মূল, যোগ্য) ? কার ছেলে বেশ হুঁশিয়ার যে দৌড়ে গিয়ে দুগ্ধবতী সবৎসা গাইকে ফিরিয়ে আনতে পারে ?

ওরে গোপ, শ্রীগাভীর (বা ক্ষীরগাভীর) বাচ্চা বেশ হামাল-দামাল, মোষের বাচ্চা খুবই দুরন্ত। গোয়ালার ছেলে সবচেয়ে হুঁশিয়ার, সে দুগ্ধবতী সবৎস গাইদের জেদের সঙ্গে ঘুরিয়ে আনতে পারে।

কনে ত চরে ভালা গাড়ায় বল চড়ায় যে বাবু হে,
কনে ত চরে টাঁইড় টিকর ?
কনে ত চরে ভালা ঘিরি বিন্দার বনে হো
কনে ত চরে কাঁসাই ধার ?

ভালা অহীরে............

কাড়োয়া ত চরে ভালা পাড়ায় বল চড়ায় যে বাবু হো

ছাগল ত চরে টাঁইড় টিকর

গাইয়া ত চরে ভালা সিরিবিন্দার বনে হো

ভৈঁসী ত চরে কাঁসাই ধার।

কে খানা ডোবায় চরে? কেই বা মাঠে প্রান্তরে? শ্রীবৃন্দাবনে কে চরে? কার চারণভূমি কাঁসাই নদীর ধার?

ওরে গোপ, পুরুষ-মোষ খানাডোবায় চরে, মাঠে-প্রান্তরে চরে ছাগল। শ্রীবৃন্দাবনে চরে গাই, স্ত্রী-মোষ চরে কাঁসাই নদীর ধারে।

৮. কনে কা পুতা ভালা নাবাল বালক রে অহিরা

কনে কা পুতা রে দামাল?

কনে কা পুতা ভালা চৌখুঁটা মারয়ে

কনে কা পুতা যুবরাজ?

ভালা অহীরে......

মানষী কা পুতা ভালা নাবাল বালক রে অহিরা

মইষী কা পুতা রে দামাল

ঘোড়া কা পুতা ভালা চৌখুঁটি মারয়ে

রাজা কা পুতা যুবরাজ।

রে গোয়ালা, কার বাচ্চা শিশুকালে একেবারে নাবালক (অর্থাৎ অসহায়)? কার বাচ্চা শিশু বয়সেই দুরন্ত? কার বাচ্চা তাল ঠুকে চৌখুঁটি ঘুরে? কার ছেলে যুবরাজ?

ওরে গোপ, মানুষের ছেলে ছোটবেলায় বড় নাবালক (অসহায়)। মোষের বাচ্চা বেশ দুরন্ত। ঘোড়ার বাচ্চা তাল ঠুকেই চৌখুঁটি ঘুরে। রাজার ছেলে যুবরাজ।

৯. কিয়া বিনু মালিনী অঙ্গ মলিন রে

কিয়া বিনু ঝবরলাই[১] কেশ?

কিয়া বিনু মালিনী আঙ্গিনা তোর শূন

কিয়া বিনু শয়ন আঁধার?

ভালা অহীরে .....

১. তুলনীয়, বৈষ্ণব পদাবলী 'ঝামর'

অন্ন[১] বিনু মালিনী অঙ্গ তোর মলিন রে
তেল বিনু ঝবরলাই কেশ
পূতা বিনু মালিনী আঙ্গিনা তোর শূন যে
সঁয়া বিনু শয়ন আঁধার।

ওগো মালিনী (মাল্‌কিনী?), কি বিনা (তোর) অঙ্গ ম্লান? কি বিনা চুল রুক্ষ ও এলোমেলো? কার বিহনে আঙ্গন শূন্য? কে ছাড়া শয়ন শয্যা নিরর্থক?

ওরে গোপ, অন্ন ছাড়া অঙ্গ মলিন[২], তেল বিনা চুল রুক্ষ, এলোমেলো। পুত্র বিহনে গৃহাঙ্গন শূন্য, স্বামী ছাড়া শয়ন শয্যা নিরর্থক।

১০. কেহ মরিলে ভালা কাঁচা কুঁঅর রে
কেহ মরিলে রে টুঅর?
কেহ মরিলে ভালা জোড়বাঁহি টুটয়ে
কেহ মরিলে গিরূহ শূন?
ভালা অহীরে……
বাপে মরিলে ভালা কাঁচা কুঁঅর রে
মাঅ মরিলে টুঅর
ভাইয়া মরিলে ভালা জোড়বাঁহি টুটয়ে
ভউজি মরিলে গিরূহ শূন।

কে মরে গেলে মানুষ নাবালক শিশুর মত অসহায়? কে মরে গেলে মানুষ অনাথ? কে মরে গেলে জোড়া বাহুর একটা ভেঙ্গে যায়? কে মরলে গৃহ শূন্য?

ওরে গোপ, বাপ মরে গেলে মানুষ নাবালক শিশু। মা মরে গেলে সে অসহায় অনাথ। ভাই মরে গেলে জোড়াবাহুর একটি ভেঙ্গে যায়, বৌদি মরলে গৃহশূন্য।

১১. কনে কা পাতা ভালা উলটি পালটি যে বাবু হো
কন পাত থাকয়ে গম্ভীর?
কনে কা পাত ভালা জোড় হাত করয়ে
কন পাতে ঝাঁকে রে আইল?

১. অন্য কোন শব্দও থাকতে পারে।

২. অথবা বিরহে অন্ন ত্যাগ করা হয়েছে বলেই·

ভালা অহীরে······

জইড় কা পাতা ভালা উলটি পালটি যে বাবু হো

বড়্ পাত থাকয়ে গম্ভীর

কলা কা পাতা ভালা জোড় হাত করয়ে

আখ পাতে ঝাঁকে রে আইল।

কোন গাছের পাতা একটুতেই উলটায় পালটায়? কোন গাছের পাতা স্থির অবিচল? কোন পাতা জোড় হাত করে থাকে? কোন পাতা আলের দিকে ঝুঁকে পড়ে?

ওরে গোপ, অশথ পাতা সর্বদা অস্থিরভাবে উলটোতে পালটাতে থাকে। বটপাতা স্থির অবিচল। কলাপাতা সর্বদা জোড় হাত করে থাকে, আখের পাতা আলের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

১২. কনে ত সাজে ভালা ছাতা মোর ঠেঙ্গা যে

কনে ত সাজে জামা ধুতি?

কনে ত সাজে অইরা আড়িয়া-দেড়িয়া পাচন

আর সাজে টিকলি সিন্দুর?

ভালা অহীরে······

বাগালকে সাজে ভালা ছাতা মোর ঠেঙ্গা যে

গলাকে ত সাজে জামা ধুতি

গুলীনকে সাজে ভালা আড়িয়া দেড়িয়া পাচন

আর সাজে টিকলি সিন্দুর।

কাকে ছাতায় ঠেঙ্গায় মানায়? কাকেই বা জামাধুতিতে? কাকে আড়িয়া-দেড়িয়া[১] পাচন কাপড়ে সুন্দর দেখায়, সুন্দর দেখায় টিকলি সিঁদুরে?

ওরে গোপ, ছাতায়-ঠেঙ্গায় রাখালকে মানায়, গো-পালককে (মনিবকে) জামাধুতিতে। গোয়ালিনীকে (মনিবের স্ত্রীকে) আড়িয়া দেড়িয়া পাচন কাপড়ে মানায়, আরো মানায় টিকলি সিঁদুরে।

১৩. কনে ত উপজয়ে সার বল গুয়া যে বাবু হো

কনে ত উপজয়ে ধান?

কনে ত উপজয়ে চুয়া বল চন্দন রে

কনে উপজয়ে গুয়াপান?

১, আড়াই হাতি দেড় হাতি অথবা আড়াই পাক দেড় পাক

ভালা অহীরে······

গাঢ়ায় ঢড়ায় উপজয়ে সার বল শুয়া যে বাবু হো

গুঢ়া খেতে উপজয়ে ধান

পাহাড়ে উপজয়ে চুয়া চন্দন রে

বরজে ত উপজয়ে পান।

সার শুয়া (কচু ও কন্দ জাতীয়) কোথায় ভাল জন্মায় ? কোথায় ধান উপজে ? কোথায় চুয়া চন্দনের গাছ হয় ? কোথায় পান জন্মায় ?

ওরে গোপ, খানা-ডোবায় সার-শুয়ার ফলন হয়, ছোট খেতে ধান ভাল জন্মায়। চুয়া চন্দনের গাছ হয় পাহাড়ে, বরজে হয় পান।

১৩. কিয়া ভরে নেউজয়ে গাছ তরুবর বাবু হো

কিয়া ভরে নেউজে ধেনু গাই ?

কিয়া ভরে নেউজয়ে শাশুকা বেটি হো

বাঁহি উরালি চলি যায় ?

ভালা অহীরে······

ফুল ভরে নেউজয়ে গাছ তরুবর যে বাবু হো

দুধাভরে নেউজে ধেনু গাই

আভরণে নেউজয়ে শাশুকা বেটি হো

বাঁহি উরালি চলি যায়।

কার ভারে বড় গাছ-তরুও নুয়ে পড়ে ? কিসের ভারে নব-প্রসূত গাই ? কিসের ভারে শাশুড়ীর মেয়ে (এখানে বউ) হেলে দুলে হাত নেড়ে গরবে চলে ?

ওরে গোপ, ফুলের ভারে বড় গাছপালাও নুয়ে পড়ে, দুধের ভারে ধেনু গাই। শাশুড়ীর মেয়ে (এখানে আমার বউ) সাজে-আভরণে নুয়ে পড়ে এবং কত না গরবে হাত নেড়ে চলে।

৪

ডহরিয়া গীত

ডহর অর্থে পথ। ডহরিয়া গীত তাই পথের গান। এক থেকে অন্য ঘরে এগিয়ে যাবার মাঝখানে একটুখানি পথ। চপল পায়ে সেই পথটুকুকে পেরোবার দ্রুততর দোল ডহরিয়ার সুরে।

এক

১. উখুল-কুটা চিড়া খাইয়া
লেচা লেচা গুড়
পটমে পটমেই তামাখুর।

২. কি হল্য কিসে রে ভাই
কি হল্য কিসে
চিংড়িমাছে বিঁধে দিল গা জ্বলে বিষে।

৩. বাড়ীনামুহয় থুপী ঝিঁগার গাছ
দিদি তিতা ন মিঠা ল
চাখ্যে দেখ কইসন সুয়াদ।

৪ তুঁই আলি ত আর একজনা কই ল
ঘরে আছে চৈঁদরী মাগী
পিঠা খাতে রইল।

৫. সই সজনি
এত রাইতে কুথায় পাবি গ
খই ভাজনী

৬. আগডালের কেঁচু রে ভাই
আগডালের কেঁচু
আধটা খায় আধটা দেয়
সেই ত গুণের বঁধু।

৭. গুস্‌নি শাগ গুস্‌নি শাগ
কতই সিঝাব
দিদির ভাতার খালভরাকে
কতই বুঝাব।

৮. দাই আল্য ভাটু আল্য
মার রে কুকুড়া
দাইকে ত মাস-ভাত
ভাটুকে পাসুরা।

৯. ই বাড়ীর ঝিঁগালত্‌
সে বাড়ীকে যায়

বড়বহু নিমনমুহী
ঝিঁগা নাহি খায়।
(ঝিঁগা বাড়ী-ঝাড়িকে যায়)

১০. পুবে বাসাত বহে
হিলেই পেপল ডাল
মাঝকুল্‌হিয়ে ভেটভাট কাশিফুলের[১], সঁগে
গামছা ত দিল রে হিলাই।

১১. ঝিরিহিরি নদীয়া বহে নিরাধার
গরী বিটি মাছ ধরি যায়
মাছ ধরিলি গরী অঙ্গে লাগে কাদা
সিঁদুরে কাজলেই ছলাছল।

১২. ভউজি কা বাড়ীয়ে সাতরঙ্গিয়া ফুল ভাই
সাতরঙ্গিয়া ফুটোই লালে লাল
সাতরঙ্গিয়া ফুল ভউজি কানে গুঁজলি গ
কুল্‌হির মাঝে ঝলক মারি যায়।

১৩. শালার বাড়ীয়ে নানা রংএর ফুল ফুটে
শালার বহিন যাতে মানে নাই ;
দে ন হে শালা বুঝাই-মানাই-পাঠাই দে
তর বহিন যাতেই মানে নাই।

১৪. এই বাটে আওয়ে হলদরঙ্গিয়া রসিকা
ছুমুর ছুমুর নূপুর বাজি যায় ;
মাইলকানের বেটিয়া বড়ি রে রসিকা
ফুলমালায় রাখব ভুলাই।

১৫. কাঁকড়ি রে কাঁকড়ি রে
কাঁকড়ি ত চলিয়ে পালায় ;
কাঁকড়িকে ধইরব ঝিঁগামেশা রাঁইধব
ঝোলটি ত বড়ি রে সুয়াদ।

১. পাতানো বন্ধু সম্পর্ক

১৬. নন্দ গয়ালার বিটি যবুনাক যায়
যবুনাতে করয়ে সিনান ;
নীলকমল শাড়ি সিঁদুরের ফঁটা গ
বাঁকা শ্যাম মুরলী বাজায়।

১৭, নাবাল[১]কালে বাবা বিভা যে দিলে হে
আর দিলে সতীন লাদাই[২]
সঁতীনের জ্বালা বাবা সইতে না পারি যে
দেখি শুনি অঙ্গ জরি যায়।

১৮. ঝরণা উপরে দাদা না বুনিহ ধান যে
পাহাড়ে ত না বাহিহ হাল
অতি সুন্দর কনিয়া না করিহ বিহা যে
পুতা বিনু হবে ত কাঙ্গাল।

১৯. পাহাড় উপরে দাদা কুঢ়ারির শবদ
কে কাটিল চন্দনের ডাল
চুয়া চন্দন ডাল হবকি ডবকি যায়
মহকি মহকি আওয়ে বাস।

২০. সব পরব অইরা ঘুরি ফিরি আওয়ে
মরল মানুষ নাহি ফিরে
বনকেরি কাঠিয়া গাঁয়কেরি আগিয়া
খসি খসি পড়ত আঁগিরা।[৩]

৫

অন্যান্য

১. বারে যে বারে বাগাল মানা করলি রে
পূরবে ত না খুলিহ গাই
পূরবে আছে বাগাল অ ফুলবাড়ী ভাই
ফুলবাড়ী করবে উজাড়।

---

১. নাবালক অবস্থায় ২. চাপিয়ে
৩. অন্য পংক্তিও থাকতে পারে

২. বারে যে বারে মালিন্[১] মানা করলি রে
পূরবে ত না বুনিহ ফুল
ফুল খাওয়াব মালিন্ ফুল পিঁধাব যে
ফুলবাড়ী করব বাথান।[২]

৩. আগে যদি জানইতম ধাঁগড়া আসিবেন বলে
চন্দনে ভিত্ লেখইতম
বসিতে দেইতম ভালা মাচি রে মেচলা
খাইতে দেইতম গুয়া পান।

৪ তকে বিকিয়ে গয়ালিন্ জড়া মইষিন কিনমই
মইষিন্ কা ছান্দা বড়ি সুখ
অহো রাইতে খুলব পহ-রাইতে বাঁধব
না দেখিবে নগরী কা লোক।

৫. ডিকিমিকি ডিকিমিকি বাজনা মোর বাজি গেল্
বেঙ রাজা সাজে ত বইরাত
গাঢ়া কা ভিতরে মুসা মচে তাও দেওত
হামে দাদা যাব শশুরাল।

---

১. মালিনী

২. গরু বা অন্য গৃহপালিত পশুর একত্র চরবার বা রাখার স্থান

নির্বাচিত শব্দ

ব্যক্তি নাম

ক. পুরুষ :

উদয় (ঝুমুর রচয়িতা)
কিনু
কুশা
গান্‌শা
চুনু
জিত্‌রায়
দর্‌গা
ধান
পুকি (? ফকির)
ফুচু
ভগান্‌
ভাদ
মনঝরি
মানু
রামরায়
লখিন্দর
লদ
লস
লুউ
সাক্‌লা
সিনা (শ্রীনাথ)
সীতানারাণ
সুকুদা
সুরু

খ. স্ত্রী :

আলাদী (আহ্লাদী)
চাঁপা
চিপলি
চিনি
চিন্তা
জবা
ঝান
ডিংলা
ডুমি
গুলি
দুর্‌গি
ধুঁদি
ধুর্‌জি
পানমণি
পায়
পিঁদি
পুটি
ফুদ্‌নি
ফুলমণি
ফুলু
বাসি
বিজ
মাতি
মায়্‌ন

মিনি
মাশ্‌মি
রুকমি
লুখি
শুকি
সরসতী
সিমতী
সুগী
সুমি
হাঁদি
হিসি

স্থান নাম

আস্‌না
ইঁটাগাড়া
এদেলবেড়া
কচাবাড়ি
কশাপুর (কশাপুরিয়া, বিণ)
কাইরাকচা
কাঁকড়ি
কাঁকড়িশোল
কাঁটাবনী
কাদাডিহা
কানাশ
কাপড়গাদী
কাইলকাপুর
কাল্‌হাঝরি
কাশিডাঙ্গা
কুনুডি
কুম্‌হিরমুড়ি
কেশরপুর
গিধ্‌নি
ঘটিডুবা
ঘাটশিলা
চত্‌র
চিংড়িয়া
চেমেনজুড়ি
চেংজুড়ি
জগনাথ (পুর)
জজসাই
জুনরনী
জুয়ালডাঙা
ঝাপড়ি
ডবকডিহি
ডভা
ডমজুড়ি
ডাঁড়িবুরু
ডিবিডি
তামাড
তালপাল
তুড়ুকতুপা
দামপাড়া
দিউড়ি
ধ-ডাঙ্গা
ধ-বনী
ধারিঘুটু
নুয়াগাঁ
পাওডা
পিঠাতি
ফুলপাল
বড্ডি
বড়ামারা
বাঁকি

বাঘমুড়ি
বাড়াঘাট
বাঁড়িয়াগাজাড়
বাড়েডি
বাবইদা
বাসাঝুর (বাসাঝোর)
বিঁহদা
বেহড়া
ভাটুবেড়া
ভাদপুর
মাত্‌কমড়ি
মুরগাঘুটু
রাউতাড়া
রাঙ্গাডি
রাজদা (রাজদহ)
রেডুয়া
লাটয়া
লেদা
শিলিদা (শিলদা)
সনাগাঢ়া
সিতালি
হড়তপা
হেঁদলজুড়ি

অন্যান্য শব্দ

অইরা (আভীর=গোয়ালা)
অকাই (=বমি)
অজলোত (=অপকর্ম)
অঁজরা (=আবর্জনা)
অটুয়া (=ঠিকানাহীন)
অদা (আর্দ্র)
অমেলা (=অনেক)
অরকি (অর্ক,=চুয়ানো মদ)
অরণা (? অরণ্য)
অরুণ (ঐ)
অলমা (=লম্বা)
অহো (অর্থ)
আইড় (আইল)
আওয়া (=আলো)
আঁকুচুবাঁকুচু (শব্দদ্বৈত, =বক্র)
আখড়া (=নাচের আসর)
আগুড় (? অগ্রবন্ধ,=পাটির কপাট)
আঁচলখাড়ি (=চাবিকাঠি)
আঁচির পাঁচির (শব্দদ্বৈত, =প্রাচীর)
আচুরেবিছুরে (ঐ, সাঁ)
আছিয়াপাছিয়া (ঐ, =পশ্চাৎ)
আটুপাটু (ঐ,=তাড়াতাড়ি)
আঁট (অস্থি,=শক্ত)
আঠা (=মাচা)
আঁঠু (=আঁঠি)
আড়কানালী (=নদীনালা বা গাছ ইত্যাদির অর্ধেক কান ছুঁয়ে-থাকা জমি)
আদাড়বাদাড় (শব্দদ্বৈত,=বেড়াবাদাড়)
আঁদাড়েপিঁদাড়ে (ঐ)
আপুষ (=আত্মীয়)
আভড়া (=আইবুড়ো)
আয় (=মা, সাঁ ? আযিকা)
আলাসুতা (অত্যন্ত যন্ত্রণায়, সাঁ)
আশ্‌কা (=পিঠে, আশু-)
আসন (+-গাছ)
ই (=এ)
ইলাম (নীলাম)
উ (=ও)

উআকে (=ওকে)
উকান (উর্ধ্বকর্ণ বা উর্ধ্বকোণ)
উদ্‌মা (=নিষ্কর্মা)
উদামষাঁড়ী (=স্বেচ্ছাবিহারে অভ্যস্ত নারী)
উরমাল (রুমাল)
উরুলিঝুরুলি (শব্দদ্বৈত)
উল্‌হালম (উঞ্চা<উন্থা<. উ. প্র, অতীত)
একড্যা (একলা)
এড়িয়াই (এড়ি-, নামধাতু, অসমা)
কইরল (=নতুন গজানো বাঁশের অঙ্কুর)
কচড়া (=মহুয়ার ফল)
কড়া (=ছেলে, সাঁ)
কমলাইল (=বিয়োল বা জন্ম দিল)
কয়া
কলকচ (? কালগ্রস্ত, ? কলহগ্রস্ত)
কঁড়ি (কলি)
কাকড়চাং (শুকনো, বিণ)
কচাড় (=আছাড়)
কাঁটি (কণ্ঠী)
কাড়া (=পুরুষ-মোষ)
কানালী (=কোনো কিছুর কান ছুঁয়ে-থাকা জমি)
কানী (=ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা)
কারিকুরি (—পাখি)
কিরকিচ (লতা বিশেষ)
কুকড়া (কুক্কুট)
কুচলা (—গাছ)
কুচা (কাঠের ছোট টুকরা)
কুড়চি (কুটজ)
কুড়ি (=মেয়ে, সাঁ)
কুড়ি (=কুঁড়ে)
কুথি (ডালজাতীয় শস্য)
কুঁদরি (সব্‌জী বিশেষ)
কুরুকুরু (ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত)
কুল্‌হি (=পথ)
কুসুম (—গাছ)
কুহকে (=কুহুকুহু শব্দ করে)
কেঁদ (ফল বিশেষ)
কেরকেটা (—পাখি)
খঁজা (জোড়া দেওয়া, বিণ)
খরখস্যা (কর্কশ)
খসরমসর (ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত)
খঁসা (=খোঁপা, <কোষ)
খাড়া (=ডাঁটা)
খালভরা (গালিবিশেষ)
খিচাংখাচাং (শব্দদ্বৈত)
খিজবে (খিদ্‌-)
খীরই (ক্ষীরবতী,—নদী)
খুদা (=উল্কি)
খেজাড়ি (=মুড়ি, সাঁ)
খেতকেরা (=খেতের)
গঁইঠা (গোবিষ্ঠা)
গঁড়রায়ে (গোড়্‌,অসমা,=লাথি মেরে)
গলা (=গোয়ালা)
গাজনা (গর্জন—)
গাজাড় (=ঝোপ)
গাড়র (গড্ডালিকা)
গাড়াব-গুড়ুর (শব্দদ্বৈত,=বেঁটেও ও ছোট আকারের)

গাড়িয়া (=ছোট পুকুর, <গর্ত-)
গাদর (=ডাঁশা)
গিনা (=বাটি)
গিরিহ (গৃহ)
গিরা (=বাঁধন)
গুড়ুইসুড়ুই (=গুটিসুটি)
গুঁড়ুর (—পাখি)
গুঁদলি (শস্য বিশেষ)
গুবা (=ছোট পুকুর)
গুমান (=অভিমান)
গুলাচ (গুলঞ্চ)
গুহিবাবলা (—গাছ)
গেঁতই
ঘং(=পাতার তৈরী বর্ষা আবরণী)
ঘাগর (—পাখি)
ঘুগু (ঘুঁগু, দেখুন 'ঘং)
ঘুগুচু (—পাখি)
ঘুড়ি (=ঘণ্টা)
চপা (=খোসা)
চাটু (=হাতা)
চিয়ড় (=বিশেষ লতা)
চিরিবিরি (শব্দদ্বৈত)
চিহড় (দেখুন 'চিয়ড়')
চুরবালা (চুড়াবালা)
চেঁকা (? কাঁচা, =টক)
চেঁদরা (=একগুঁয়ে ও বদরাগী)
চেঁদরী (=ঐ, স্ত্রী)
ছা (শাবক)
ছাঁচা (=ঘরের চালের অগ্রভাগ)
ছাঁচতল (ছাঁচার তলা)
জইড় (অশ্বত্থ)
জখে (=মাপে)
জজবুটা (=তেঁতুল গাছ)
জনার (=ভুট্টা)
জবরা (=আবর্জনা)
জলকেরা (=জলের)
জাড়া (=ভেরেণ্ডা)
জালি (=ফলের আভাসসূচক অঙ্কুর)
জালিদা (?)
জিরুল
জুড়ুইসুড়ুই (=জড়সড়)
জুনপুকি (=জোনাকি)
জুমড়া (=জ্বলন্ত কাঠ)
জুসনা (=জ্যোৎস্না)
ঝবরলই
ঝমরে (=ঝমঝম শব্দে)
ঝবাফুলি (অলংকার বিশেষ)
ঝাঁগাল ঝুঁগুল (শব্দদ্বৈত, =ঢিলেঢালা)
ঝাঁগাঝরি (?)
ঝাটি (গাছের ছোটছোট শুকনো ডাল)
ঝাণ্টা (=বেড়া)
ঝিঁটি (—ফুল)
টঁকা (বাঁশের তৈরী ছোট ঝুড়ি)
টগ (=ডগা)
টাঁইড় (শুকনো মাঠ)
টাটি (পাতা, বাঁশের কঞ্চি বা শুকনো ডালের তৈরী কপাট)
টাড়া (=তাড়া)
টিকর (শূন্য মাঠ)
টিরিটিরি (ধ্বন্যাত্মক শব্দ)
টিহিটিটি (অর্থহীন শব্দ)

টুঅর (=মাতৃপিতৃহীন অনাথ)
টুই (=ঘরের চালার শীর্ষভাগ)
টুইলা (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ)
টুঁড়ি (গরুগাড়ীর সম্মুখ অংশ)
টুপা (ছোট ডালা)
টুয়েক (একটু)
টেনা (নেতা)
ঠসকি (ঠস্‌ঠস্‌-, অসমা)
ঠাট (ঠাট্টা)
ঠাড় (=থাকো)
ঠিনে (স্থানে)
ঠেকা (=বাঁশের ঝুড়ি)
ডগী (=অগ্রভাগ)
ডঙ্গরী (=নৌচালক)
ডাঁড় (=কোমর)
ডাঙ্গুয়া (=অবিবাহিত)
ডাঙ্গুয়া-ঠেঙ্গুয়া (শব্দদ্বৈত, =ঐ)
ডাবর (=পাথরবাটি)
ডারে (=ডালে, সাঁ)
ডিংলা (=কুম্‌ড়ো)
ডিঙ্গর (=জোয়ান বয়সের দুষ্টবুদ্ধি-সম্পন্ন পুরুষ)
ডিম্বফুল
ডিলি (=ধানরাখার বিশেষ পাত্র)
ডুংরি (=ছোট পাহাড়)
ডুভা (=পাথরবাটি)
ডুমকা (=ফোলা ফোলা)
ডেংরা (=ট্যাঁড়া)
ডেমরা (=অস্বাভাবিক আকারে বড়)
ঢড়্‌রা (=মধ্যভাগ শূন্য এমন)
ঢৗটলী (ধৃষ্ট)
ঢেল্‌কা (=ঢিল)
তরল (=সোজা)
তলন (=কোঁচা)
তিরি (<স্ত্রী, =স্বামী অথবা স্ত্রী)
তিরিবিরি
তিরিংরিঁগা (=বদমেজাজের, শব্দদ্বৈত)
তিত্‌লা
তিতির (=পাখি)
তুবা (=তোবড়ানো, তুলনীয় 'কুবা')
থাকু (=থেকে, আপাদানসূচক অনুসর্গ)
থুপী (? স্তূপ-, বিণ)
দড়কচ্যা (=আধছেঁচা)
দলকাইঁ (দলকা, =কাঁপিয়ে, অসমা)
দাঁইড়া
দাঁড়্‌কা (=মাছ)
দাঁড়কন্না (ঐ)
দারাহারা (=বড়লোক, সাঁ)
দারে (দারু, =গাছ, সাঁ)
দিশা (=হুঁশ)
দুধিলতা (অনন্তমূল জাতীয় লতা)
দুলুকাছে (দুলুকা—, =মারছে)
ধঁকা (স্তবক > থকা >)
ধদ্‌রা (=পচা ও ছেঁড়া ২. শুকনো)
ধব (=শাদা)
ধাতুং ধাতুং (ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত)
ধামাসা রে ধুমুসা (ঐ)
ধুমসা (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ)
ধুরুকধুসা (=ধূলায় ধুসর)
ধলুমুলু (=ধুলো ময়লা)
ধূর (দূর)
নাগল্যা (নাগসম্পর্কিত উদ্ভিদ বিশেষ)

নাড়ি (=লতা, সাঁ)
নাম্‌হাল (বাংলাদেশের নাচু জমি যেখানে সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ কাজে যায়)
নারাঙ্গী (=কমলা, <নবরঙ্গ)
নাং (গালি বিশেষ, ? নগ্ন)
নিশনে (নিঃশূন্যে)
নেকা (নাছোড়, ? স্নেহ-ক-)
নেড়ে (=দিন, সাঁ)
নেহর (=বাপের ঘর, <জ্ঞাতিগৃহ)
পটম (=পাতার তৈরী পাত্র)
পদক (=লকেট)
পরানি (=পদ্ম, সাঁ)
পলই (=মাছ রাখার পাত্র)
পসর
পং (=অঙ্কুর)
পংড়া (=ঐ)
পাইরাব (=পার হব, 'বাইরাব' পদের সাদৃশ্যে)
পাঁড়ুচু (=পাখি)
পানকাঁটা (=অলংকার)
পাল্‌হা (=পল্লব)
পিঁদাড়
পিয়াল (=ফল)
পুত্‌নি (পতঙ্গ)
পুঁগি (=বিড়ি, সাঁ)
পৈঠে (পৃষ্ঠে)
ফম (=স্মরণ)
ফরুকি (অসমা)
ফরা (=শূণ্য)
ফি্ক (ক্ষেপ্‌—, বিপর্যাস)
ফুদ্‌না (=মাথাবাঁধা ফিতে যা বাইরে ঝুলে থাকে)
ফুত্তুকফুত্তুক (শব্দদ্বৈত)
ফুলসর (ফুলসদৃশ বা ফুলেশ্বর)
ফুলা
ফেঁকুড়া
বঁখ (=বোঁটা)
বজড় (=আছাড়)
বরদা (বলদ)
বয়ার
বহনই (ভগিনীপতি)
বহাল
বাইগন (বেগুন)
বাইদ
বাউ (বায়ু)
বাঁকড়ি (=বাঁকানো, বিণ)
বাখুল
বাগাল (=রাখাল)
বাগালী (=রাখোয়ালী)
বাচ্‌ড়া (=কচি বয়সের)
বাঢ়ই (=ঘর তৈরী করার কারিগর)
বাঢ়ণী (=ঝাঁটা)
বাথান (=চরার সময় গবাদি পশুদের রাখার জায়গা)
বাদাড় (=বেড়া)
বাদী (১. বিপত্তি ২. প্রতিযোগিতা)
বানা (=ভালুক, সাঁ)
বাবুভায়া (=রাজার আত্মীয়জন)
বারুণ
বাসাত (বাতাস, বিপর্যাস)
বাসিয়াম (১ সূর্য ওঠার পরেরকার ভোজন অথবা মধ্যাহ্ন-ভোজন)

বিচনী (ব্যজনী)
বিটি (= মেয়ে, হিন্দী, বেটি)
বিটিছানা (ঐ)
বিড়িব (√বিড়্—, = পরীক্ষা করব)
বিনিবিতি
বিরূহী (= কলাই)
বীচ (= বীজ)
বুঁদি (দড়ির একপ্রান্তে লগ্ন অগ্নিবিন্দু)
বুদা (= ঝোপ)
বুরু (= পাহাড়)
বুলতে (√বুল্—, ণিজন্ত অসমা, = বেড়াতে)
বুহিন (= বোন)
বেধুয়া (বিশেষ গালি, ? বিধবা-জ-)
বেসাতি (= তরকারি)
বেহুলা (বধূ +)
ভউজি (ভ্রাতৃজায়া)
ভকউঁড় (বকভণ্ড = বোকা)
ভকা (= দরিদ্র, হিন্দী ভূখা)
ভাঙড়ে (= ভাঙনে)
ভালি, (= দেখি)
ভুটু (= ভুট্টার দানা)
ভুতমুড়ি (ধানের নাম)
ভুরকুঁড়া (ঝোপপ্রধান গাছ)
ভুলুক (= ছিদ্র)
ভেবায় (= ভে ভে শব্দে ডাকে)
মকুমকাছে (নামধাতু)
মড়কচা
মরাই (= ধান রাখার পাত্র)
মাই (১ অর্থহীন অব্যয় ২ মা)
মাইরি (? মাতৃ-কীলক)
মাচিলা (মাচিয়া)
মানমী (মানবী)
মানুষা (মানব-)
মাপাজি (= মোড়ল, সাঁ)
মালখাম (মল্লস্তম্ভ)
মুজি (বীজ)
মুঢ়া (কাষ্ঠমুণ্ড)
মুদাম (আংটি)
মুদি (ঐ, মুদ্রিকা)
মুরুণ (মৃণাল, বিপর্যাস)
মেজুর (ময়ূর)
মেদের মেদের (শব্দদ্বৈত)
মোড়রি (মুকুটের)
রগড় (= বায়না, জিদ)
রণেবনে
রমুহা (= বরবটি)
রাহী (= পথিক)
রিঁগিটিগি
রিটিপিটি
রিলামালা (= পরিষ্কার ও সুন্দর)
রিসাই (ঈর্ষা-, নামধাতু)
ল (লো)
লছনা (ছলনা, বিপর্যাস)
ললকুকার
লহকে (= খেলাচ্ছলে)
লাইতে (√স্না-, > অসমা)
লাকড়া (নেকড়ে)
লাটা (= ঝোপ)
লাঠা (= আঠা)
লাড়া (= ডাঁটা)

লিকিদে বিলিদে (শব্দদ্বৈত)
লিঘা (কীলক > খিলা, > বিপর্যাস)
লিথম (= নিতাম)
লিয়াই (= ঝগড়া, < ন্যায়)
লিহিরলিকির (শব্দদ্বৈত)
লুঝুকলুঝুক (ঐ)
লতুরচাঁপা (কানের অলংকার)
লুদী (নদী)
লুলুক (নোলক)
লেউটি (উৎলুট- > উলটি >, বিপর্যাস)
লে (অপাদানসূচক অনুসর্গ)
লেকা (= মতন)
লেগতে, লেগি (= নিয়ে যেতে, নিয়ে গিয়ে)
লেগমে (= সুন্দর ভঙ্গিতে, সাঁ)
শিলাই (—নদী, শিলাবতী)
সঙ্গতি (সঙ্গযাত্রী)
সন্তরে (সতর্কে)
সন্না (সজনে)
সঁপয়রা (= লঙ্কা)
সঁয়া (স্বামী, = প্রিয়জন)
সাঁই (= চতুর)
সাকাম (= পাতা, সাঁ)
সাঁগা, সাঁঘা (= পরিত্যক্ত স্ত্রী পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহজনিত সঙ্গগ্রহণ)
স্যাগাল্যা, সাঁঘাল্যা (ঐ, বিণ)
সামায়, সামাল্য, সামেই (সম্ + √যা-, = ঢোকে, ঢুকল, ঢুকে)
স্যাং (= তেরী)
সানা (= মেশানো)
সাঁদাইছিল (সম্ + √ধা-, = ঢুকেছিল)

সিতা (সিঁথি)
সিদাই (সিদ্ধ-, অসমা, > = জিজ্ঞাসা করে)
সিরমনি (শ্রীমন্ত)
সুরগুঁজা (= শস্যবিশেষ)
হরলগরল (শব্দদ্বৈত)
হড়বড়াই (হড় বড়-, অসমা)
হাঁকাই (হাঁক্, অসমা)
হাঁজা হাঁজা
হালা হালা (= প্রচুর, শব্দদ্বৈত)
হালেডালে
হালায়ে (= সুন্দর ভঙ্গিতে)
হাঁসা (= শাদা)
হাহাড়া (= হাহাকার)
হিটিংটিড়িং
হিড় (আইল > আইড় >)
হিপিড়ে
হিপিড়দিপিড় (ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত)
হিলে (√হিল্—, = কাঁপে)
হিসা (= অশথ, সাঁ)
হুকুড়কুবুড়
হুদ্‌কে
হুদা (উদল, গরু গাড়ির বিশেষ অংশ)
হুল (শিলা + শূল)
হুলকে (= আড়াল থেকে উঁকি দেয়)
হুলুইলুবুই (= সুন্দর, শব্দদ্বৈত)
হুলুকভুলুক (শব্দদ্বৈত, দেখুন হলুকে)
হেমাল (= শীতল)

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	হবে
১	৮	সাধকের	পাঠকের
	১৩	স্থয়ংপ্রভ	স্বয়ংপ্রভ
	২১	ঝাড়খণ্ডী ভাষা ও সাহিত্য	ঝাড়খণ্ডী উপভাষা ও সাহিত্য
২	১২	সংগীত, সংস্কৃতি-নির্ভর	সংগীত-সংস্কৃতি-নির্ভর
৪	১৪	নায়িকা বা	নায়িকারা
৫	২৪	কোথায়ও	কোথাও
৬	২৩	যে	(বাদ যাবে)
৭	৬	এ গান	(বাদ যাবে)
৮	১	পাতশাল্যা	পাতাশাল্যা
	১৬	প্রত্যাহিত	প্রাত্যহিক
৯	২৩	ঔৎসুকতা	উৎসুকতা
১০	১৩	কোন্	কোন
১১	১৬	পিরতি	পিরিতি
	২৬	আলো	আলা
	২৭	কালো	কালা
১২	১০	স্বামী সঙ্গের	স্বামীসঙ্গের
	১৩	খায়ে	খায়েঁ
	২২	ঘাস	ঘাঁস
৩	৪	বধূ জীবনের	বধূজীবনের
	১৬	বলে	বল্যে
	৩১	নিল	লিল

১৪ ২০ 'শালগাছে গুয়াপোকা' পদটিকে পড়তে হবে

শালগাছে শুঁয়াপোকা উটাই বটে ছেল্যার কাকা

অবশ কর‍্যে বইলবে সঁয়াকে

কি দোষে ছাড়্যেছে আমাকে।

২৪ 'কাঁসাই কঁ আরী লদী,' পদটি হবে

কাঁসাই কুঁ আরী লদী সে লদী পাতালভেদী

বল্যে দিবে হে আমার সঁয়াকে

যেমন চাঁড়েই ঘর আসে।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	হবে
১৬	২৮	দেহ বাসনাই	দেহ-বাসনাই
১৭	২১	গৃহ-সংসারের ছবি ।	গৃহ সংসারের ছবি :
১৮	১৭	বজ্জিত	বর্জ্জিত
২৮	২০	খাঁয়ে	খায়েঁ
২৯	২	এক সংহত	এক-সংহত
৩৩	১০	বাঁড়িয়া গাজাড়	বাঁড়িয়াগাজাড়
৩৪	৮	আওরা	আওয়া
৩৯	পাদটীকা	উচ্ছল	উদল
৪১	২	দেশবাসিকে	দেশ বাসিকে
৪২	২	কানের	শণের
৪৩	১	শিশু বেলায়	শিশুবেলায়
	২৫	মা, বাবা	মা বাবা
৪৯	১	ছল	ছুইল
৫৩	৪	মইষ্‌ল	ঘঁইষ্‌ল
৫৮	১১	ড ড়াই	ডাঁড়াই
	১৩	খঁষারই	খঁসারই
৬২	১৫	ডা কছে	ডাই কছে
৭০	৭	মা র	মাইর
৭১	১৬	শুকাল	শুকাইল
৭৪	১০	লিলে	লিল
৭৫	৭	ধরে্যছ	ধরে্যছে
	১৬	লে	ল
	১৭	ল	(বাদ যাবে)
৮৬	৭	ডাশ	ডাঁশ
৮৮	৬	আঁক ।	আঁকা ।
৯৯	২৪	মা নব	মাইনব
১০৫	৪	ঢেই কশালে	ঢেঁই কশালে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	হবে
	২১	গেল্যে	গেলে
১০৯	৯	সে	ল
১১২	১৮	বখাব	বসাব
	১৯	পাটার	পাটায়
	৩০	পেঙ্গ	লম
১১৩	২৩	লিখিল	লিথি ল
১১৮	১৬	লে	ল
১১৯	২২	ছুবিলতায়	ছুধিলতায়
১২০	৮	পাইরব	পইরব
	১৮	লে	রে
১২৫	১২	লে	রে
১২৭	৮	ধূলোমাখা	ধূলামাখা
১৩০	১৯	বত্তুলব	বইলব
১৩১	১১	এমল	এমন
১৩৭	১৫	নারল	[illegible]
	২৮	চাঁলর	চাঁ[illegible]
১৩৮	১৫	করা	ফরা
	২৯	বাধায়	বঁধায়
১৫৩	২৮	লেটিয়া	লটিয়া
১৫৪	১৯	বাজা হাঁস	রাজহাঁস
১৫৮	২৯	কনে ত কা	কনে কা